

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

‘রহস্য-লহরী’

উপন্যাসমালার

১৩৩ নং উপন্যাস

শকটে শয়তানী

[প্রথম সংস্করণ]

২৮ নং শঙ্কর বোম্ব লেন, কলিকাতা

‘রহস্য-লহরী’ বৈদ্যুতিক মেলিন-প্রেসে

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় কর্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

‘রহস্য-লহরী’ কার্য্যালয়—

মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

রাজ সংস্করণ পাঁচ সিকা,—মূলভ সাধারণ, বার আনা মাত্র।

শকটে শয়তানী

প্রথম লহর

পল সাইনসের ভূমিকা

কলকাতার স্বনামপ্রসিদ্ধ ডিটেকটিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক ফটোগ্রাফ ইয়ার্ডের ইন্স্পেক্টর কুটসকে সঙ্গে লইয়া বেকার ষ্ট্রীটে তাহার বাড়ীর দিকে যাইতেছিলেন। ইন্স্পেক্টর কুটস বেকার ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া হঠাৎ দাঁড়াইলেন, এবং সম্মুখস্থিত একটি অট্টালিকার প্রাচীর-সংলগ্ন একখানি প্লাকার্ডের দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, “ব্লেক, ঐ প্লাকার্ডখানি দেখিয়াছ কি? আমাদের বড় সাহেব এতদিন পরে আমার সুপরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে যদি আশাহুস্তপ ফল না পাই, তাহা হইলে আমার নামই মিথ্যা।”

মিঃ ব্লেক কুটসের কথা শুনিয়া প্রাচীরের দিকে চাহিলেন; তিনি দেখিলেন— এক দিকে গোয়ালিনী-মার্কি গাঢ় ছফ্ফের (condensed milk) সচিত্র বিজ্ঞাপন, অন্য দিকে কোন ফল-বিক্রেতার দোকানের নানাবিধ সুপক্ক সুরসাল ফলের বিজ্ঞাপন,—তাহার নীচে লেখা—“দীর্ঘজীবী হইতে চাও ত ফল খাও।” এই উভয় বিজ্ঞাপনের মধ্যে পুলিশ-কমিশনরের স্বাক্ষরিত সচিত্র ‘প্লাকার্ড’। তাহার মর্ম্ম এই—পল সাইন্স নামক জেল-খালাসী বদমায়েসকে যে ধরিয়া দিতে পারিবে, বা তাহাকে গ্রেপ্তার করা যায়—একপ সন্ধান দিতে পারিবে—তাহার গ্রেপ্তারের পর সেই ব্যক্তিকে পাঁচ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার প্রদান করা হইবে।—সেই প্লাকার্ডে পল সাইন্সের একখানি ছবি ছিল।

ইন্স্পেক্টর কুটস বলিলেন, “বড় কষ্ট। পাঁচ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা

করিয়াছেন ; ইহাতেই বোধ হয় কাজ হইবে। পাঁচ হাজার পাউণ্ড ত দূরের কথা, পাঁচ শ' শিলিং পুরস্কারের লোভে অনেক বেটা চোর তাহাদের বুড়ো বাপকে পর্য্যন্ত ধরাইয়া দিতে কুণ্ঠিত নহে। পাঁচ হাজার পাউণ্ডের লোভে সাইনসের দলের লোকেরা তাহার সন্ধান বলিয়া দিবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এখন শীঘ্র তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে না পারিলে আবার যে সে কি কাণ্ড করিয়া বসিবে তাহা অনুমান করা আমাদের অসাধ্য।”

মিঃ ব্লেক তাঁহার পাইপের তামাকে অগ্নিসংযোগ করিয়া বেকার স্ট্রীটের ভিতর অগ্নসর হইয়া বলিলেন, “তোমার কথা সত্য কুটুস ! পল সাইনস্ শীঘ্র ধরা না পড়িলে তাহার অত্যাচারে আবার কেহ বিপন্ন হইবে ; এবং সেই বিপন্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করা আমাদের অসাধ্য হইয়া উঠিবে। অতঃপর তাহাকে গ্রেপ্তার করা আরও কঠিন হইবে।”

ইন্স্পেক্টর কুটুস বলিলেন, “তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্ত চেষ্টার ক্রটি হইতেছে না। লণ্ডনের প্রত্যেক প্রধান রাস্তায়, এমন কি, এদেশের সকল প্রধান নগরে এই ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইয়াছে। এ দেশের প্রত্যেক বায়স্কোপে ও পল সাইনসের ছবি দেখাইয়া তাহার গ্রেপ্তারের জন্ত পুরস্কার ঘোষিত হইবে। দর্শকগণ এই নরপিশাচের মুণ চিনিয়া রাখিয়া তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিবে—এই উদ্দেশ্যেই তাহার চিত্র-প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “উত্তম ব্যবস্থা বটে, কিন্তু এই ব্যবস্থার কি ফল হইবে—তাহা ব্যাধিতে পারিয়াছ কি ? পল সাইনসের আকৃতির সহিত যাহার চেহারার কিছুমাত্র সাদৃশ্য আছে—তাহাকেই ধরয়া পুলিশ টানাটানি করিবে ; বিনা-অপরাধে তাহার বিপন্ন ও লাঞ্চিত হইবে। এক পল সাইনসের পরিবর্তে হাজার হাজার নিরপরাধ ব্যক্তির লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। আসল সাইনসের সন্ধান না পাইলেও, হাজার-খানেক নকল সাইনসকে ধরিয়া টানাটানি করিতে করিতে তোমাদের কাজ আরও বাড়িয়া যাইবে।”

ইন্স্পেক্টর কুটুস বলিলেন, “হাঁ, এ রকম সম্ভাবনা আছে বটে ; কিন্তু উপায় কি ? ঐ রকম চেহারার পাঁচ হাজার লোককে গ্রেপ্তার করিয়াও যদি আসল

সাইনস্কে গ্রেপ্তার করিতে পারা যায়—তাহা হইলে অবশিষ্ট চারি হাজার নয় শ' নিরেনসই জনের লাহনা ভোগ করাও সার্থক হইবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তা বটে ; এ কথা পুলিশের মুখেই শোভা পায়।”

পল সাইনস্কে কয়েক সপ্তাহ পূর্বে লণ্ডনের ‘নেশনাল রুটিন ব্যাকের’ দশ লক্ষ গিনি লুণ্ঠনের চেষ্টা করিয়া মিঃ ব্লেকের বুদ্ধি-কৌশলে কিরূপে অকৃতকার্য হইয়াছিল, তাহার আমূল বৃত্তান্ত ‘রহস্য-লহরী’র ১২৯ নং উপস্থাপন ‘দশলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা’য় প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। পুলিশ পল সাইনস্কে প্রথমে তাহার ভ্রাতাকে গ্রেপ্তার করিতে উত্তত হইয়াছিল ; তাহার কি ফল হইয়াছিল তাহাও পাঠক পাঠিকাগণের অজ্ঞাত নহে। অন্তের অপরাধে বিচার-বিভাগে পল সাইনস্কে বোল বৎসরের জন্ত কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিল। সে যাহাদিগকে তাহার কারাবাসের জন্ত দায়ী মনে করিয়াছিল, তাহাদিগকে বিধ্বস্ত ও চূর্ণ করিবার জন্ত যে ভীষণ যড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহার ফলে লণ্ডনের সম্রাজ্ঞ সমাজের দুইজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বিপন্ন হইয়াছিলেন। একজন লজ্জায়, অপমানে ও উৎপীড়নে, মনের দুখে ক্ষেপিয়া কারাগারে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন ; আর একজনের সবস্বান্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। তাঁহাকেও অল্প উদ্বেগ ও অশান্তি ভোগ করিতে হয় নাই। মিঃ ব্লেকের অদ্ভুত কৌশলে সাইনস্কের কবল হইতে তিনি মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সাইনস্কে জীবিত থাকিতে তাহার নিঃশঙ্ক হইবার আশা ছিল না।

পল সাইনস্কে অদৃষ্ট হওয়ায় কেবল যে পুলিশের হৃদয়স্তা বর্ধিত হইয়াছিল, এরূপ নহে ; জনসাধারণও আতঙ্কে অধীর হইয়াছিল। প্রধান প্রধান ব্যাকের কর্তৃপক্ষ বিপন্ন হইবার ভয়ে পল সাইনস্কে গ্রেপ্তার করিবার জন্ত পুলিশকে তাগিদ দিয়া আস্থার করিয়া তুলিয়াছিলেন। লণ্ডনের বিভিন্ন সংবাদপত্রে পুলিশের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত হইতোছিল।—পুলিশ কামিশনের যথাসাধ্য চেষ্টাতেও সাইনস্কে গ্রেপ্তার করিতে না পারায়, অবশেষে তাহার গ্রেপ্তারের জন্ত পাঁচ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, পল সাইনস্কের দলভুক্ত দস্যত্বেরাই এই পুরস্কারের লোভে তাহাকে ধরাইয়া দিবে।

ইন্সপেক্টর কুটিল মিঃ ব্লেককে বলিলেন, “সাইনস্ ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে পলায়ন করে নাই। আমার বিশ্বাস, সে এখনও লণ্ডনেই আছে ; কিন্তু আহত বাঘ যেমন জ্বলে লুকাইয়া-থাকিয়া অধীর ভাবে তাহার ক্ষত চাটতে থাকে, (nursing its wounds,) সাইনস্ও সেইরূপ লণ্ডনের এই ইষ্টকারণে লুকাইয়া থাকিয়া, তাহার আশাতজ্জনিত ক্ষোভ-নিবৃত্তির জন্য পুনর্বার কাহাকে কখন কি ভাবে আক্রমণ করিবে—তাহারই সূচোপের প্রতীক্ষা করিতেছে। আহত বাঘের মত সে কখন কাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমরা দাক্ষিণ্যে কাল-ক্ষেপণ করিতেছি। তুমি তাহাকে দুইটি পুত্র-রয়ে বঞ্চিত করিয়াছ। একজন হোম-সেক্রেটারীর উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও তোমার দ্বারা অপদস্থ হইবার ভয়ে আত্মহত্যা করিয়াছে ; আর একজন নেশাখোর বৃটিশ ব্যাঙ্কের একটি শাখার ম্যানেজার রূপে তাহার পিতার বড়য়ত্রেব সাহায্য করিতে গিয়া তোমার বুদ্ধি-কৌশলে ধরা পড়িয়াছে। সে এখন হাজতে বাস করিতেছে, তাহার দীর্ঘকাল কারাবাস অপরিহার্য। তাহার অবশিষ্ট পাঁচ পুত্রের কোন সন্ধান নাই ; কিন্তু তাহারা তাহাদের পিতার প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য গোপনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে—এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। প্রয়োজন হইলে পল সাইনসের আদেশে তাহারাও ঐ ভাবে আত্মবিসর্জন করিবে। পল সাইনস্ এবার কাহাকে আক্রমণ করিবে—তাহা অনুমান করা অসাধ্য। তাহার অন্য কোন পুত্র স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কোন উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত নাই—ইহাই বা কি করিয়া বলিব ? যাহার এক পুত্র হোম-সেক্রেটারীর পদ লাভ করিতে পারে—তাহার আর কোন পুত্র লণ্ডনের চীফ-কমিশনার রূপে আমাদের উপর কর্তৃত্ব করিতেছে না, ইহা কি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পার ?”

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “তোমার এই সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। সার হেনরী ফেয়ারফক্স বহুদিন হইতে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দায়িত্ব-ভার পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন। তাহার আদেশেই পল সাইনস্ নরহত্যার অভিযোগে ফৌজদারী-সোপারদ হইয়াছিল ; এবং তিনিই তাহার বিরুদ্ধে মামলা চালাইয়া-ছিলেন। পল সাইনসের সকল পুত্রই উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত আছে—এরূপ অনুমানের

কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, আমার সঙ্গে যখন এত দূর আসিলে, তখন আমার বাড়ী পর্য্যন্ত চল। হুই এক গ্লাস হুইস্কি টানিয়া তাজা হুইয়া, চুপ্চুপ ফুঁকিতে ফুঁকিতে আফিসে ফিরিয়া যাইও।”

ইন্স্পেক্টর কুটস পুলিশের সূক্ষ্ম কর্মচারী; পরের পয়সায় মত্তপানের সুযোগ পাইলে তিনি বোতল বোতল হুইস্কি গলাধঃকরণ করিয়াও অটল থাকিতেন। মিঃ ব্লেকের অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। মিঃ ব্লেক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

মিঃ ব্লেক হল-ঘরে উপস্থিত হইয়া চিঠির বাস্স খুলিলেন। বাস্সের ভিতর একখানি মাত্র পত্র ছিল। লেফাপার উপর তাঁহার নাম ও ঠিকানা ছিল। তিনি তাহা পাঠ করিয়া পত্রখানি উল্টাইয়া খুলিতে উত্তত হইতেই দেখিলেন—লেফাপার অপর দিকে একটি নেকড়ে বাঘের মাথা অঙ্কিত রহিয়াছে!—তিনি কম্পিত-হস্তে লেফাপাখানি খুলিয়া যে পত্র বাহির করিলেন, তাহার মাথাতেও সেই নেকড়ের মাথা, এবং তাহার নীচে পল সাইনসের পারবারিক ‘মটো’!

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, ইহা পল সাইনসেরই পত্র। পল সাইনস্ আবার জম্‌কী দিয়াছে! সে কি এবার মিঃ ব্লেকেরই সর্ব্বনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এই পত্রে তাঁহাকে সতর্ক করিয়াছে? মিঃ ব্লেকের নির্ভীক হৃদয়ও মুহূর্ত্তে একটু স্পন্দিত হইল; তাঁহার চক্ষুতে উদ্বেগের চিহ্ন ঘনাইয়া আসিল।

দ্বিতীয় লহর

কাচ ভাঙ্গা

মিঃ ব্লেক মুহূর্ত কাল শুষ্কিত ভাবে দাঁড়াইয়া-থাকিয়া পত্রখানি পাঠ করিলেন, সেই পত্রে সুপরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে এই কথাগুলি লিখিত ছিল,—

“মিঃ ম্যাল্‌কম বাট’নকে দয়া করিয়া জানাইবেন—সে আমার আদেশ অগ্রাহ্য করা সম্ভব মনে করায়, আমার দাবির পরিমাণ বদ্ধিত করিয়া তাহা পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড করা হইল। যদি সে এই টাকা দিতে বিনম্র করে, তাহা হইলে যত দিন বিলম্ব হইবে—প্রতিদিন তাহাকে আরও দশ হাজার পাউণ্ড হিসাবে অধিক জরিমানা দিতে হইবে; নতুবা তাহার পরিত্রাণ লাভের আশা নাই।

পল সাইনস্‌।”

মিঃ ব্লেক পল সাইনসের হস্তাক্ষর চিনিতেন। পত্রখানি পল সাইনসের স্বহস্ত-লিখিত—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তিনি পত্রখানি নিঃশব্দে ইন্স্পেক্টর কুটসের হাতে দিলেন। ইন্স্পেক্টর কুটস তাহা হাতে লইয়া সাইনসের স্বাক্ষর দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন; তাহার পর রুদ্ধনিশ্বাসে তাহা পাঠ করিয়া আভূষ্ট স্বরে বলিলেন, “কি সর্বনাশ! সাইনসের সাড়া পাওয়া যাইতেছে না ভাবিয়া আমরা মনে করিতেছিলাম—সে কিছু কালের জন্য গা ঢাকা-দিয়া পবাক্ষয়ের কণ্ঠ বিস্মৃত হইতেছে! হঠাৎ আবার সে চিঠি লিখিয়া ভৃম্‌কী দিয়াছে! কিন্তু এ চিঠি তোমার কাছে পাঠাইয়াছে কেন? ‘মিঃ ম্যাল্‌কম বাট’নকে দয়া করিয়া জানাইবেন’—এই ম্যাল্‌কম বাট’নট কে? তাহার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধই বা কি? এই ভদ্রলোক কি তোমার বাড়ীতে বাস করেন?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ম্যাল্‌কম বাট’নের সহিত আমার পরিচয় আছে কি না

স্মরণ নাই ; তাঁহাকে চিনি বলিয়াও মনে হইতেছে না। তবে এই চিঠি দেখিয়া অনুমান করিতেছি—ম্যাল্কম বার্টন আমার অনুপস্থিতির সময় এখানে আসিয়া আমার বসিবার ঘরে হয় ত অপেক্ষা করিতেছেন। সম্ভবতঃ ইহা জানিতে পারিয়াই সাইনস্ আমাকে এই চিঠি লিখিয়াছে।—সাইনস্ তাঁহাকে এবার মজাইবার চেষ্টা করিতেছে কেন—তাহা অনুমান করা অসাধ্য। ষোল বৎসর পূর্বে সাইনস্ নরহত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বিচারালয়ে প্রেরিত হইলে এই ভদ্রলোকটি বোধ হয় তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন।”

মিঃ ব্লেক হল-ঘর পার হইয়া সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিলেন। ইন্স্পেক্টর কুটস তাঁহার অনুসরণ করিলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহকারী স্মিথকে দেখিতে পাইলেন না ; কিন্তু স্মিথের পরিবর্তে একটি ভদ্রলোকের দর্শন মিলিল। লোকটি দীর্ঘদেহ ; তাঁহার পরিচ্ছদ মূল্যবান। তিনি উভয় হস্ত পশ্চাতে রাখিয়া গম্ভীর ভাবে সেই কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন—ভদ্রলোকটি কোন কারণে দাফন হুশিচন্ডায় ব্যাকুল হইয়াছেন।

মিঃ ব্লেককে দেখিয়াই ভদ্রলোক তাঁহার সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহার ও ইন্স্পেক্টর কুটসের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আমি মিঃ রবার্ট ব্লেকের প্রতীক্ষা করিতেছি।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহা জানিতাম। আপনিই ত ম্যাল্কম বার্টন ?”

আগন্তুক মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া একটু চমকিয়া উঠিলেন, সবিস্ময়ে বলিলেন, “আ—আমার নাম আপনি কিরূপে জানিলেন ? আপনার গৃহ-কর্ত্তী আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার নিকট নাম প্রকাশ করিতে সম্মত হই নাই ; তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, আপনাকেই আমার পরিচয় জানাইব। আমি আপনার সঙ্গে গোপনে দেখা করিতে আসিয়াছি ; এজন্ত অল্প কাহাকেও আমার নাম জানাইতে আপত্তি ছিল। আমি এখানে আসিয়াছি, এ সংবাদ কেহই জানে না বলিয়াই আমার ধারণা ছিল।”

মিঃ ব্লেক গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “আপনি যাহার নিকট আপনার

আগমন-সংবাদ গোপন রাখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন, সেই লোকই তাহা জানিতে পারিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আপনাকে আমার জন্য দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছে, এজন্য দুঃখিত হইলাম।—আপনি বস্তু।”

মিঃ বার্টন বলিলেন, “মিঃ ব্লেক, আপনার সঙ্গে আমার যে কথা আছে—তাহা অত্যন্ত গোপনীয়।”—সেই সময় স্থগিত বাতির হইতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। মিঃ বার্টন তাহার ও ইন্স্পেক্টর কুটসের মুখের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাতিয়া নিস্তব্ধ হইলেন।

মিঃ ব্লেক তাঁহার মনেস্তর ভাব বুঝিতে পারিয়া পুনর্বার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “ইনি আমার বন্ধু—স্টল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্স্পেক্টর কুটস; এবং ইনি আমার সহকারী প্যাট্রিক স্বিথ,—আমার প্রত্যেক তদন্ত-কার্য্যেই ইনি আমার সহায়তা করেন। আমার বিশ্বাস, আপনি যে উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন, ইন্স্পেক্টর কুটস তাহা জানিতে পারিলে আপনার উপকারই হইবে, অপকারের আশঙ্কা নাই।”

মিঃ বার্টন বলিলেন, “মিঃ ব্লেক, আপনার কথা শুনিয়া মনে হয়—আমি কি উদ্দেশ্যে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি তাহা আমার নিকট শুনিবার পূর্বেই আপনি জানিতে পারিয়াছেন! আপনি কি মুখ দেখিয়া লোকের মনের কথা বুঝিতে পারেন?”

মিঃ ব্লেক তাঁহার চেয়ারে বসিয়া পাইপে তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন, “ও বিছা আমার নাই মিঃ বার্টন! কিন্তু মুখ দেখিয়া কাহারও মনের কথা বলিবার শক্তি আমার না থাকিলেও আমি আপনাকে বলিতে পারি—আপনি পল সাইনসের নিকট হইতে আতঙ্কজনক পত্র (a threatening message.) পাইয়াই আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। পল সাইনস্ যৌল বৎসর পূর্বে নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হইলে সেই মামলায় ষাভারা তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছিলেন, মুক্তিলাভের পর সে তাঁহাদের সকলেরই সর্বনাশ-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। তাহার ভীষণ প্রতিহিংসা হইতে কাহারও নিষ্কৃতি লাভের আশা নাই। তাহার শত্রুগণের নামের তালিকায় আপনার নামই বোধ

হয় এখন প্রথমে আছে।—ইহার কারণ কি? আপনি তাহার কি কতি করিয়াছিলেন?”

মিঃ বার্টন বলিলেন, “আপনাকে যাহা বলিতে আসিয়াছি—তাহার অধিকাংশ কথাই ত আপনি জানেন দেখিতেছি! এ সকল কথা কিরূপে জানিলেন—তাহা আমার বুদ্ধির অগোচর। যোল বৎসর পূর্বে পল সাইনস্ তাহার কারবারের বখরাদারের হত্যার অভিযোগে দায়রা-সোপরদ্দ হইলে, যে সকল জুরীর হস্তে তাহার বিচারের ভার ছিল, আমি তাঁহাদের ‘ফোরম্যান’ ছিলাম। আমরা তাহার বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ পাইয়াছিলাম, তাহার উপর ঈর্ষার করিয়া নিরপেক্ষ রায়ই দেওয়া হইয়াছিল। আমরা তখন বুঝিতে পারি নাই যে, নিরপরাধ ব্যক্তিকে দণ্ড দান করা হইয়াছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু পল সাইনস্ আপনাদের নিরপেক্ষতার কথা বিশ্বাস করে নাই; তাহার ধারণা, আপনারা তাহার বিরুদ্ধাচরণ কারিয়াছিলেন। সুবিচারের অভাবে (miscarriage of justice.) তাকে দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছিল—ইহা সে বিশ্বাস করে নাই। কিন্তু অত্র যে কোন জুরীদলের উপর এই বিচারের ভার পড়িত—তাঁহারাই ঐরূপ রায় প্রকাশ করিতেন। তাহার যে প্রাণদণ্ডেব আদেশ হয় নাই—ইহাই তাহার পরম সৌভাগ্য।”

টনস্পেক্টর কুটস বলিলেন, “সাইনসের প্রাণদণ্ড হইলেই আমরা নিশ্চিন্ত হইতাম। তাহা হইলে আজ আমাদের প্রতি পদে তাহাঙ্গার অপদস্থ ও বিপন্ন হইতে হইত না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “মিঃ বার্টন, সাইনস্ আপনাকে কিরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়াছে বলুন। সে যাহাদিগকে শত্রু মনে মরে—তাঁহাদের প্রতি তাহার ব্যবহারের প্রণালী কিছু কিছু আমার জানা আছে। সে কি আপনাকে হত্যা করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়াছে, না—কেবল টাকারই দাবী করিয়াছে? আমার বিশ্বাস, সে এখন অর্থ সংগ্রহের জন্তই অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছে। এখন টাকার প্রয়োজনই তাহার সর্বাপেক্ষা অধিক।”

মিঃ বার্টন বলিলেন, “হাঁ, সে টাকারই দাবী করিয়াছে; আমাকে খুন করিবার

ভয় প্রদর্শন করে নাই। তাহার আদেশ—তাহাকে চল্লিশ হাজার পাউণ্ড দিতে হইবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “চল্লিশ হাজার পাউণ্ড কি? পঞ্চাশ হাজার বলুন।”—
তাহার দাবী যে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড—ইহার প্রমাণ চাহেন?—এই দেখুন।”—
মিঃ ব্লেক তাঁহার চিঠির বাস্কে পল সাইনসের স্বাক্ষরিত যে পত্রখানি পাইয়াছিলেন
—তাহা মিঃ বার্টনের হাতে দিলেন।

মিঃ বার্টন সেই পত্রখানি রুদ্ধনিশ্বাসে পাঠ করিলেন। তাহা পাঠ করিয়া
তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল, টক্কতে অত্যন্ত কুটিয়া উঠিল। তিনি মুখ তুলিয়া সভয়ে
ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; যেন পল সাইনস সেই ঘরের বাহিরে লুকাইয়া
থাকিয়া তাঁহার ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিতেছে—এইরূপই তাঁহার আশঙ্কা হইল।

পত্রখানি পাঠ করিয়া মিঃ বার্টনকে হতাশভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মিঃ
ব্লেক বলিলেন, “কেমন, আমার কথা সত্য কি না?—চূপ করিয়া কি
ভাবিতেছেন?”

মিঃ বার্টন উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “এই নরপিশাচ কি সর্বস্বত্ব? সে বোধ
হয় আপনার বাড়ী পর্য্যন্ত আমার অন্তঃসংশয় করিয়াছিল! আমি যখন যেখানে
যাই—তাহা সে জানিতে পারে। মিঃ ব্লেক, এক্ষণ ভয়ানক লোকের কবল
হইতে নিস্তার পাওয়া কঠিন; তাহাকে শাসন করা আরও কঠিন। যুদ্ধে তাহাকে
পরাস্ত কবা অসম্ভব মিঃ ব্লেক! তাহার দাবী পূর্ণ করা ভিন্ন আমার নিষ্কৃতি
লাভের কোন উপায় দেখিতেছি না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “প্রথমে সে আপনার নিকট চল্লিশ হাজার পাউণ্ডের দাবী
করিয়াছিল; আজ সেই দাবীর পরিমাণ পঞ্চাশ হাজারে উঠিয়াছে! এই পঞ্চাশ
হাজার পাউণ্ড আপনি তাহাকে দিতে পারিবেন ত? আপনার সেরূপ শক্তি
আছে কি? বোধ হয় আছে;—না থাকিলে সে আপনার নিকট এই টাকার
দাবী করিত না।”

মিঃ বার্টন বলিলেন, “এই টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য আমাকে বটী বটী
পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হইবে! গত বোল বৎসর ধরিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া

আমি যাহা উপার্জন করিয়াছি—তাহার শেষ পেনী পর্যন্ত দান করিয়া এই পিশাচের কবল হইতে আমাকে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। আমাকে সম্পূর্ণ নিঃসম্বল হইতে হইবে।

“পল সাইনস্ যে সময় দায়রা-সোপারদু হইয়াছিল—সেই সময় আমি একটি ইন্সিওরেন্স আফিসের হেড্ ক্লার্ক ছিলাম। তাহার পর আমি অসাধারণ পরিশ্রমে ও কার্যদক্ষতায় ক্রমশঃ অবস্থার উন্নতি করিতে সমর্থ হই। এখন আমি ষ্টেডফাস্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর অধ্যক্ষ। আপনি বোধ হয় জানেন, আমাদের এই কোম্পানী এখন পৃথিবীর সর্বপ্রধান ইন্সিওরেন্স কোম্পানিগুলির অন্ততম।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, এ সংবাদ আমার সুবিদিত। আজ সভা দেশ-মাত্রেরই আপনাদের ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর নাম সুপরিচিত; বিশেষতঃ এদেশে ‘ষ্টেডফাস্ট’র সুনাম কাহারও অজ্ঞাত নহে। যাহা হউক, আপনি আমাকে যে সকল কথা বলিতে আসিয়াছেন—তাহাই আগে বলুন শুনি।”

মিঃ বার্টন বলিলেন, “আপনি আমার বিপদের কথা সকলই ত জানিতে পারিয়াছেন, নূতন কথা আর কি বলিব?—ঐ চেয়ারের কাছে যে পার্শেলটি দেখিতেছেন, উহা আপনাকে দেখাইবার জন্য আমিই লইয়া আসিয়াছি। আজ সকালে আমি আফিসে উপস্থিত হইয়াই দেখি—এই পার্শেলটি আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। আমার আফিসের আদালী ইহা আমার টেবিলের উপর রাখিলে, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এই পার্শেল কে আনিয়াছিল? কিন্তু উহা কোন পুরুষ, স্ত্রীলোক, কি বালক আমাদের আফিসে লইয়া আসিয়াছিল—তাহা সে বলিতে পারিল না। আফিসের কোন লোকের নিকট তাহা জানিতে পারি নাই।

“যাহা হউক, আমি এই পার্শেলটা খুলিয়া স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলাম। তখন আমার মনে কিরূপ আতঙ্ক হইয়াছিল—তাহা ভাষায় প্রকাশ করি, সে শক্তি আমার নাই।—আমি এই পার্শেলের ভিতর যাহা দেখিলাম—তাহা আপনারাও এখনই দেখিতে পাইবেন।”

ম্যালকম বার্টন কাগজের আবরণ উন্মোচিত করিয়া একটি বেত্র-নির্মিত

চতুষ্কোণ ক্ষুদ্র খাঁচা বাহির করিলেন। তাহার ভিতর একটি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ পায়রা। তাহার চক্ষু চতুর্দিকে পীতবর্ণের একটি চক্র। পায়রাটা খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে চক্ষু আঘাত করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। লোকগুলিকে দেখিয়া সে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইল না।

পায়রাটাকে দেখিয়া ইন্স্পেক্টর কুটস সর্বস্বয়ং বলিলেন, “কি সর্বনাশ! পাঞ্জী ছুঁ চোটা—”

মিঃ ব্রেক বাধা দিয়া বলিলেন, ছুঁ চো নয় বন্ধু! ও একটা পায়রা, অর্থাৎ বার্তাবাহকপোত।”

তিনি খাঁচাটা তুলিয়া লইয়া পাখীটাকে পরীক্ষা করিলেন, তাহার বলিলেন, “এ খুব ভাল জাতের পায়রা। মিঃ বাটন, আপনি এই পায়রা মারফৎ কি কোন উপহার পাইয়াছিলেন?”

মিঃ বাটন পকেট হইতে একখানি ক্ষুদ্র ভাঁজ-করা চিঠির কাগজ বাহির করিয়া মিঃ ব্রেকের হাতে দিয়া বলিলেন, “এই চিঠিখানি খাঁচার সঙ্গে বাঁধা-ছিল।”

মিঃ ব্রেক পত্রখানি খুলিয়াই পল সাইনসের হস্তাক্ষর দেখিতে পাইলেন। সাইনস্ সেই পত্রে হস্তাক্ষর গোপন করে নাই; কিন্তু অক্ষরগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র।—তিনি পত্রখানি মনে মনে পাঠ করিতে লাগিলেন; তাহাতে লেখা ছিল,—

“ম্যালকম্ বাটন, যোল বৎসর পূর্বে একটা ফৌজদারী মামলার বিচারকালে তুমি জুরিদের দলপতি (Foreman of the jury) হইয়া আমার বিরুদ্ধে যে রায় প্রকাশ করিয়াছিলে—তাহার ফলে আমাকে আমার জীবনের সুদীর্ঘ যোল বৎসর কারাগারে থাকিয়া কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। তুমি আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ যোলটি বৎসর এই ভাবে অপহরণ করিয়াছিলে।

“তুমি এই ভাবে আমার যে ক্ষতি করিয়াছিলে, তাহার বিনিময়ে আমি তোমার নিকট নগদ চল্লিশ হাজার পাউণ্ডের দাবী করিতেছি। যদি তুমি চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে এই অর্থ প্রদান না কর, তাহা হইলে আমি যেক্ষণে পারি তোমার কারবার ধ্বংস করিব; এবং উহার তিনগুণ অধিক অর্থ প্রদান করিতে তোমাকে বাধ্য করিব।

“এই পত্র তোমার হস্তগত হইবার পর চারি ঘণ্টার মধ্যে আমি ইহার উত্তর চাই। যদি তুমি আমার দাবী পূর্ণ করিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমার প্রেরিত পত্রবাহক মারফত তোমার সম্মতি-পত্র পাঠাইবে। তুমি এই পাখীটিকে খাঁচা হইতে বাহির করিয়া, তোমার আফিসের ছাদের উপর ছাড়িয়া দিলেই উহা আমাকে তোমার উত্তর আনিয়া দিতে পারিবে। তাহার পর তুমি জানিতে পারিবে—কোথায় কি ভাবে ঐ অর্থ আমাকে পাঠাইতে হইবে।

তুমি কোন প্রকারেই আমার প্রতিহিংসানল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না।

. . . পল সাইনস্”

মিঃ ব্লেক পত্রখানি পাঠ করিয়া ইন্স্পেক্টর কুটসকে তাহা দেখিতে দিলেন। কুটস বিস্ময়িত নৈত্রে হা করিয়া যেন পত্রখানি গিলিতে লাগিলেন!

মিঃ ব্লেক খাঁচার ভিতর অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া পায়রাটির ডানা স্পর্শ করিলেন, এবং তাহার মসৃণ ডানার উপর আঙ্গুল বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, “সাইনস্ কোন কাজ অনিশ্চয়তার উপর ফেলিয়া রাখে না; সকল কাজই সে নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন করে। সে যে দূত পাঠাইয়াছে ইহার উপর নির্ভর করিয়া তাহার ঠিকিবার বা বিপন্ন হইবার আশঙ্কা নাই। দেখ কুটস, মিঃ বার্টনের বক্তব্য বিষয় লিখিয়া, এই পায়রার পায়ে সেই কাগজখানি বাঁধিয়া ইহাকে ছাড়িয়া দিলেই পায়রা উড়িয়া গিয়া পল সাইনসের কাছে হাজির হইবে; অথচ সে কোথায় লুকাইয়া আছে—তাহা তুমি আমি কেহই জানিতে পারিব না! পল সাইনসের এই ফন্দিটি কেমন চমৎকার?”

ইন্স্পেক্টর কুটস সন্দিগ্ধ নৈত্রে পায়রাটির দিকে চাহিয়া দাড়ি চুলকাইতে লাগিলেন। তাহার এই আক্ষেপ হইল যে, সেই পক্ষধারী দ্বিপদটি (feathered biped.) যে কার্য্য অবলীলাক্রমে সম্পাদন করিতে পারে—তাহা সম্পন্ন করা তাহার এবং স্কটল্যাণ্ড ঈয়ার্ডের সকল ডিটেকটিভেরই অসাধ্য! পরমেশ্বর এই ক্ষুদ্র পক্ষীকে যে সামর্থ্য দান করিয়াছেন—তাঁহার জ্ঞায় শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান ডিটেকটিভের সে সামর্থ্য নাই! বিধাতার কি অবিচার! .

এইরূপ চিন্তা করিয়া ইন্স্পেক্টর কুটস অক্ষুট স্বরে মিঃ ব্লেককে বলিলেন, “দেখ ব্লেক, এই পাখীর পায়ে চিঠি বাঁধিয়া ইহাকে ছাদের উপর ছাড়িয়া দিলেই পাখী সেই চিঠি লইয়া সাইনসের গুপ্ত আড্ডায় হাজির হইবে!—এ কি সামান্য বিড়ম্বনার বিষয়?”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “হাঁ, এই পাখীগুলার শিক্ষাট য়ে ঐ রকম। এক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে বিড়ম্বনাজনক হইলেও—ইহাই বাস্তব কপোতের কাজ। যদি পাখীটা ময়নার মত কথা বলিবার শক্তি পাইত, এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিত—তাহা হইলে উহার কাছে পল সাইনসের ঠিকানা জানিয়া-লইয়া পাঁচ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার লাভ করা কত সহজ হইত!”

ইন্স্পেক্টর কুটস সোৎসাহে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “আহা, যদি আমি ঐ পাখীটার মত এক জোড়া পাখা পাইতাম, পানয়, লেজ নয়, ঠোঁট নয়—কেবল দু’খানি পাখা; তাহা হইলে আমি উহাকে উড়াইয়া দিয়া ঠিকরে বাজের মত উহার অনুসরণ করিতাম।”

মিঃ ব্লেক কুটসের কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তিনি মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইলেন—স্থলোদর ইন্স্পেক্টর কুটস সহসা বাজ পক্ষীর দেহ ধারণ করিয়া, লণ্ডন সহরের গগনস্পর্শী অট্টালিকা ও হস্তাাদির উপর দিয়া পায়রাটার অনুসরণ করিতেছেন। তাঁহার টুপী দুই কানের উপর দিয়া মাথায় আঁটিয়া বসিয়াছে, দুই কাঁধের উপর কাল কাল দু’খানা পাখা ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছে, লম্বা পা দু’খানি পিঠের উপর ঠেলিয়া উঠিয়াছে, এবং প্রকাণ্ড ভুঁড়িটা নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে!—তিনি এই সকল কথা ভাবিয়া পুনরবার হাসিতে লাগিলেন।

ইন্স্পেক্টর কুটস রাগ করিয়া বলিলেন, “ও রকম হাসিতেছ কেন?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার পাখী হইবার সখ দেখিয়া। তুমি পাখী হইলে চেহারাখানার কি রকম খোলতাই হয়, তাহা কল্পনা-নেত্রে নিরীক্ষণ করিলে ‘হাসি চেপে রাখ’ তে পারে কোন—; কিন্তু সে কথা থাক, কুটস! তুমি ‘ঠিকরে বাজ’ পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া এই পায়রার অনুসরণ করিলেও সাইনসের গুপ্ত আড্ডায় উপস্থিত হইতে পারিতে কি না সন্দেহ। কারণ পাখীটা সম্ভবতঃ সাইনসের কাছে না গিয়া

তাহার দলের কোন লোকের নিকট উপস্থিত হইবে ; সে পত্রখানি খুলিয়া লইয়া গোপনে সাইনসের কাছে পাঠাইবে।—দেখুন মিঃ বার্টন, পাখীটা আপনি আমার কাছেই রাখিয়া যান।”

মিঃ বার্টন মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিবার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন ; তাহার পর কপালে হাত ঘষিয়া ঢোক গিলিয়া বলিলেন, “তা—তা ও রকম করাটা কি ঠিক হইবে ? আ—আমি যে কি করিব, অর্থাৎ আমার কি করা উচিত—তাহা এখনও ঠাহর করিয়া উঠিতে পারি নাই মিঃ ব্লেক ! আপনি কি মনে করেন—পল সাইনসের দাবীটা অগ্রাহ্য করিতে সাহস করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে ?”

মিঃ ব্লেক এই প্রশ্নের উত্তরে জেরা (cross-questioned) করিলেন, “আপনি কি তাহার দাবী গ্রাহ্য করিতে সাহস করেন ?”

ম্যালকম বার্টন একটু লজ্জিত ভাবে অধর দংশন করিয়া বলিলেন, “মিঃ ব্লেক, আমি সাধারণতঃ অল্প লোক অপেক্ষা কাপুরুষ নহি ; কিন্তু সাইনসের এই চিঠি আমার বুকের মধ্যে হাতুড়ি ঠুকিতে আরম্ভ করিয়াছে—এ কথা আপনার নিকট অস্বীকার করিতে পারিতেছি না। এই লোকটা আমাকে যে ভয় প্রদর্শন করিয়াছে—তাহা কার্য্যে পরিণত করা তাহার অসাধ্য নহে বলিয়াই আমার ধারণা, এবং স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড যে আমাকে তাহার কবল হইতে রক্ষা করিবে—এ ভরসাও আমার নাই।”

মিঃ বার্টনের কথা শুনিয়া ইন্স্পেক্টর কুটস গর্জন করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “আপনার ও কথা বলিবার হেতুটা কি শুনি ?”

মিঃ বার্টন বলিলেন—একটু উত্তেজিত স্বরেই বলিলেন, “হেতুটা কি দুর্কোথা ? —পল সাইনস এত দিনেও ধরা পড়িল না কেন ?—এত দিন পর্য্যন্ত তাহার কারাগারের বাহিরে থাকিবার হেতু কি, তাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ? এত দিন কি তাহাকে পুনর্ব্বার পার্কমুরে প্রেরণ করা উচিত ছিল না ? অল্পদিন পূর্বে সে নেশাখাল রুটীশ ব্যান্ড হইতে দশ লক্ষ গিনি লুঠ করিবার চেষ্টা করিয়া প্রায় কৃতকার্য্য হইয়াছিল। হাঁ, পূর্বে সংবাদ দিয়াই সে এই বিপুল অর্থ .

লুঠনের উদ্যোগ আয়োজন করিয়াছিল; কিন্তু পুলিশ কি তাহার সেই সংবাদ ধাক্কাবাজি বলিয়া, বিজ্ঞপত্রে উড়াইয়া দেয় নাই? যিঃ ব্রেক, আপনি যদি এই বিপুল অর্থর্যাশি রক্ষার জন্য অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন না করিতেন—তাহা হইলে তাহার লুঠনে বাধা দেওয়া কি পুলিশের সাধ্য হইত?”

ইন্স্পেক্টর কুটস বলিলেন, “আপনি কি বলিতে চান—এই জন্তই আপনি বিনা-আপত্তিতে সাইনসের দাবীর টাকা পাঠাইয়া দিবেন? কাজটা আপনার পক্ষে কিল্পণ গর্হিত হইবে তাহা কি আপনার ধারণা করিবার শক্তি নাই?—আপনি কি জানেন না—এ কাজ করিলে হুঁচিচারের পথে কাঁটা দেওয়া হইবে?—কেন, তাহা কি বুঝিবার মত বুদ্ধি আপনার নাই? টাকা ভিন্ন সাইনস তাহার কোন হুরাভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে পারিবে না; কিন্তু এখন তাহার ভয়ানক অর্থাতাব। (getting mighty short of funds.) সে তাহার অহুচর দম্ভ্য তক্ষণগণের অভাব মোচনের জন্তই নেশাখাল বৃষ্টিশ ব্যাকের দশ লক্ষ গিনি লুঠনের সঙ্কল্প করিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য হওয়ায় সে টাকা টাকা করিয়া ফেপিয়া উঠিয়াছে!”

মিঃ বার্টন বলিলেন, “সেই জন্তই সে আমার নিকট পঞ্চাশ ষাট হাজার পাউণ্ড আদায় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি এই টাকাগুলি বাহির করিয়া দিতে হইলে আমাকে সর্বস্বান্ত হইতে হইবে; কিন্তু সাইনসের ভয়ে দিবারাত্রি সশঙ্কচিত্তে কালযাপন করা অপেক্ষা, টাকাগুলি দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া আমি প্রার্থনীয় মনে করি।”

বার্টন খাচার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কাল পায়রাটা সেই সময় এক দিকে মাথা হেলাইল; তাঁহার মনে হইল—পাখীটা তাঁহার এই প্রস্তাবেরই সমর্থন করিল! পায়রা স্থিরদৃষ্টিতে ষ্টেড্‌ফাষ্ট ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর অধ্যক্ষের মুখের দিকে চাহিয়া যেন তাঁহার কথাগুলির অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল।

মিঃ বার্টন বলিলেন, “পল সাইনস এখানে পর্য্যন্ত আমার অনুসরণ করিয়াছে—এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি গৃহত্যাগ করিবার পর, মুহূর্ত্তের জন্তও তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারি নাই! সে হয় ত নিকটে কোথাও

লুকাইয়া আছে।”—মিঃ বার্টন সহসা মুখ তুলিয়া সভয়ে জানালার দিকে চাহিলেন,—যেন সেই জানালার বাহিরে সাইনসের আতঙ্কজনক মূর্তি দেখিতে পাইবেন।

সাইনস ম্যালকম বার্টনকে যে স্পষ্টাঙ্গ পত্রখানি লিখিয়াছিল, মিঃ ব্লেক তাহা পুনর্ব্বার নিঃশব্দে পাঠ করিলেন; মিঃ বার্টনের জীবন বিপন্ন হইতে পারে, এরূপ কোন ইঙ্গিত সেই পত্রে দেখিতে পাইলেন না। তাহাতে কেবল এই কথাই লিখিত ছিল যে, যদি তিনি তাহার দাবীর টাকা নির্দিষ্ট সময়মধ্যে প্রদান না করেন, তাহা হইলে সে এরূপ পস্থা অবলম্বন করিবে যে, তাঁহাকে তাহার দাবী অপেক্ষাও অনেক অধিক টাকা দিতে বাধ্য হইতে হইবে; তাঁহার কারবার পর্য্যন্ত সে নষ্ট করিতে পারে।

মিঃ বার্টন মিঃ ব্লেকের গৃহে উপস্থিত হইবার পর সাইনসের দাবীর টাকার পরিমাণ আরও দশ হাজার পাউণ্ড বদ্ধিত হইয়াছিল! তিনি টাকা দেওয়ার সম্মতি-জ্ঞাপনে যতই বিলম্ব করিবেন—দাবীর পরিমাণ ক্রমশঃ ততই বাড়িয়া উঠিবে।

মিঃ ব্লেক তাঁহার পাইপে তামাক সাজিতে সাজিতে আপন মনে বলিলেন, “সাইনস্ মিঃ বার্টনকে জেরবার করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে কিয়ৎপ যত্ন করিয়াছে—তাহা অনুমান করা কঠিন। মিঃ বার্টনের নিকট সে ষাঠ হাজার পাউণ্ডের দাবী করিয়াছে, এ টাকা উনি না দিলে সে কি জোর করিয়া তাহা আদায় করিতে পারিবে? সাইনস্ নেশন্যাল বুটশ ব্যাক হইতে যে টাকা লুণ্ঠ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল—তাহার তুলনায় এ টাকার পরিমাণ নিতান্ত অল্প হইলেও এই টাকাগুলি আদায় করিয়া সে তাহার অনুচরগুলির উদর পূর্ণ করিবে, এবং ভবিষ্যতে শাস্তিভঙ্গের পথ প্রশস্ত করিবে।”

মিঃ ব্লেক অতঃপর মিঃ বার্টনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “ইন্স্পেক্টর কুটসের কথাই সত্য মিঃ বার্টন! আপনি সাইনসের দাবী গ্রাহ্য করিবেন না। আপনি তাহাকে টাকাগুলি দিলে তাহার শক্তিবৃদ্ধি হইবে, এবং তাহাকে গ্রেপ্তার করা অধিকতর কঠিন হইবে।”

মিঃ বাটন আগ্রহ ভরে বলিলেন, “তবে কি তাহার ঐ পত্রখানা অগ্রাহ্য করিব ?”

মিঃ ব্লেক কথাটা ঘুরাইয়া বলিলেন, “আপনি নিশ্চয়ই গ্রাহ্য করিবেন না, মিঃ বাটন ! আমরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া দেখি—টাকাগুলি আপনার কাছে না পাইলে সাইনস্ কি করে। আপনি তাহার দাবী গ্রাহ্য না করিলে সে কি উপায়ে আপনার নিকট হইতে ঐ টাকা আদায় করিবে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর অধ্যক্ষ ; আপনার আফিস ব্যাক্ষ নয়, সুতরাং সে নেশাখাল বৃটীশ ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ সার হারলি জেমসের নিকট হইতে যে ভাবে টাকা আদায়ের চেষ্টা করিয়াছিল, আপনার নিকট হইতে সে ভাবে ত টাকা আদায় করিতে পারিবে না। আপনার ঘরেও টাকা থাকে না যে লুণ্ঠ করিয়া লইবে।”

মিঃ বাটন কাতর ভাবে বলিলেন, “আমি ধনবান নহি ; তাহার দাবীর বাঠ হাজার পাউণ্ড সংগ্রহ করিতে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে।”

ইন্স্পেক্টর কুটস মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “ঐ রকম ভয়প্রদর্শন সাইনসের ধাপ্পাবাজি বলিয়াই সন্দেহ হয়। সে বোধ হয় মনে করিয়াছে জাবেজ নোল্যান্ডের সে কি সর্বনাশ করিয়াছে—তাহা স্মরণ করিয়া আপনি বিনা-প্রতিবাদে সুবোধ বালকের মত তাহার হাতে বাঠ হাজার পাউণ্ড গুঁজিয়া দিবেন ! বিশেষতঃ, সার হারলি জেমসকে সে কি রকম লাঞ্চিত ও বিপন্ন করিয়াছিল—তাহাও ত এত শীঘ্র আপনি ভুলিতে পারেন নাই।”

ম্যালকম বাটন ক্ষীণস্বরে বলিলেন, “তা সত্য, আপনি অসঙ্গত কথা বলেন নাই ; সাইনস্ আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজি করিয়াছে—কি তাহার ভয়-প্রদর্শনের কোন মূল্য আছে—তাহা আর বার ঘণ্টা পরেই জানিতে পারিব। আমার বিশ্বাস, সে আমাকে সহজে ছাড়িবে না ; টাকাগুলো না পাইলে সে কোন একটা অনর্থ ঘটাইবে। আমার এক এক বার ইচ্ছা হইতেছে—তাহার ঐ পায়রাটাকে খাঁচা হইতে ছাড়িয়া দিই ; এই মর্মে একখান রোকা লিখিয়া উহার লেজে কি পায়ে — যেখানে হউক বাধিয়া দিই যে,—দোহাই বাবা সাইনস্ ! আমি তোমাকে ত্রিশ

হাজার পাউণ্ড দিব—তুমি আমার ঘাড় হইতে নাম, আর আমাকে ভয় দেখাইয়া কাহিল করিও না।”

মিঃ ব্লেক বিরজিত্তরে আ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, “আপনার ও রকম দুর্বল হইলে চলিবে না মিঃ বার্টন ! সে ভয় দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছে—ইহাতেই আপনি জগৎ অন্ধকার দেখিতেছেন ? কি লজ্জার কথা !—আর আপনি যাহা ভাবিয়াছেন—তাহাও হইবে না। সাইনস্ এমন পাত্রই নয় যে, ষাঠি হাজারের দাবী করিয়া ত্রিশ হাজার পাউণ্ডে আপনার সঙ্গে রফা করিবে। সে যে টাকার দাবী করিয়াছে তাহার এক পেনীও কম লইতে সম্মত হইবে না। যদি আপনি তাহার সঙ্গে রফা করিবার প্রস্তাব করেন, তাহা হইলে সে আপনাকে আরও পাইয়া বসিবে ; আপনি তাহার হাতের পুতুল হইবেন।—আপনি এক গ্ল্যাস ছইন্সি টানিয়া মন চাপ্তা করুন। হাঁ, আমি বুঝিতেছি আপনার মানসিক অবসাদ দূর করা প্রয়োজন।”

মিঃ বার্টন মিঃ ব্লেকের এই প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তিনি গ্ল্যাসে এক ‘পেগ্’ ছইন্সি ঢালিয়া তাহাতে ঝানিক সোডা মিশাইয়া লইলেন ; তাহার পর যখন তাহা মুখে তুলিলেন—তখন তাঁহার হাতখানি থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক ও ইন্স্পেক্টর কুটস তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন বুঝিয়া তিনি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন, “আজ আমি সত্যই কেমন যেন দুর্বলতা অনুভব করিতেছি। অবশ্য, সাইনসের ভয়ে এরকম হইয়াছে—এরূপ গন্য করিবার কোন কারণ নাই। যদি আমি নিশ্চিত রূপে জানিতে পারিতাম যে—”

মদের গ্ল্যাসটি তখন তাঁহার ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়াছে মাত্র, কিন্তু গ্ল্যাসের সুধা তাঁহার মুখে প্রবেশ করে নাই ; তাঁহার কথা-বলাও শেষ হয় নাই—এমন সময় বন্-বন্ করিয়া একটা শব্দ হইল, যেন সেই কক্ষে সহসা একটা বেহালায় তার ছিঁড়িয়া গেল। (like the snapping of a violin string.) কিন্তু সেই শব্দে সেই সুদীর্ঘ কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইল : সঙ্গে সঙ্গে ম্যালকম বার্টনের কণ্ঠ হইতে আর্কনাদের মত একটা অক্ষুট শব্দ, এবং কাচ ভাঙ্গিয়া-পড়িবার শব্দ শুনিয়া নিঃ

ব্লেক, ইন্স্পেক্টর কুটস ও স্থিতি বিশ্বয়-বিস্ফারিত নেত্রে বাটনের মুখের দিকে চাহিলেন ।

তঁাহারা মিঃ বাটনকে সেই কক্ষের মধ্যস্থলে স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান দেখিলেন । তঁাহার বিস্ফারিত চক্ষুছটি তখন আতঙ্কে ও বিশ্বয়ে কপালে উঠিয়াছিল ! তিনি মদের গ্যাসটি যে হাতে ধরিয়া মুখে তুলিয়াছিলেন সেই হাত সেই ভাবেই ছিল, কিন্তু গ্যাসটি তখন হাত হইতে অন্তহিত ! সেই ভারি বেলোয়ারী কাচের ‘টম্‌লার’ (heavy cutglass tumbler) সোড়া-মিশ্রিত হইয়াছে অর্ধপূর্ণ ছিল, কিন্তু তাহা যেন কাহারও বন্দুকের অদৃশ্য গুলীতে তঁাহার অজ্ঞাতসারে চূর্ণ হইয়া কাচগুলি মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে কার্পেটের কিয়দংশ সেই মতো ভিজিয়া গিয়াছিল !

ইন্স্পেক্টর কুটস কার্পেটের উপর বিক্ষিপ্ত গ্যাসের টুকরাগুলির দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “মিঃ বাটন, আপনার হইল কি ? গ্যাসটা মুখে তুলিলেন আর আপনার অসাড় হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া গেল ! না, আপনার হাতের চাপ লাগিয়া উহা খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে ? এত জোরে কি গ্যাস ধরিতে হয় ? ভাঙ্গা টুকরাগুলিতে আপনার হাত কাটিয়া যায় নাই—ইহাই বিশ্বাসের বিষয় !”

মিঃ বাটন বলিলেন, “জোর দিয়া ধরিয়াছিলাম বলিতেছেন ? আমি যত দূর সম্ভব অলগা ভাবেই গ্যাসটা ধরিয়া মুখে তুলিয়াছিলাম।”—তিনি দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দেখাইলেন—হাতে একটু ছড় যায় নাই, একবিন্দু মগ্নও হাতে লাগে নাই !—অতঃপর তিনি হাতখানি ঘুরাইয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার ! গ্যাসটা আপনিই আমার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে । হাঁ, আমার বিশ্বাস খসিয়া পড়িবার পূর্বেই তাহা ভাঙ্গিয়াছিল ; কিন্তু কাচের টুকরা হাতে বন্ধ হয় নাই । গ্যাসটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আমি আন্তরিক দ্রঃখিত, মিঃ ব্লেক !”

মিঃ ব্লেক সেই ভাঙ্গা কাচগুলির দিকে শুদ্ধ ভাবে চাহিয়া ছিলেন । ইহা অদ্ভুত ও রহস্যপূর্ণ ঘটনা বলিয়াই তঁাহার ধারণা হইয়াছিল । তিনি মিঃ বাটনের কথা

শুনিয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, “বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার! আমি বুঝিতে পারিয়াছি আপনার হাতের জোরে গ্যাসটা ভাঙ্গে নাই; ঐ রকম ভারি ও পুরু বেলোয়ারি কাচের গ্যাস চাপিয়া ধরিয়া চূর্ণ করাও সহজ নহে। অথচ আপনার হাতের মধ্যেই উহা গুঁড়া হইয়া পড়িয়া গেল!”

শ্মিথ অবিশ্বাস ভরে বলিল, “আমি ত ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না কর্ত্তী! আপনি কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন কি?”

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “বোধ হয় গ্যাসটা কোন রকমে পূর্বেই ফাটিয়া গিয়াছিল; হাতের সামান্য চাপেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।”—অনন্তর তিনি উঠিয়া মেঝের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া সেই কাচগুলি পরীক্ষা করিতে করিতে বলিলেন, “শুনিয়াছি কোন কোন হীরা হঠাৎ ফাটিয়া গিয়া ধূলিকণায় পরিণত হয়, কিন্তু গ্যাস যে এ ভাবে চূর্ণ হয়, ইহা পূর্বে কোন দিন দেখি নাই।”

ম্যাল্কম বার্টন হতবুদ্ধিপ্রায় হইয়া বলিলেন, “গ্যাসটা আমার হাত হইতে বন্দকের মত ছুটিয়া গেল। (went off like a gun.) গ্যাসটা হঠাৎ পড়িবার পূর্বে আমার হাতের ভিতর যেন কাঁপিতেছিল!”

ইনস্পেক্টর কুটস বলিলেন, “গ্যাসে যদি আপনি ছইস্কির পরিবর্তে গরম জল ঢালিতেন তাহা হইলে উহার ভাঙ্গিবার কারণ বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু এ রকম অদ্ভুত কাণ্ড একশত বৎসরের মধ্যে আর কখন ঘটিবে কি না সন্দেহ!—ইহার প্রমাণ স্বরূপ—”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “তুমি আর একটা গ্যাসে ছইস্কি ঢালিয়া এই মুহূর্ত্তে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার—একশত বৎসর পর্য্যন্ত বিলম্ব করিবার প্রয়োজন কি?”

“না, ততদিন সবুর সহিবে না”—বলিয়া ইনস্পেক্টর কুটস উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং টেবিল হইতে সেইরূপ আর একটা গ্যাস লইয়া তাহাতে ছইস্কি ঢালিয়া আঙ্গুল দিয়া মাপিলেন; তাহার খাড়াই তিন আঙ্গুল হইল। তখন তাহাতে খানিক সোডা ঢালিয়া মুখে তুলিলেন, এবং এক নিশ্বাসে তাহা গলাধঃকরণ করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না, এ গ্যাসটা ত ভাঙ্গিল না! এ গ্যাসটি নিখুঁত।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হুইস্কিও তাই।”

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে খন্-খন্ বন্-বন্ শব্দে সেই কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইল। মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে পথের ধারের জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই বাহিরের শীতল বায়ু-প্রবাহ তাঁহার চোখে মুখে লাগিল, এবং তাঁহার টেবিল হইতে কতকগুলি আলগা কাগজ বায়ুতড়িত শুষ্ক বৃক্ষপত্রের গ্রায় উড়িয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল !

তৃতীয় লহর

ডিনারের নিমন্ত্রণ

মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীরা সেই অস্বস্ত দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন; হুই এক মিনিট কাহারও মুখে কথা ফুটিল না। তাঁহারা এক সঙ্গে চেয়ার ছাড়িয়া সবেগে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহারা থন্-পন্ থন্-থন্ শব্দ শুনিয়া যে কংচের জানালার দিকে সভয়ে দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহার ঠিক নীচেই বেকার স্ট্রীট।—এই জানালাটির শার্শিগুলিই সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু যদি কেহ সেই জানালার উপর বোমা নিক্ষেপ করিত—তাহা হইলেও তাহার শার্শিগুলি ও ভাবে চূর্ণ হইয়া থসিয়া পড়িত না। জানালার প্রত্যেক শার্শি চূর্ণ হইয়া সেই কক্ষের মেঝের চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; এবং শার্শি-বিরহিত কাঠের ফ্রেম জানালার চৌক্যাঠে ঝুলিতেছিল।

এই জানালার শার্শির সম্মুখে একখানি পুরু পর্দা ছিল। শার্শিগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িলে বাহিরের উদ্দাম বায়ুপ্রবাহে সেই পর্দাখানি সবেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল। সেই বাতাসেই মিঃ ব্লেকের টেবিল হইতে আল্গা কাগজ-পত্রগুলি চারি দিকে উড়িয়া গিয়াছিল।

ইন্স্পেক্টর কুটস ক্ষণকাল বিহ্বল ভাবে সেই জানালার দিকে চাহিয়া থাকিয়া আড়ষ্ট স্বরে বলিলেন, “কে—কে একাজ করিল, ব্লেক? এ যে বড়ই ভীষণ কাণ্ড! কেহ কি পথ হইতে ইট ছুড়িয়া জানালাটা ও ভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলিল? কাহার এত সাহস? আর ইহাতে কাহারই বা কি লাভ?”—ইন্স্পেক্টরের আতঙ্ক-বিহ্বল চক্ষু দুটি যেন কপাল হইতে ঠেলিয়া বাহির হইল।

মিঃ ব্লেকের বিশ্বাস দূর হইয়া ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডল—কানের ডগা পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি চতুর্দিকের বিক্ষিপ্ত ভাঙ্গা কাচগুলি পদদলিত করিয়া সেই

বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং পর্দা সরাইয়া, শার্শির ফ্রেমের ভিতর দিয়া মুখ বাড়াইয়া পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

সেই অট্টালিকার সম্মুখস্থ বেকার ষ্ট্রীট দিয়া তখন নরমুণ্ডের শ্রোত চলিতেছিল ; অগণ্য ট্যান্ডি, লরী, বসের অবিশ্রান্ত ঘস্-ঘসানি ও বংশীধ্বনি ; ‘সকলেরই অত্যন্ত ব্যস্ত ভাব। পথের ধারে মিঃ ব্লেকের অট্টালিকায় একদুই অদ্ভুত ব্যাপার ঘটয়াছে—কোন পথিক তাহা জানিতে পারে নাই, এবং সেই জানালার প্রতিও কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। সম্ভবতঃ, মোটর-ইঞ্জিনের শব্দে কাচ-ভাঙ্গার শব্দ ডুবিয়া গিয়াছিল।

সেই ভাঙ্গা জানালার প্রায় কুড়িগজ দূরে একজন কন্‌ষ্টেবল একখানি হুলোহিত ডাক-গাড়ী (post office mail van) থামাইয়া তাহার ‘ড্রাইভার’কে উত্তেজিত স্বরে কি বলিতেছিল ; ইহা ভিন্ন আর কাহাকেও মিঃ ব্লেক পথের সেই অংশে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলেন না। কেহ পথ হইতে সেই জানালার ঢেলা মারিয়া পলায়ন করিয়াছে—ইহাও তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। একটি মাত্র চিল মারিয়া জানালার বিলকুল শার্শি ও ভাবে চূর্ণ করা কাহারও সাধ্য নহে।—মিঃ ব্লেক সেই স্থানে দাঁড়াইয়া মিসেস্ বার্ডেলকে দেখিতে পাইলেন ; মিসেস্ বার্ডেল মুহূর্ত্ত-পূর্বে বাজার লইয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল। সেই সময় সে দোতালার ঘরে কাচ-ভাঙ্গার শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল।—সে পথে দাঁড়াইয়া উদ্ধমুখে চাহিতেই ভাঙ্গা জানালা দিয়া মিঃ ব্লেককে দেখিতে পাইল ; ব্যাকুল স্বরে বলিল, “ব্যাপার কি কর্ত্তা ! মাষ্টার শ্রিত্ব কি হাতুড়ী মারিয়া জানালা ভাঙ্গিল ? না, আপনি ঘরে বোমা তৈয়ার করিতেছিলেন,—তাহাই ফাটিয়া জানালার কাচগুলি গুঁড়া করিল ? ঘরখানা যে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই—ইহাই ভাগ্যের কথা !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার দুইটি অনুমানের একটিও সত্য নয় মিসেস্ বার্ডেল !—একটু আগে বাহির হইতে কোন আঘাত লাগিয়া জানালার শার্শিগুলো চুরমার হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু কেহ ইচ্ছা করিয়া এ কাজ করিয়াছে, কি ইহা ঘটাইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না ! তুমি বাজার হইতে আসিবার সময় কাহাকেও ঢেলা ছুড়িতে দেখিতে পাও নাই ?”

মিসেস্ বার্ডেল বলিল, “আমি বাজার লইয়া বাড়ী ফিরিবার সময় শাশিগুলা ভাঙ্গিবার শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলাম; কিন্তু কাহাকেও ত ঢিল ছুড়িতে দেখি নাই। আর আপনার জানালা ভাঙ্গিয়া দিবে—এত সাহসই বা কাহার?” (and who would be daring to break your windows?)

ইন্স্পেক্টর কুটস ভাঙ্গা কাচগুলির দিকে চাহিয়া দাড়ি চুলকাইতে চুলকাইতে ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, “এ বড়ই অদ্ভূত ব্যাপার (a queer buseness.) ব্লেক! যদি কেহ ঢেলাই মারিয়া থাকে, তাহা হইলে কি একটা ঢেলায় জানালায় সমস্ত শাশি এ ভাবে চুরমার হইতে পারে?—এ রকম ক্ষতি করিবারই বা কারণ কি?”

স্মিথ বলিল, “নীচের পথ হইতে জানালায় দূরত্ব বার চৌদ্দ গজের কম নহে; ঢিল খুব জোরে না ছুড়িলে শাশিগুলা ও ভাবে ভাঙ্গিত না। সেই ঢিলটি ঘরের ভিতরেই পড়িয়াছে; তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।”

মিঃ ব্লেক সরিয়া গিয়া অগ্নিকুণ্ডের আগুন খুঁচাইবার লোহার শিকটা লইয়া আসিলেন, এবং তাহা দিয়া গালিচার উপর হইতে ভাঙ্গা কাচগুলি সরাইতে লাগিলেন। স্মিথ ও ইন্স্পেক্টর কুটস ভাঙ্গা কাচগুলির নীচে খুঁজিয়া কোথাও ঢিল দেখিতে পাইলেন না। মিঃ ম্যালকম বার্টন সেই কক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সভয়ে চতুর্দিকে দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করিতেছিলেন। তিনি মিঃ ব্লেককে বলিলেন, “আপনি কি মনে করেন, পল সাইনস্‌ই একাজ করিয়া গিয়াছে?”

ইন্স্পেক্টর কুটস উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “সাইনস্‌র গলায় দড়ি (Cynos be hanged!) দেখিতেছি ভূতে পাওয়ার মত সে আপনাকে পাইয়া বসিয়াছে,—এজন্ত আপনি তাহার কথা ভুলিতে পারিতেছেন না! ছুই ছেলের মত সে পথ হইতে ঢেলা ছুড়িয়া জানালা ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিবে—ইহা যে বিশ্বাস করে তাহাকে আহাম্মুখ ভিন্ন আর কি বলিতে পারি? পল সাইনস্‌র যেন আর কোন কাজ নাই—তাই সে জানালা ভাঙ্গিতে আসিয়াছিল!”

সেই কক্ষের ভিতর একটিও ঢিল বা সেই শ্রেণীর অস্ত্র কোন সামগ্রী পাওয়া

গেল না ; স্ততরাং লোষ্ট্রাঘাতে শাশি ভাঙ্গিয়াছে—ইহা কেহই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না ।

মিঃ ব্লেক্ চিন্তাকুল চিত্তে বলিলেন, “কোন ‘এয়ার-গন্’ বা গুল্‌তির সাহায্যে একরূপ কাজ হওয়া অসম্ভব নহে ; কিছুদিন পূর্বে প্যারিসের একটা হোটেলে আমার চক্ষুর উপর হোটেলওয়ালার এইভাবে আহত হইয়াছিল । শাশি ভাঙ্গিয়া গুলী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল ।”

ইন্স্পেক্টর কুটস বলিলেন, “কেহ পথ হইতে গুলী চালাইলে জানালার একখানি শাশিই ভাঙ্গিত ; বিলকুল শাশি কি ওভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িত ? এ ত একটা গুলীর কাজ নয়, এক ঝাঁক গুলী ভিন্ন জানালার সকল শাশি এক সঙ্গে ভাঙ্গিতে পারে না । নয় ইঞ্চি লম্বা থান-ইট মহাবেগে নিষ্ফিষ্ট হইলেও এভাবে সবগুলি কাচ-ভাঙ্গিতে পারিত না । কিন্তু সেই ইটই বা কোথায়, আর গুলীর ঝাঁকই বা কোথায় পড়িল ?—এ যেন ভূতুড়ে কাণ্ড !”

অথ বলিল, “ভূতুড়ে কাণ্ড কি না অনুমান করা কঠিন ; তবে আমার বিশ্বাস যে কারণে মিঃ বার্টনের হাত হইতে ছইক্ষীর গ্লাসটা হঠাৎ খসিয়া পড়িয়া চূর্ণ হইয়াছে—সিক সেই কারণেই শাশির কাচগুলা ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়াছে । এ ছই ব্যাপার প্রায় এক সঙ্গেই ঘটয়াছে ।—সামঞ্জস্যটা অদ্ভুত বটে !”

মিঃ ব্লেক ব্লেক বিরক্তি ভরে বলিলেন, “ছই ঘটনায় সামঞ্জস্য থাক না থাক, জানালাটা অবিলম্বে মেরামত করা প্রয়োজন । কাচের মিস্ত্রীকে টেলিফোনে সংবাদ দাও, সে জানালাটা দেখিয়া গিয়া ঐ রকম কাচ আনিয়া আজই ভাঙ্গা শাশি মেরামত করিয়া দিবে ।”

মিঃ ম্যালকম্ বার্টন টুপি ও লাঠী তুলিয়া লইয়া টেবিলস্থিত খাঁচার দিকে চাহিলেন ; কালো পায়াটা খাঁচার ভিতর ঘুরিতে ঘুরিতে খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে চঞ্চু চালনা করিতেছিল ; যেন সে খাঁচার ভিতর হইতে মুক্তিক্রান্ত করিতে পারিলে বাঁচে ।—তাহার উজ্জ্বল চক্ষুতে ভয়ের চিহ্নমাত্র ছিল না ।

মিঃ বার্টন গমনোত্তর হইয়া ক্ষুদ্রস্বরে বলিলেন, “মিঃ ব্লেক, আমি এখন চলিলাম ; পাখীটা আপনার কাছেই রাখিয়া যাইতেছি ; তবে সাইনসের দাবী

পূর্ণ করিবার জন্ত আমার একটুও আগ্রহ নাই—এ কথা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে। আপনি নিষেধ না করিলে আমি বোধ হয় তাহার সঙ্গে রফা করিয়া ফেলিতাম; কিন্তু আর তাহা করিব না। দেখা যাউক, তাহারই দোড় কতদূর! সে আবার কি চাল চালিবে—তাহা জানিতে না পারা পর্য্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। সে যে আমাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দিবে—সে আশাও নাই। আমার বিশ্বাস—বার বণ্টার মধ্যেই পুনরুৎপাদন তাহার পত্র পাইব; সেই পত্রের সুর চড়িবে ভিন্ন নামিবে না।”

মিঃ ব্লেক অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, “হাঁ, আপনি পুনরুৎপাদন তাহার পত্র পাইবেন, এ বিষয়ে আমিও নিঃসন্দেহ। হয় ত তাহার দাবীর পরিমাণ আরও বাড়িবে; কিন্তু সেজন্য আপনি ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইবেন না মিঃ বার্টন! সাইনস্ আপনাকে প্রাণে মারিবার চেষ্টা করিবে না। সে আপনার নিকট হইতে টাকা আদায়ের চেষ্টা করিতেছে; তাহার বিশ্বাস, আপনাকে ভয় দেখাইলেই আপনি তাহার দাবী পূর্ণ করিবেন; সে আপনার দুর্বলতার প্রস্তাব লইতেছে। আপনি তাহার দাবী অগ্রাহ্য করিলেন দেখিয়া সে নিশ্চয়ই নূতন চাল চালিবে। সে আপনার নিকট টাকা আদায়ের জন্ত অতঃপর কোন পস্থা অবলম্বন করে—তাহা জানিবার জন্ত আমার আগ্রহ রহিল।—সে যে পস্থাই অবলম্বন করুক—তাহা এক্ষণে আকস্মিক হইবে যে, তাহা ধারণা করাও আমাদের অসাধ্য! কিন্তু আর কিছুকাল অপেক্ষা করিলেই আমরা তাহা জানিতে পারিব।”

মিঃ ব্লেকের এই অনুমান সত্য; কিন্তু পল সাইনস্ মিঃ বার্টন এবং ষ্টেডফাস্ট ইন্সিগুরেন্স কোম্পানীর পরিচালকবর্গকে চূর্ণ করিবার জন্ত কিরূপ সাংঘাতিক অস্ত্র বজ্রের আঘাত উদ্ভূত করিবে—তাহা তিনি ও তাহার বন্ধগণ তখন কল্পনাও করিতে পারিলেন না, তাহা তাঁহাদের ধারণা করিবারও শক্তি ছিল না। সেই অস্ত্র যেরূপ অমোঘ, সেইরূপ ভীষণ!

ইন্স্পেক্টর কুটস মিঃ বার্টনকে অভয় দান করিয়া বলিলেন, “আপনার কোন চিন্তা নাই, মিঃ বার্টন! আপনার অফিস ও বাসগৃহের পাহারাব ভার আমিই গ্রহণ করিলাম। দিবা রাত্রি সেখানে পুলিশ মোতায়েন থাকিবে; যে কেহ আপনার

অনিষ্ট চেষ্টা করিবে—তাহাকেই তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হইবে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের শক্তির উপর আপনি অনায়াসে নির্ভর করিতে পারেন। ইতিমধ্যে যদি পল সাইনসের স্বাক্ষরিত অস্ত্র কোন পত্র আপনার হস্তগত হয়—তাহা হইলে আপনি তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করিয়া স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে সে কথা জানাইবেন; আমরা প্রতিকারের ব্যবস্থা করিব। আর এক কথা;—আমাদের সহিত পরামর্শ না করিয়া পল সাইনসের দাবীতে সম্মত হইবেন না, বা তাহার সহিত পত্র-ব্যবহার করিবেন না।”

মিঃ বার্টন বলিলেন, “নিশ্চয়ই করিব না। মিঃ ব্লেকের ও আপনার হস্তেই আমি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিলাম; কিন্তু আপনাদের সহায়তায় নির্ভর করিয়া কি আমি নিরাপদ হইতে পারিব?—আপনারা ত জাবেজ নোলাণ্ডকেও অভয় দান করিয়াছিলেন; তাহার বাড়ীঘর পাঠারা দেওয়ার জন্ত দিবারাত্রি পুলিশ মোতায়েন করিয়াছিলেন।—তাহার কি ফল হইয়াছিল, তাহা আপনার স্মরণ আছে কি? ধনসম্পত্তি রক্ষা ত দূরের কথা, মাছুষটা পর্য্যন্ত তাহার হরক্ষিত শয়ন-কক্ষ হইতে কি ভাবে কোথায় উড়িয়া গেল—তাহার সন্ধান পর্য্যন্ত পাইলেন না! সুতরাং আপনাদের শক্তি ও সতর্কতায় নির্ভর করিয়া কিরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব—তাহা আপনারাও জানেন—আমিও বুঝিতেছি। তথাপি আপনাদের উপর নির্ভর করা ভিন্ন উপায় কি?”

মিঃ বার্টন মিঃ ব্লেক ও ইন্স্পেক্টর কুটসের নিকট বিদায় লইয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। অস্থিত তাঁহার সঙ্গে বহি দ্বারে গিয়া তাঁহাকে তাঁহার গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিল।

মিঃ বার্টন প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক ভাঙ্গা জানালার সম্মুখস্থ পর্দাখানি টানিয়া দিয়া বিচলিত স্বরে বলিলেন, “যে ব্যক্তি আমার জানালা ভাঙ্গিয়াছে—তাহাকে যদি কেহ ধরাইয়া দিতে পারে—তাহা হইলে আমি কুড়ি পাউণ্ড বকশিস্ দিতে রাজী আছি। আমার মনে হয়—ইহা পল সাইনসেরই কোন অনুচরের কাজ। মিঃ বার্টন এখানে আসিয়াছিলেন, ইহা সে জানিতে পারিয়াছিল; তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্তই সে এই কাজ করিয়া গিয়াছে।”

ইন্সপেক্টর কুটস মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “তোমার এই অনুমান সত্য হইতেও পারে ; কিন্তু সে কি কোশলে জানালায় বেবাক্ শাশি ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিল— তাহা কি ঠাহর করিতে পারিয়াছ ?—ঘরের ভিতর ঢিল, ইট বা গুলী কিছুই ত খুঁজিয়া পাইলাম না, তবে সে শার্শিগুলি ওভাবে ভাঙ্গিল কি করিয়া ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “অত্যন্ত সহজে !. লোকটা কোন ট্যাক্সিতে ঐ পথ দিয়া যাইতেছিল ; তাহার হাতে যে ছড়ি ছিল, তাহাই এয়ার-গন। তাহার নলের ভিতর শুল্লগর্ভ কাঁচের গুলী (a hollow glass bullet) ভরা ছিল ; তাহাই সে জানালা লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিল। তাহার আঘাতে শাশি ভাঙ্গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে কাঁচের গুলীও চূর্ণ হইয়াছে। তাহা ভাঙ্গিয়া কাচের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, এজন্ত আমরা তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই ; তাহার চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় নাই।” (no trace of it would be found.)

ইন্সপেক্টর কুটস বলিলেন, “হাঁ, তোমার এই অনুমান সত্য হওয়াই সম্ভব। ও কথা আমার মাথায় আসে নাই, কিন্তু একটা খটকা দূর হইতেছে না। ‘এয়ার-গন’র সাহায্যে সে একাধিক গুলী চালাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার আঘাতে অতবড় জানালায় শাশিগুলির সমস্ত কাচ ভাঙ্গিয়া খসিয়া পড়িল, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করি ? সেই গুলীর আঘাতে ছই তিনখানি কাচ ভাঙ্গিয়া পড়িলে বিশ্বাসের কারণ থাকিত না ; কিন্তু চারি হাত দীর্ঘ ও আড়াই হাত প্রশস্ত জানালায় শাশি আগাগোড়া ভাঙ্গিয়া পড়িল—সে কি রকম কাচের গুলী ?”

সেই মুহূর্তে স্থিথ বহিষ্কার হইতে সেই কক্ষে ফিরিয়া আসিল, দাক্ষণ উত্তেজনায় সে হাঁপাইতেছিল, এবং তাহার দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া কপালে উঠিয়াছিল ! তাহার হাতে একখানি লেফাপা !—সে সেই পত্রখানি মিঃ ব্লেকের হাতে দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, “কর্ত্তা, মিঃ বাটনকে তাঁহার গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া নীচের হল-ঘরে ঢুকিতেই চিঠির বাস্কে নজর পড়িল ; দেখি তারের ঝুলির মধ্যে এই লেফাপা-খানা পড়িয়া আছে ! আমরা নীচে নাগিয়া যাইবার মুহূর্ত পূর্বে কোন লোক চিঠিখানা বাস্কে ফেলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই মনে হইল। বাহিরের দরজা খোলা ছিল, কিন্তু কোন লোককে দ্বার খুলিয়া বাহিরে যাইতে দেখি নাই ! আমাদের জানালায়

শাশি ভাদ্রিয়া পড়িলে—উহা কাহার কাজ, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় কি না জানিবার জন্য খানিক আগে নীচে গিয়াছিলাম ; তাহাকে চারি দিকে খুঁজিয়া এখানে ফিরিবার সময় চিঠির বাস্কটোও দেখিয়াছিলাম—কিন্তু তখন বাস্কে কোন চিঠিপত্র ছিল না ! (there was no letter there then.) অথচ বাহিরের দরজা খুলিয়া কেহ বাড়ীর ভিতর আসিলে বৈজ্ঞানিক ঘণ্টার (warner) আওয়াজ হইত ; কৈ, সে শব্দও ত শুনিতে পাই নাই !—এই চিঠি সাধারণ পত্র হইলে আমি বিস্মিত বা বিচলিত হইতাম না, কিন্তু ইহা পল সাইনসের পত্র ; ঐ দেখুন লেফাপার পিছনে জোড়ের মাথায় সেই নেকড়ের মাথা !—সে পত্রখানা আপনাকেই লিখিয়াছে কর্তী !—আবার কি লিখিল ?”

মিঃ ব্লেক স্মিথের কথায় কর্ণপাত না করিয়া সেই লেফাপাখানিই উন্টাইয়া-পাণ্টাইয়া দেখিতেছিলেন ; পল সাইনসের পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে লেফাপার উপর মিঃ ব্লেকের নাম ও ঠিকানা লিখিত ছিল। লেফাপার পশ্চাতে নীল কালীতে মুদ্রিত নেকড়ের মুণ্ড, তাহার নীচে লাতিন ভাষায় লিখিত সাইনসের পারিবারিক ‘মটো’—উহা যে সাইনসেরই পত্র—এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ ছিল না। মিঃ ব্লেক পত্রখানি দেখিয়া কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না, যেন তিনি সেই পত্রেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন !

কিন্তু স্মিথের কথা শুনিয়া ইন্স্পেক্টর কুটসের ধৈর্য্যধারণ করা কঠিন হইল। হঠাৎ কেহ তাঁহার মাথায় লাঠী মারিলে তিনি যে ভাবে ঘুরিয়া পড়িতেন—সেই ভাবে ঘুরিয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “কি বলিলে ? সাইনসের পত্র ! ব্লেককে আবার সে পত্র লিখিয়াছে ?—পাজি, ছুঁচো, রাস্কেল, শয়তান—সেই হতভাগ্য, বদমায়েসের ধাড়ী, খুনে গুণ্ডাটা আবার তোমাকে কি লিখিয়াছে ব্লেক !—এই ভাবে ভয় দেখাইয়া পত্র লেখাই তাহার পেশ’ হইয়া উঠিল দেখিতেছি ! পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া সে কোন চোর ডাকাতের গুপ্ত আড্ডায় লুকাইয়া বসিয়া আছে—আর মধ্যে মধ্যে এক একখানা চিঠি ঝাড়িতেছে, ভাবিতেছে—উহাতেই আমরা ভয় পাইয়া চোখের সামনে কেবল শব্দের ফুল দেখিব !—এবার পত্রে কি রকম ভয়’ দেখাইয়াছে পড় ত শুনি ।”—

উদ্বেজনায় ইন্স্পেক্টরের সর্বাপেক্ষা কাঁপিতে লাগিল। বুক ধড়-ধড় করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক তাঁহার পাইপের নল দিয়া লেফাপাখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। লেফাপার ভিতর মূল্যবান চিঠির কাগজের মাথায় সেই নেকড়ের মাথা অঙ্কিত!—তিনি কুটুসের কথায় কর্ণপাত না করিয়া মনে মনে পত্রখানির আগাগোড়া ধীরভাবে পাঠ করিলেন। তাঁহার ললাটের একটি শিরাও কম্পিত হইল না; কিন্তু পত্রখানি পাঠ করিয়া তাঁহার মুখে ঈষৎ হাসি ফুটল, চক্ষুতে কোতুহলের ছায়া পড়িল।

ইন্স্পেক্টর কুটুস আগ্রহ দমন করিতে না পারিয়া মিঃ ব্লেকের ঘাড়ের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া পত্রখানি পাঠ করিবার চেষ্টা করিলেন, রুদ্ধনিশ্বাসে বলিলেন, “ডায়ার রবার্ট ব্লেকে বৃষ্টি এবার খুন করিবার ভয় দেখাইয়াছে? কি বলে সেই পাজী নচ্ছার গাথাটা?”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “না, সে খুন করিবার ভয় দেখায় নাই। সে এই পত্রে আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছে; জ্বর থানার লোভ দেখাইয়াছে! পত্রের মর্ম্ম জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছে?—পড়িয়া দেখ; কি উদ্দেশ্যে পত্রখানি লিখিয়াছে—তাহা তোমার কাছেই শুনিতে পাইব।”

ইন্স্পেক্টর কুটুস আগ্রহভরে পত্রখানি হাতে লইয়া রুদ্ধনিশ্বাসে পাঠ করিতে লাগিলেন; স্মিথও ইন্স্পেক্টরের পাশে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ নেত্রে সেই পত্রখানি দেখিতে লাগিল। গভীর বিস্ময়ে তাহার চক্ষু বিস্ফারিত হইল।

ইন্স্পেক্টর কুটুস মিঃ ব্লেকে শুনাইয়া সাইনসের পত্রখানি পাঠ করিলেন, তাহাতে এই কথাগুলি লিখিত ছিল,—

“ডায়ার রবার্ট ব্লেক,—আপনি ম্যাল্‌কম বার্টনকে যে উপদেশ দিয়াছেন—তাহাই সে পালন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। সে আপনার উপদেশের অনুসরণ করিবে—ইহা পূর্বেই বৃষ্টিতে পারিয়াছিলাম,—কিন্তু আপনার উপদেশে চলিয়া তাহাকে কিরূপ অল্পতপ্ত হইতে হইবে—তাহা সে বৃষ্টিতে পারে নাই! উত্তম; আমার ক্রোধানল হইতে আপনি এবং আপনার স্বেচ্ছায় বন্ধ ইন্স্পেক্টর কুটুস তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন কি না তাহা যথাসময়ে জানিতে পারিবেন।

লোকটার যদি এক বিন্দু বুদ্ধি থাকিত—তাহা হইলে সে আত্মজ্ঞানের শরণাগত না হইয়া আমার দাবী পূর্ণ করিত। আমার দাবী এইবার আশী হাজার পাউণ্ডে উঠিল। কাল এই সময়ে আমার দাবীর পরিমান ইহার দ্বিগুণ হইবে।

“কিন্তু আপনি তাহাকে এই কথা জানাইবেন, কেবল এই উদ্দেশ্যেই আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি না। ইহা নিমন্ত্রণ পত্র। এই পত্রদ্বারা আপনাকে, আপনার স্থলবুদ্ধি বন্ধু ইন্সপেক্টর কুটসকে, এবং আপনার চতুর সহকারী স্মিথকে নিমন্ত্রণ করিতেছি। আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে আপনাদের সাহস হইবে কি? যদি সাহস হয়, এবং ইহা আমার চাতুরী বলিয়া আপনাদের সন্দেহ না হয়—তাহা হইলে দয়া করিয়া আজ সন্ধ্যার পর ‘হোটেল ম্যাগ্নিফিসেন্ট’ উপস্থিত হইবেন। সেখানে আপনারা তিনজন আমার সহিত আহার করিলে আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিব। আজ রাত্রি আটটার সময় আমাদের চারিজনের ভোজনের জন্ত একখানি টেবিল ভাড়া করিয়াছি। (have booked a table.) সেই টেবিলে হোটেলের সর্বোৎকৃষ্ট ও সুনির্বাচিত খানা (carefully selected meal) পরিবেশন করা হইবে,—আমার এই অঙ্গীকাৰে আপনারা নির্ভর করিতে পারেন। কিন্তু আমি যে দীর্ঘকাল আপনাদের সহিত ভোজনানন্দ উপভোগ করিতে পারিব—নানা কারণে এক্ষণ আশা করিতে পারিতেছি না; তবে আপনাদের স্থায় সম্মানিত অতিথিগণের সম্মান রক্ষার জন্ত আমি সেখানে উপস্থিত থাকিব—একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

“যদি আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আপনাদের ভয় না হয়, তাহা হইলে আমার অঙ্গীকার ভঙ্গ হইবে না, আমি নিশ্চয়ই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব; আলাপ আপ্যায়নেরও ক্রটি হইবে না।

পল সাইনস্‌।”

পত্রখানি পাঠ করিয়া ইন্সপেক্টর কুটসের চোখ মুখ রাক্ষা হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া পত্রখানি টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিলেন—তাহার পর বিকৃতস্বরে বলিলেন, “সাইনস্‌ নিশ্চয়ই ক্ষেপিয়া গিয়াছে; সে প্রকৃতিস্থ থাকিলে তোমাকে কি এই পত্র লিখিতে সাহস করিত? ম্যাগ্নিফিসেন্ট হোটলে

তাহার সঙ্গে বসিয়া খানা খাইবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়াছে ?—কি আশ্চর্য্য ! রিজেন্ট স্ট্রীটের কুড়ি মাইলের মধ্যে উপস্থিত হইবার সাহসও কি তাহার পক্ষে সম্ভব ?—ম্যাগনিফিসেন্ট হোটেলে বসিয়া সে আমাদের সঙ্গে খানা খাইবে, আলাপ আপ্যায়নে আমাদের খুসী করিবে ? সেহ মিথ্যাবাদী, পাজী বদ্মায়েসটার এহ ধাঙ্গাবাজি তুমি বিশ্বাস কর রেও ! সে কি আশা করে আমরা এই পত্রে নির্ভর করিয়া তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি ?—তাহার মতলব বুঝিতে পারিয়াছি ; সে ফাঁক দিয়া আমাদের ম্যাগনিফিসেন্টে আটক করিয়া অল্প কোথাও লুঠপাট করিতে যাইবে ; আমরা তাহার গতিবিধির প্রাণ দৃষ্টি রাখিব, সুযোগ পাইব না ।—আমাদের পানাহারে ব্যাপৃত রাখিয়া সে স্থানান্তরে দাঁড় মারিবে ।—পাজী বেটা এক মনে করিয়াছে—আমরা এতই গাধা যে, তাহার ছুরতিসন্ধি বুঝিতে পারিব না ?”

মিঃ ব্লেক কোন কথা বলিলেন না, তিনি শুদ্ধ ভাবে বসিয়া পল সাইনসের অদ্ভুত পত্রের কথাই চিন্তা করিতে করিতে লাগিলেন । সে কি উদ্দেশ্যে তাহাকে পত্র লিখিয়াছিল তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না । অল্প কোন ফেরারী আসামীর পত্র হইলে তিনি তাহা বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করিয়া ফেলিয়া দেন ; কিন্তু তিনি জানেন—পল সাইনসের সহস্র দোষ থাকিলেও সে কখন কথার খেলাপ করে না ; মিথ্যা অঙ্গীকারে সে অভ্যস্ত নহে । (a man who never made vain promises.) সে যাহা বলিয়াছে তাহা সে করবেই, স্থল দৃষ্টিতে যাহা অসাধ্য, অসম্ভব বোধ হইবে—পল সাইনস এক্ষণে কোণে তাহা সুসম্পন্ন করে যে, তাহার কাজ দেখিয়া বিশ্বাসে স্তম্ভিত হইতে হয় ; কিন্তু সে এক্ষণে অসাধ্য সাধন করিবে তাহা এক মুহূর্ত্ত পূর্বেও বুঝিতে পারা যায় না !—মিঃ ব্লেকের বিশ্বাস হইল—সাইনসের কথা সত্য ।

সাইনসের অঙ্গীকার সম্পূর্ণ নিভরযোগ্য হইলেও তাহা পালন করা কিরূপে তাহার সাধ্য হইবে ? তাহার গ্রেপ্তারের জন্ত পাঁচ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার বিধোষিত হইয়াছে ; দেশের সর্বত্র তাহার বিক্রেতা হইয়া প্রচারিত হইয়াছে ; তাহাকে চানিয়া বাহির করিতে কাহাঙ্গুও ভুল না হয়—এই উদ্দেশ্যে তাহার সহস্র

সহস্র ‘ফটো’ প্রকাশিত হইয়াছে ; সমগ্র ব্রীটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রত্যেক পুলিশম্যান, প্রত্যেক ডিটেক্টিভ তাহাকে সর্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছে । এ অবস্থায় সে লণ্ডনের সর্বাপেক্ষা প্রকাশ্য স্থল রিজেন্ট ষ্ট্রীটের সর্বপ্রধান হোটেল ম্যাগ্নিফিসেন্টে রাত্রি আটটার সময় সশরীরে উপস্থিত হইয়া মিঃ ব্লেকের এবং ইন্স্পেক্টর কুটস ও স্মিথের অভ্যর্থনা করিবে ! ভোজন-ব্যয়ের আধিক্যানিবন্ধন কোনও সাধারণ লোক যে হোটеле প্রবেশ করিতে সাহস করে না ; ইংলণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায়, কাম্বন-কুলীন এবং মহাসম্রাট রাজবংশ যে হোটেলের পৃষ্ঠপোষক, সেই হোটেল উপস্থিত হইয়া সাইনস্ তাঁহাদের সহিত আলাপ করিবে ? সে কোন্ সাহসে মিঃ ব্লেককে এই নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইল ? তাহার উদ্দেশ্য কি ?—মিঃ ব্লেক মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়াও এই সমস্তার মীমাংসা কারতে পারিলেন না ।

পল সাইনস্ ধাপ্লাবাজি করিয়াছে—ইন্স্পেক্টর কুটসের এই ধারণা কি সত্য ? যদি ইহা সত্যই ধাপ্লাবাজি হইত তাহা হইলে সে কি স্পর্দ্ধাভরে লিখিতে পারিত—“যদি আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আপনাদের ভয় না হয়, তাহা হইলে আমার অঙ্গীকার ভঙ্গ হইবে না !”—

মিঃ ব্লেক পত্রের এই অংশ পাঠ করিয়া মনে মনে বলিলেন, “ভয় ! সাইনসের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে ভয় পাইব ?—সিংহের গুহায় প্রবেশ করিতে যাহার ভয় হয় না, সে হোটেল ম্যাগ্নিফিসেন্টে পল সাইনসের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে ভয় পাইবে ? —তাহার সহিত সাফাৎ করিতে আমার ভয় হইবে বা হইতে পারে তাহার একপ মনে করিবার কারণ কি ? যদি জানিতে পারিতাম পল সাইনস্ সেন্ট পলের গীর্জার উর্দ্ধস্থিত সোনার ক্রশের ডগায় বসিয়া (on the very apex of the golden cross that surmounted the dome of St. Pauls.) একপ স্পর্দ্ধাভরে আমাকে আহ্বান করিত তাহা হইলে আমি সেখানে গিয়াও তাহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না ।”

মিঃ ব্লেককে চিন্তামগ্ন দেখিয়া ইন্স্পেক্টর কুটস তাঁহাকে বিজ্ঞপের স্বরে বলিলেন, “মহা হুশিচুয়ায় পড়িয়া গিয়াছ দাঁখতেছি !—শয়তানটা ম্যাগ্নিফিসেন্ট হোটেল আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছে ! আমাদের বড় সাহেবের খাস-কামরার মধ্যে

আমাদের সঙ্গে দেখা করিবার ব্যবস্থাও ত অনায়াসে সে করিতে পারিত ; তাহা হইলে আমাদের কাজ আরও অনেক সহজ হইত !”

ইন্স্পেক্টর কুটুসের কথা শুনিয়া স্মিথ বলিল, “ইন্স্পেক্টর, আপনি কি মনে করেন পল সাইনস্ এতই বোকা ? তাহাকে জব্দ করিতে গিয়া আপনিও কি কম লাজ্বিত হইয়াছেন ? তথাপি লম্বা লম্বা কথা বলিয়া জাঁক করিতে আপনার নজ্জা নাই ! সাইনস্ নেশন্টাল ব্রুটশ ব্যাঙ্কের দলশরু পাউণ্ড চুরী করিবে, এ সংবাদ ত পত্রে লিখিয়া আমাদের জানাইতে সেবার ক্রটি করে নাই।—আপনি তাহার সে কথা বিশ্বাস করেন নাই ; বলিয়াছিলেন—উঃ তাহার ধাপ্লাবাজি ! কিন্তু তাহার সে কথা কি মিথ্যা হইয়াছিল ? তাহার চুরি বন্ধ করিবার কোন ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন কি ? ভাগ্যে কর্ত্তা নতুন কৌশলে তাহার চোখে ধূলা দিতে পারিয়াছিলেন, তাহ ব্যাঙ্কের সেই বিপুল অর্থ সে লুণ্ঠ করিতে পারে নাই ; শেষে সে এরকম কৌশলে পলায়ন করিল যে, পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়া বেকুব !”

ইন্স্পেক্টর কুটুস স্মিথের পরিহাসে দম্মাহিত হইয়া স্মিথের মুখের উপর মকেপ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন, মিঃ ব্লেকের সম্মুখে তাহাকে ছ’কথা শুনাইয়া দিতে বাহস করিলেন না, কেবল মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “সে অল্প রকম ব্যাপার। সে হরি, আর এ নিমন্ত্রণ, উভয়ের তুলনা করিতে যাওয়া বোকামা। বিশেষতঃ, সে সময় সাইনসের গ্রেপ্তারের ভুল প্রবন্ধাব বোঝিত হয় নাই। এখন পাঁচ হাজার পাউণ্ড তাহার মাথার মূল্য ধার্য্য হইয়াছে, একথা ভুলগলে চলিবে কেন ?”

মিঃ ব্লেক বড় বদিক চাহিয়া দেখিলেন তখন অপরাক্রান্তিক মাড়ে পাঁচটা। তিনি পাইপ হইতে একমুখ ধূম উদ্ভারণ করিয়া বলিলেন, “কুটুস, আটটা বাজিতে এখনও অনেক দেরী। তুমি বাড়ী গিয়া পোষাকটা বদলাইয়া আসিতে পারবে। ব্যাগ্‌নিসেস্টে খানার নিমন্ত্রণ, ‘ডিনার-জ্যাকেট’—(a dinner jacket) পরিয়া আসিতে ভুলিও না। নিমন্ত্রণ-কর্ত্তার মান রাখা চাই ত !”

ইন্স্পেক্টর কুটুস সন্দিক দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁর গলায় বলিলেন, “তুমি সত্যই সেখানে যাইবে’না কি ? সাইনস্ আমাদিগকে খাওয়াইবে,

আর সেখানে আসিয়া আমাদের দলে যোগদান করিবে—এবং মিঃ বাটনের ঘাড় ভাজিয়া কি উপায়ে আশীহাজার পাউণ্ড আদায় করিবে, তাহাও আমাদের কাছে বলিয়া যাইবে—ইহা তুমি বিশ্বাস কর কি ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “অতথানি বিশ্বাস না করিলেও খানার জিনিসগুলি অতি চমৎকার হইবে, এবং সেই সকল দ্রব্য, পরম তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন শেষ করিতে পারিব—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। সাইনস্ আমাদের কাছে নিমন্ত্রণ করিয়া অতিথি-সংকারে বিমুগ্ধ হইবে না—একথা আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি কুটস! তাহাকে আমাদের নিকট উপস্থিত হইতে দেখিলেও আমি বিস্মিত হইব না; তবে সে অসংখ্য পুলিশের ও গোয়েন্দাদের সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া কি কোশলে সেখানে উপস্থিত হইবে—তাহা জানিবার জন্য আমার কৌতূহল হইবে বটে।”

ইন্স্পেক্টর কুটস বলিলেন, “তোমার কৌতূহল পূর্ণ হউক বা না হউক, আমি একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি যে, যদি সে অস্বীকার পানন করে,—ম্যাগ্নিফিসেন্ট হোটেলে আমাদের অত্যাধিকার কবিত্তে আসে—তাহা হইলে একজোড়া লোহার বালা ভাঙে না পরিমা সে সেই হোটেল ত্যাগ করিতে পারিবে না। আমি ম্যাগ্নিফিসেন্ট হোটেলের প্রত্যেক ঘরে একজন ছদ্মবেশী পুলিশ মোতায়েন রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া আসি।”

ইন্স্পেক্টর কুটস টুপিটা তুলিয়া লইয়া সজোরে নাথায় আঁটিয়া দিলেন, তাহার পর ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে উত্তত হইলেন; তাহাকে গমনোত্তত দেখিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, তুমি যে তাহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিবে—তাহা সাইনস্ জানে না, এক্ষণ মনে করিও না। সে তোমার সকল ব্যবস্থার জন্যই প্রস্তুত থাকিবে। আমরা যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করিলেও, সেই ধূর্ত এক্ষণ কোন কোশলের সহায়তা গ্রহণ করিবে—যাহার ধারণা করাও আমাদের অসাধ্য, এবং তাহার সেই কোশলেই হয় ত আমাদের সকল চেষ্টা বিফল হইবে। নতুবা সে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রতিশ্রুত হইত না। যাহা হউক, সে ধরা পড়ুক না পড়ুক, আমি কোন কারণেই তাহার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতাম না; ম্যাগ্নিফিসেন্টে নিখরচার ভিনার কি ছাড়িতে আছে? তুমি পুলিশের লোক—তোমাকে একথা

বসাই বাছল্য। তুমি পৌনে আটটার সময় এখানে আসিবে, এখান হইতে তিনজনে একত্র যাইব।”

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, “সত্যি যাইবে? ঠাট্টা নয় ত? ম্যাগ্নিফিসেন্ট আমাদের থানা যোগাইতে তাহার বিস্তর টাকা খরচ হইবে। সেই ফন্দীবাজ ধুর্ন্তটা যে তাহার কয়েকজন মহাশক্তির উদর পূরণের জন্ত এতগুলি টাকা বাজে খরচ করিবে—ইহা কে বিশ্বাস করিবে? হয় ত আমরা তাহার ফাঁদে পড়িয়া বিপন্ন হইব।”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “একটু আগে যে অল্প বৃকম সুর বাহির করিয়া ছিলে! মনে আবার ভয় ঢুকিল না কি?—কিন্তু ‘পেটে খেলে পিঠে সর।’ যদি তাহায় ফাঁদে পড়িয়া বিপন্ন হইতেই হয়—সে ঝুঁকি ঘাড়ে লইতে প্রস্তুত আছি (I'll take that risk.) কুটুস! যাও, আর বিলম্ব করিও না।”

চতুর্থ লহর

সাইনসের অঙ্গীকার পালন

ইন্স্পেক্টর কুটস চিন্তাকুল চিত্তে মিঃ ব্লেকের গৃহত্যাগ করিলেন। মিঃ ব্লেক পল সাইনসের নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিলে ইন্স্পেক্টর সাইনসের অঙ্গীকারে নির্ভর করিয়া হোটেল ম্যাগনিফিসেন্টে একা যাইতেন না, কিন্তু মিঃ ব্লেকের সঙ্গে যাইবার লোভ তিনি সংবরণ করিতে পারিলেন না; বিশেষতঃ সাইনসের অঙ্গীকার সত্য হইলে তাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন—এবিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলেই পাঁচ হাজার পাউণ্ড পুস্কার! ইন্স্পেক্টর কুটস বাড়ী ফিরিবার পূর্বে ঝটলাগে ইয়ার্ডে গিয়া এই সংবাদ কর্তৃপক্ষের গোচর করাই কর্তব্য মনে কবিলেন। তিনি ভাবিলেন, যদি পল সাইনস যথাসময়ে হোটেল ম্যাগনিফিসেন্টে না আসে, তাহা হইলেও তাহার গ্রেপ্তারের সকল ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিলে কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু যদি সে সত্যই সেখানে উপস্থিত হয়—তাহা হইলে সেই দিনই তাহার সকল অপকর্মের ও উচ্ছ্বাসতার অবসান হইবে; তাহার ঘাতে হাতকড়ি দিয়া তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করিবার সূযোগ হইবে। উচ্চপদ, সম্মান, প্রতিষ্ঠা!—তাঁহার জীবন ধ্বংস হইবে। তিনি সমগ্র ইংরাজ জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। মিঃ ব্লেকের সহায়তায় তিনি কৃতকার্য হইলেও, ব্লেকে আমল না দিয়া সাফল্যজনিত গৌরব ও পুস্কার তিনিই লাভ করিবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্গ হইল। কার্যোদ্ধারের জন্ত তিনি মিঃ ব্লেকের আত্মগত্য স্বীকার করিবেন। কার্যোদ্ধারের পর তিনি নিজস্বাধীন ধারণ করিবেন, ব্লেকের সহায়তাগ্রহণ অস্বীকার করিবেন। একটু চক্ষুলাজ হইবে?—খ্যাতি, প্রতিপত্তি, পদোন্নতি, পুরস্কার—ইহাদের তুলনায় চক্ষুলাজ কি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে?—চক্ষুলাজ থাকিলে কি পুলিশে চাকরী করা যায়? গোপনে মিঃ ব্লেকের নিকট মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে ব্লেক খুসী হইবেন।

ইন্সপেক্টর কুটস মনে মনে এই সকল কথাই আলোচনা করিতে করিতে প্রথমে স্কটলাণ্ড ইয়ার্ডে চলিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক পল সাইনস্-প্রেরিত পাযরার খাঁচাটি টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া সেই কক্ষের এক কৌণে সংস্থাপিত পুস্তকের আলমারির মাথার উপর রাখিয়া দিলেন। তাহার পর স্থিথকে বলিলেন, “আমাদের এই অনিমন্ত্রিত অতিথিও প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পল সাইনসের কাছে আমাদের কোন সংবাদ পাঠাইবার প্রয়োজন হইবে কি না কে বলিতে পারে? আমরা ত তাহার ঠিকানা জানি না। এই পাযরাটাই আমাদের দূতের কাজ করিবে।”

শ্রিগ বলিল, “কিন্তু এই দূতকে যাহার কাছে পাঠাইবেন, সে আর কিছুকাল পরেই সশরীরে হোটেল ম্যাগ্নিফিসেন্টে উপস্থিত হইবে, একথা কি আপনি তুলিয়া গিয়াছেন কষ্টী!—না, তাহাও অস্বীকার আপনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই? কিন্তু যদি সে সত্যই সেখানে আসে—তাহা হটলে আশ্চর্য্যের ব্যবস্থা না করিয়া আসিবে না, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। সে মিঃ বার্টন ও তাহার পরিচালিত টেড্‌ফাষ্ট ইন্সওরেন্স কোম্পানীর সর্ব্বনাশের জন্য কিরূপ বড়োয় কলিয়াছে তাহা অল্পমান করা অসাধ্য; তবে এই নিমন্ত্রণের সহিত মিঃ বার্টনের অর্থদণ্ডও সম্বন্ধ আছে বলিয়াই অল্পমান হয়। পল সাইনসের পাঁচ পুত্র এখনও বর্ত্তমান, কিন্তু তাহারা ছদ্মনাম ধারণ করিয়া কোথায় কি ভাবে লুকাইয়া আছে—তাহা জানিবার উপায় নাই। তাহারা প্রাণপণে সাইনসকে সাহায্য করিবে। তাহার সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য তাহারা আত্ম-বিসর্জ্জনে কুষ্ঠিত হইবে না। সাইনসের কোন পুত্র ম্যাগ্নিফিসেন্ট হোটলে চাকরী করিতেছে কি? আপনার কিরূপ ধারণা?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ও কথা আমারও মনে হইয়াছিল, কিন্তু আমি উহা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। সাইনস্ জানে—আমি তাহাও নিমন্ত্রণে হোটেল ম্যাগ্নিফিসেন্টে উপস্থিত হইবার পূর্বে এ সম্বন্ধে অল্পসন্ধানের ক্রটি করিব না। সে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তাহার আর একটি পুত্রের জীবন বিপন্ন করিবে—ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাহার ছরতিসন্ধি সফল করিতে গিয়া সে একটি পুত্রকে হারািয়াছে; আর একটি পুত্রও হাজতে পড়িতেছে! বিচারে

তাহার মুক্তিলাভের আশা নাই।—এ অবস্থায় সাইনস্ আর এক পুত্রের মায়া বিসর্জন করিবে—ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করি? তবে সে ক্ষেপিয়া গিয়াছে—এ কথাও সত্য। মানুষ ক্ষেপিলে কোন কার্যোই তাহার কুঠা থাকে না।”

মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিয়াছিলেন—পল সাইনস্ সেইদিন সাংকালে তাঁহাকে, ইন্স্পেক্টর কুটসকে ও স্থিথকে হোটেল ম্যাগনিফিসেন্টে যাইতে অনুরোধ করিয়াছে, ইহার মূলে নিশ্চিতই কোন দুর্ভাগ্য আছে।—কিন্তু সেই অভিসন্ধিটি কি তাহা তিনি তখনও অনুমান করিতে পারেন নাই। ইন্স্পেক্টর কুটস তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, সে স্থানান্তরে গিয়া হাত খেলাইবে—এই উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের তিনজনকে সেই স্থানে আনিয়া কিছুকাল আটকাইয়া রাখিবার সঙ্কল্প করিয়াছে।—কিন্তু ইন্স্পেক্টর কুটসের এই অনুমান সত্য বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তিনি পল সাইনসের এই অদ্ভুত খেলায় কান্না গিলিতে পারিলেন না।

যাহা হউক, মিঃ ব্লেক আর বৃথা চিন্তায় সময় নষ্ট না করিয়া, আয়নার সম্মুখে বসিয়া কাগাইয়া লইলেন, তাহাব পর ‘ডিনার-জ্যাকেটে’ সজ্জিত হইলেন। সাজ-সজ্জা শেষ করিয়া তিনি মিঃ ম্যাল্কম বার্টনকে টেলিফোনে আহ্বান করিলেন। মিঃ বার্টন তখন বাড়ীতেই ছিলেন। মিঃ বার্টন তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, পল সাইনসের নিকট হইতে তিনি আর কোন সংবাদ পান নাই।—মিঃ ব্লেক তাঁহাকে সেই রাত্রে গৃহের বাহিরে যাইতে নিষেধ করিলেন।—বার্টন বলিলেন, রাত্রিকালে তাঁহার বাড়ির বাহিরে যাইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুকে নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন; তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্ত তাঁহাকে ব্যস্ত থাকিতে হইবে।

মিঃ ব্লেক টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, “না, সাইনস্ আজ রাত্রে মিঃ বার্টনকে বিরক্ত করিবার সুযোগ পাইবে না। বিশেষতঃ, ষ্টেড্‌ফাষ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর আফিস লুণ্ঠ করিবার চেষ্টা করিলেও তাহার স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই; কারণ কোম্পানীর আফিসে যে টাকা থাকে—তাহার পরিমাণ নিতান্তই অল্প। পল সাইনসের সহিত সাক্ষাতের পূর্বে তাহার মনের

ভাব বুঝিতে পারিব না। তবে হোটেলে উপস্থিত হইবার পর তাহার সাধু সঙ্কল্পের পরিচয় পাইতে বিলম্ব হইবে না। যেক্ষণেই হউক, বার্টনের নিকট সে তাহার দাবীর টাকু আদায় করিবার জন্ত চেষ্টার ক্রটি করিবে না। সে ঐ টাকা আদায়ের জন্ত কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে, তাহা হয় ত আজ রাত্রেই জানিতে পারিব।”

শ্রুতি বলিল, “তা ছাড়া আরও কত বিষয় জানিতে পারিব—তাহা এখন অনুমান করা আমাদের অসাধ্য কৰ্ত্তা!”

ইন্সপেক্টর কুটস রাত্রি ঠিক পোণে আটটার সময় সান্ধ্য-ভোজনের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া মিঃ ব্লেকের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ধোয়া ইন্দ্রি করা সার্ট থডমড্ শব্দ করিতেছিল, শব্দ ‘কলার’টি তাঁহার কান পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিয়াছিল। (a stiff collar that reached to his ears.) কদম্ব-কেশরের স্ত্রায় সদা-কণ্টকিত লোহিত কেশগুলি পমেটমজাতীয় সুগন্ধি দ্রব্যের প্রচুর প্রলেপে মসৃণ ভাব ধারণ করিয়াছিল, এবং অপৰ্য্যাপ্ত সাবান-ঘর্ষণে পরিপুষ্ট সুগোল মুখ চক্-চক্ করিতেছিল। (face shone with soap.)

ইন্সপেক্টর কুটস একটা প্রকাণ্ড চুরুট হইতে ধূম্রোদগারণ করিতে করিতে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, “আজ সাইনস্ ম্যাগ্‌নিফিসেন্টের সীমার মধ্যে আসিলে আর তাহাকে পলায়ন করিতে হইবে না, কাল সকালে একদম্ ম্যাগ্‌জিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির হইতে হইবে। আমি ছয়জন কন্ঠেবলকে ছদ্মবেশে ম্যাগ্‌সিফিসেন্ট হোটেলের বিভিন্ন দরজায় পাহারায় রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছি। পল সাইনসের চেহারার সঠিক যাহার চেহারার বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য দেখিবে—তাহাকেই গ্রেপ্তার করিবে—বলিয়াছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমাদের এই সকল আয়োজন বিফল হইবে। সাইনস্ আমাদের সঙ্গে চালাকী করিয়াছে।”

মিঃ ব্লেক অত্যন্ত গভীর ভাবে বলিলেন, “তুমি বলিতেছ—ইহা সাইনসের

খান্নাবাজি? দেখ কুটুস, যদি ইহা তাহার খান্নাবাজি হয় তাহা হইলে আমি তোমার সঙ্গে বাজি রাখিতে রাজী আছি?”

ইন্স্পেক্টর কুটুস বলিলেন, “বটে! বাজিটা কি শুনি।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “খুব শক্ত বাজি! তুমি যে চুরুট টানিয়া উহার ধোঁয়ায় আমাকে ঘরে অতিষ্ঠ করিয়াছ, আমি ঐ চুরুট একটা পোড়াইয়া সাবাড় করিতে রাজী আছি।—কিন্তু আর বিলম্ব করা হইবে না; স্থিথ বোধ হয় এখনও প্রসাধন শেষ করিতে পারে নাই, এখনও নাকে পাউডার ঘষিতেছে! (powdering his nose.) তাহাকে ডাকিয়া লইয়া চল বাহির হইয়া পড়ি।”

ইন্স্পেক্টর কুটুসের ট্যাক্সি মিঃ ব্লেকের বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া ছিল।—তিনি মিঃ ব্লেক ও স্থিথকে সঙ্গে লইয়া ম্যাগ্নিফিসেন্ট হোটেলে যাত্রা করিলেন। আটটা বাজিবার পাঁচ মিনিট পূর্বে তাহারা হোটেলে উপস্থিত হইলেন। রিজেন্ট স্ট্রীট তখন আলোকমালায় ভূষিত। বহু নরনারীর সমাগমে স্তম্ভজিত হোটেল যেন উৎসবমগ্ন।

হোটেলের দরজার কাছে মলিন-বেশধারী একটা লোক এক বাঙালি খবরের কাগজ লইয়া বিক্রয় করিতেছিল। ইন্স্পেক্টর কুটুস ট্যাক্সি হইতে নামিবার সময় আড়চোখে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, “ঐ যে ডিটেক্টিভ-সার্জেন্ট রাইডার, ছদ্মবেশে খবরের কাগজ বিক্রয় করিতেছে! কিন্তু সাইনস্ এখানে আসিলে উহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিবে না। উহার পকেটেও হাতকড়ি আছে।—যদি সে কোন রকম উহার নজর এড়াইয়া যায়—তাহা হইলেও তাহাকে ম্যাগ্লিন ও ডেভাণ্টের হাতে পড়িতে হইবে। তাহারাও নিকটেই আছে।”

ইন্স্পেক্টর কুটুস হোটেলের ভিতর প্রবেশ করিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন—অসংখ্য লোক; কোন দিকে বসিবার স্থান নাই! তিনি মিঃ ব্লেককে বলিলেন, “ব্লেক, আমাদের ত লইয়া আসিলে; কিন্তু বসি কোথায়?—কোনও টেবিল খালি নাই!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছ, এত হতাশ হইলে চলিবে

কেন ?”—তিনি সঙ্গীদ্য সহ একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া কোট ও টুপি ছাড়িয়া একজন পরিচারকের হাতে দিলেন ; সেই সময় ম্যাগ্নিফিসেন্ট হোটেলের ম্যানেজার মিঃ ব্রিগ্‌নি সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন । তিনি মিঃ ব্লেককে অভিবাदन করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “নমস্কার মিঃ ব্লেক !—ইহার কি আপনার বন্ধু ?—নমস্কার, নমস্কার মহাশয়গণ ! ২৪ নং টেবিল আপনাদের জন্ত ‘রিজার্ভ’ করা আছে । সর্দার-খানসামা আপনাদের আহারাদির তদ্বির করিবে ।”

মিঃ ব্লেক হোটেলের ম্যানেজারকে বলিলেন, “তোমার সুব্যবস্থায় আশ্বস্ত হইলাম ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না ! আমাদের নিমন্ত্রণ-কর্ত্তাকে ত এখানে দেখিতেছি না ; কে আমাদের জন্ত খানার টেবিল ‘রিজার্ভ’ করিয়াছে ব্রিগ্‌নি !”

ম্যানেজার বলিলেন, “আপনাদের নিমন্ত্রণ-কর্ত্তার সঙ্গে আমারও দেখা হয় নাই । বোধ হয় তাঁহার নাম পল কি ঐ রকম কিছু ; কারণ মিঃ পল নামক একজন ভদ্রলোক একখানি টেবিল ‘রিজার্ভ’ করিতে সন্ধ্যার পূর্বে টেলিফোনে আদেশ করিয়াছেন । তিনি আমাকে জানাইয়াছেন—মিঃ রবার্ট ব্লেক, দুইজন বন্ধু সহ আসিলে তাঁহাদিগকে সেই টেবিলে খানা যোগাইতে হইবে । আমরা টেলিফোনে এই সংবাদ পাইবার কয়েক মিনিট পরে মিঃ পলের একজন কন্‌চারীর সাফাৎ পাইলাম ; সে আমাদের কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্যের তালিকা দিয়া বলিয়া গেল—সেই সকল সামগ্রী দ্বারা আপনাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে হইবে । খাদ্যসামগ্রীর তালিকা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম—আপনাদের নিমন্ত্রণ-কারী অসাধারণ লোক ; কোন সাধারণ ভদ্রলোক ঐ প্রকার মহার্ঘ্য ভোজ্যদ্রব্যের ফরমাসেস করিতেন না !”

ইন্স্পেক্টর কুটস সবিস্ময়ে বলিলেন, “এই আশীর্বাদী খানার জন্ত আপনারা যে বিল করিবেন—তাহার টাকার পরিমাণ অল্প হইবে না । সেই টাকা আপনারা কখন কাহার নিকট আদায় করিবেন ?”

ম্যানেজার হাসিয়া বলিলেন, “যে খাদ্য-দ্রব্যের তালিকা আনিয়াছিল, সে সমস্ত টাকাই আগাম দিয়া গিয়াছে ; সেজন্ত আপনাদের কোন চিন্তা নাই । আশা

করি আহারে আপনারা তৃপ্তি লাভ করিবেন ; আপনাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আমাদের চেষ্টার ক্রটি হইবে না।—ডুমার্ড, মি: পলের অতিথিগণকে ২৪ নং টেবিলে লইয়া যাও।”

ডুমার্ড গ্যাগনিফিসেন্ট হোটেলের সর্দার-খানসামা।

ডুমার্ড মি: ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়কে লইয়া ভোজন-কক্ষে (dining room) প্রবেশ করিল। সেই সুবিস্তীর্ণ কক্ষটি সুসজ্জিত ; তাহার অদূরবর্তী প্রস্তুত সুবাসিত পুষ্পরাজি-সমাচ্ছন্ন একটি ঝোলা-বারান্দা হইতে সুমধুর ঐক্যতানিক বাত্মধ্বনি উঠিত হইতেছিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোলাকার ঘসা কাচের আলোকাপার হইতে সমুজ্জ্বল নিক্স বিদ্যুতালোক নিঃসারিত হইয়া সেই সুপ্রশস্ত কক্ষ উদ্ভাসিত করিতেছিল।

ইন্স্পেক্টর কুটস টেবিলের নিকট উপস্থিত হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু পল সাইনসকে কোন দিকে দেখিতে না পাইয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না, আমার অনুমানই সত্য। শয়তান সাইনস এখানে আসিতে সাহস করিবে না।”

সেই টেবিলের ধারে চারিখানি চেয়ার সংস্থাপিত ছিল। সর্দার-খানসামা ডুমার্ড টেবিলের তিন দিকে তিনখানি চেয়ার রাখিয়া, একখানি চেয়ার ঠেলিয়া টেবিলের নীচের দিকে সরাইয়া রাখিল। তাহা দেখিয়া মি: ব্লেক সর্দার-খানসামাকে বলিলেন, “এক মিনিট অপেক্ষা কর। আমাদের নিমন্ত্রণকারী মি: পল কোথায় ?—তাঁহাকে বাদ দিয়া আমরা আহারে বসিতে পারি না।” (we can not sit down without him.)

সর্দার-খানসামা কুন্তিতভাবে মি: ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “মি: পল কয়েক মিনিট পূর্বে টেলিফোন-করিয়া জানাইয়াছেন—বিশেষ কোন প্রয়োজনে তাঁহার এখানে আসিতে একটু বিলম্ব হইতেছে—এজন্য তিনি আন্তরিক হুঃখিত। আপনারা তাঁহার এই ক্রটি মার্জ্জনা করিয়া আহার করিতে বহুন ; কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি আপনাদের সঙ্গে যোগদান করিবেন। আপনারা তাঁহার প্রতীক্ষায় হাত তুলিয়া বসিয়া থাকিবেন না, ইহাই তাঁহার অনুরোধ।”

মি: ব্লেক চেয়ার টানিয়া লইয়া টেবিলের কাছে বসিলেন ; ইন্স্পেক্টর কুটস

এবং শ্রিতও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। মিঃ ব্লেক দেখিলেন, যে সকল খাদ্য তিনি ভাল বাসিতেন, বাছিয়া বাছিয়া সেইগুলিই তাঁহাদের টেবিলে পরিবেশন করা হইয়াছিল।

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স আহ্বান করিতে করিতে বলিলেন, “পল সাইন্স এখানে আসিতে সাহস করিবে না—তাহা ত প্রথম হইতেই জানি। পশুশালায় তাহাকে বাধের খাঁচার মধ্যে বসিয়া থাকিতে দেখিলে হয় ত বিস্মিত হইতাম না; কিন্তু তাহাকে এখানে আসিতে দেখিলে নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। তাহার আহ্বানে এখানে আসিয়া আমরা কিরূপ অপদস্থ হইয়াছি—তাহা বুঝিয়া সে বোধ হয়, দূরে বসিয়া মনে মনে হাসিতেছে!—আমরা অত্যন্ত বোকামী করিয়াছি ব্লেক!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু এই ছলভ ও অতীব মুখরোচক খাবারগুলির সম্ভাব-
হার না করিয়া এগুলি ফেলিয়া রাখিলে আমাদের বোকামীর মাত্রা আরও বাড়িয়া
যাইবে কুট্‌স!—এই খাবারগুলি প্রস্তুত করাইতে তাহার নিতান্ত অল্প টাকা খরচ
হয় নাই। পরের খরচে এভাবে উদর পূর্ণ করা যদি বোকামীর পরিচয় হয়—তাহা
হইলে এরকম বোকা সাজিতে আপত্তি কি? সাইন্স দীর্ঘকাল কারাবাস করিলেও
মত্তেব আশ্বাদন ভুলিয়া যায় নাই—ইহার প্রমাণ সম্মুখেই দেখিতেছ; অত্যন্ত
ছলভ ও মূল্যবান সুরা আমাদের সেবায় লাগাইয়াছে। ইহাতে আরও বুঝিতে
পারিতেছ—আমাদের নিমন্ত্রণে তাহার আন্তরিকতার অভাব নাই। এরকম উৎকৃষ্ট
মত্ত আর শীঘ্র তোমার ভাগ্যে মিলিবে না,—জালা বোঝাই করিতে কষ্টের করিও
না। মধ্যে মধ্যে পরের খরচে থানা জুটিয়া যায় বটে—পুলিশের চাকরী কি না;
কিন্তু ম্যাগ্নিফিসেন্টের এরকম দেবভোগ্য খাবার সারাজীবনে কদাচিৎ জুটিয়া
থাকে। ইহার উপর যদি পল সাইন্সের সাক্ষাৎ মিলিত—তাহা হইলে ত
‘সোনায়ে সোহাগা’ পড়িত! সকল সুযোগ এক সঙ্গে জোটে না, সেজন্য আক্ষেপ
করিয়া লাভ নাই।”

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স ক্ষুব্ধভাবে বলিলেন, “কিন্তু সাইন্স কি উদ্দেশ্যে আমাদিগকে
এই উৎকোচ দিয়াছে—তাহা বুঝিতে পারিলাম না! সে বোধ হয় আমাদিগকে

এই ভাবে এখানে আবদ্ধ করিয়া ম্যাল্কম বার্টনের মাথায় কাঁঠাল ভাজিতেছে !—কর্তব্যপালনে আমাদের ভয়ঙ্কর গাফিলী হইল,—এজন্ত এমন উপায়ে মালটাও বিস্বাদ লাগিতেছে ।”

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “কিছু না ।—আমি কি বার্টনের সংবাদ না লইয়াই নিশ্চিন্ত আছি ?—এখানে আসিবার পূর্বে টেলিফোনে বার্টনকে সতর্ক করিয়াছিলাম ; সে আমাকে জানাইয়াছিল—আজ রাত্রে করেকটি বন্ধকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের বাড়ীতেই তাহাদের ‘ডিনারে’র আয়োজন করিয়াছে । আজ রাত্রে সে বাড়ীর বাহিরে যাইবে না ; সুতরাং আজ পল সাইনস্ তাহাকে হাতে পাইবে না । তুমি আন্দাজে ফয়তাদিও না, (Don't jump to conclusions.) কুটুস !—পল সাইনসের এখানে আসিবার সময় এখনও অতীত হয় নাই । আমাদের ভোজন শেষ হইবার পূর্বেই সে এখানে আসিবার অঙ্গীকার করিয়াছে ।”

মিঃ ব্লেকের ঠিক সম্মুখে একখানি চেয়ার খালি ছিল ; চেয়ারখানি সাইনসের জন্ত রাখা হইয়াছিল । কুটুস ক্ষুব্ধভাবে সেই শূন্য চেয়ারের দিকে চাহিয়া মাথা কাঁকাইয়া বলিলেন, “আর সে আসিয়াছে !—আমাদের আহার ত প্রায় শেষ হইল । তাহার অঙ্গীকারে তোমার অগাধ প্রত্যয় ব্লেক ! কিন্তু তাহার অঙ্গীকারের মূল্য কতটুকু—তাহা তোমার বুঝিতে বিলম্ব হইবে না ।”

ইন্স্পেক্টর কুটুস অস্ত্রাস্ত্র টেবিলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; কোন দিকে একখানি চেয়ারও তখনও খালি ছিল না । শুভ মার্কেলের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তম্ভ, মেঝের উপর গাঢ় লোহিতবর্ণ স্থূল গালিচা প্রসারিত ; মাথার উপর সুপ্রশস্ত খিলান, গাঢ় নীলবর্ণে চিত্রিত ; তাহার মধ্যে নীলাকাশস্থিত নক্ষত্রমণ্ডলীর স্থায় দ্যুতিমান কৃত্রিম নক্ষত্রশ্রেণী শোভা পাইতেছিল । শুভ সুগোল আলোকাধারগুলি মস্তকের উর্দ্ধে দোহুল্যমান, তাহা হইতে পূর্ণচন্দ্ৰের সুধাধবলকিরণ-সন্নিভ স্নিগ্ধকর আলোক-ধারা ক্ষরিত হইতেছিল । সেই কক্ষের এক প্রান্তে সুদীর্ঘ বাতায়নশ্রেণী উন্মুক্ত, তাহাদের সাহায্যে রিজেন্ট ষ্ট্রিটের উজ্জ্বল আলোকমালা লক্ষিত হইতোছিল, এবং বহুবিধ যানের অশ্রান্ত শব্দ-কল্লোল সকলের শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করিতেছিল ।—ইন্স্পেক্টর

কুটুসের ধারণা হইল—লণ্ডনের সকল সম্ভ্রান্তব্যক্তি পত্নীসহ সেই রাত্রে ম্যাগ্নিফিসেন্ট হোটেলে ভোজন করিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের মূল্যবান পরিচ্ছদ, মহিলাগণের জ্যোতিষ্ময় হীরকালঙ্কারসমূহ উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে বলমূল্য করিতেছিল। মহা সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া অম্প্রাসমা স্নানবতী স্তম্ভরীগণের প্রস্ফুটিত কমল তুল্য মুখকমল দর্শনে ইন্স্পেক্টর কুটুস মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বড় বড় লর্ড, বিখ্যাত রাজনীতিক, বিপুল সম্পত্তি অধিকারিণী মহিলাগণ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাহিত্য-কেশরী (Literary lions,) প্রজ্ঞাশক্তির আধার মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিনিধিবর্গ, রঙ্গালয়ের বিখ্যাত অভিনেত্রী সমূহ, কোর্টপাতি বণিকের দল, এমন কি, স্বর্গরাজ্যের চাবি যাঁহাদের করধৃত—সেই সকল ধর্ম্মাশ্রা পাদরীপুঞ্জ—সেই বিশাল ভোজন-ক্ষেত্রে সমাগত।—ম্যাগ্নিফিসেন্ট যেন সোদন ‘জগদ্রশন কি মেলা’! বড়দিনের মহোৎসব খৃষ্টোৎসব আসন্ন প্রায়; সেদিন ‘হোটেল ম্যাগ্নিফিসেন্টে’ সেই উৎসবের পূর্ণাভাস লক্ষিত হইতোছিল।—চারি দিকে মূহুর্তের স্বর, এবং হাসির উচ্ছ্বাস, তাহার সঙ্গে রৌপ্যান্বিত বাসনের টুং-টাং শব্দ, মদের বোতলের কাক খুলিবার ফটাক্‌ট শব্দ, ঘ্রাসে মত্তের ফেনিলোচ্ছ্বাস—সকল শব্দ ডুবাঁহয়া ‘অরচেস্ত্রার’ সুরধ্বংসর-লহরী উৎসবমুগ্ধ নন্দনের আনন্দ-কল্লোলের প্রতিধ্বনি বহন করিয়া আনিতে লাগিল। ইন্স্পেক্টর কুটুস স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া স্বপ্নাবিষ্টের ত্রায় চাহিয়া রহিলেন। ম্যাগ্নিফিসেন্টের স্থায় সম্ভ্রান্ত হোটেলে ‘ডিনার’ উপভোগের সৌভাগ্য জীবনে তাঁহার এই প্রথম। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইন্স্পেক্টরী করিয়া বয়ের পয়সায় ‘ম্যাগ্নিফিসেন্টে’ খানা খাওয়া অসাধ্য ব্যাপার!—একপ স্থানে পল সাইনসের ত্রায় সমাজদ্রোণী নর-বাক্সের আবির্ভাব অসম্ভব বলিয়াই তাহার মনে হইল। তিনি মনের ভাব চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া জীবৎ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “কিন্তু তাহারই অর্থে আঙ্গ আমরা এখানে খানা খাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছি!—ইহা উৎকোচ ভিন্ন আর কিছই নহে। আমি এখানে আসিয়া তাহার উৎকোচ আহার করিতেছি, এ সংবাদ বড় সাহেবের কর্ণগোচর হইলে আমার লাজনার সীমা থাকিবে না। কথাটা আগে না ভাবিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছি! আমাকে এই মৃত্যুর ফলভোগ করিতে হইবে।”

মিঃ ব্লেক তাঁহার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, “কিন্তু তুমি আমার অমুরোধে আমার সঙ্গে আসিয়াছ। তোমার এই কুকর্ষের জন্ত যদি জবাবদিহি করিতে হয়—আমি তাহা করিব, তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই।—কুটস, ওদিকে যাহারা ডিনারে বসিয়াছে—তাহাদের সকলের মুখ দেখিতে পাইয়াছ কি?—উহাদের দলে নানকল্পে কুড়িজন বিখ্যাত তত্ত্ব নিঃশঙ্কচিত্তে আহার করিতেছে! কিন্তু তোমার সাধা নাই যে, উহাদের কাহারও লেজের হাত দাও! উহাদের কাহাকেও চোর বলিয়া গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিলে তোমার লাজনার সীমা থাকিবে না, তোমাকে গাজার হাজার পাউণ্ড ‘ড্যামেজের’ মামলার আসামী হইতে হইবে। আশা করও না—সরকার তোমার পক্ষ লইয়া মামলা চালাইবেন।”

ইন্স্পেক্টর কুটস বিরাক্তভরে বলিলেন, “যাহাকে ধরিতে আসিলাম, তাহার সন্ধান নাই; বাজে চোর ডাকাতির পারচর জানিয়া লাভ কি? উড়ো ফাসাদ লইয়া মাথা ঘামাহবারই বা প্রয়োজন কি? সদ্দার-খানসামা বলতোছিল, আমাদের ভোজন শেষ হইবার পূর্বেই সে এখানে আসিবে।—আর সে আসিয়াছে! সে কি জানে না এখানে আসিলে আর তাহাকে ধরে ফিরাতে হইবে না?—কিন্তু তাহার মিথ্যা অঙ্গীকারে তোমার অগাধ—”

ইন্স্পেক্টর কুটসের কথা শেষ হইবার পূর্বেই সদ্দার-খানসামা নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া বলিল, “মিঃ পল এইমাত্র টেলিফোনে সংবাদ দিলেন—আর আট মিনিটের মধ্যেই তান আপনাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন।”

সদ্দার-খানসামার কথা শুনিয়া ইন্স্পেক্টর কুটস আরক্তনেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, সরোষে বলিলেন, “চুলায় যাক তোমার আট মিনিট।—সে কোন্‌ আড্ডা হইতে তোমাদের কাছে ঘন ঘন টেলিফোনে খবর দিতেছে?—এই মিঃ পল সম্বন্ধে তোমরা কি জান—তাহা শুনিতে চাই।”

সদ্দার খানসামা ধীর ভাবে বলিল, “তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না মহাশয়! এই ভদ্রলোকটিকে কোন দিন চোখেও দেখি নাই। ম্যানেজারের আফিসে

টেলিফোনে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাই আপনাদের জানাইবার হুকুম পাইয়াছি।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কুটস, ডুয়ার্ড সত্য কথাই বলিয়াছে। আমি উহাকে গত বার বৎসর হইতে জানি। পল সাইনস্কে ও জানে না, চেনে না, আমার একথা তুমি বিশ্বাস করিতে পার।—আর আট মিনিটের মধ্যেই পল সাইনস্ এখানে আসিবে বলিয়াছে? দেখা যাউক;—তখন আমাদের কফি ও পানীয় (liqueurs) পানের সময় হইবে।”

ইনস্পেক্টর কুটস সেরীর গ্যাসটি নামাইয়া-রাখিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিলেন; মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া তাঁহার আশা হইল খৰ্কাকার সাইনসের কদাকার মূর্তি হঠাৎ কোন দিকে তাঁহার চোখে পড়িতেও পারে; কিন্তু তাঁহার সেই আশা পূর্ণ হইল না। তিনি অক্ষুটস্বরে বলিলেন, “এসকল থিয়েটারী চালে আর আমি ভুলিতেছি না। সাইনস্ টেলিফোনে পুনঃ পুনঃ সংবাদ দিতেছে শুনিতেছি; কিন্তু এখন সে কোথায় আছে, এবং কি রকম সাধু সঙ্কল্পে সে আমাদের সঙ্গে ধাপ্রাবাজি আরম্ভ করিয়াছে তাহা আমি অবিলম্বে জানিতে চাই।”

কিন্তু ইনস্পেক্টর কুটস কাহারও নিকট কোন জবাব পাইলেন না। বিভিন্ন টেবিল হইতে আমোদলিপ্সু নরনারীগণের স্থলিত কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। সেই সকল কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিলেও তাঁহার মন তখন সাইনসের চিন্তাতেই অভিভূত। প্রতিমুহুর্তেই তাঁহার মনে হইতে লাগিল—সত্যই কি সাইনস্ হঠাৎ তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে।

মিঃ ব্লেক সর্দার-খানসামার কথা অবিশ্বাস করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, পল সাইনস্ আট মিনিটের মধ্যেই তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে; কিন্তু সে কি ভাবে দেখা দিবে—তাহা তিনি ধারণা করিতে পারিলেন না। তিনি একটি চুপ্চট তুলিয়া লইয়া টেবিলের গ্যাসের দিকে চাহিলেন। খানসামা তখন সেই গ্যাসে যে ত্র্যাণ্ডী ঢালিয়া দিতেছিল তাহা সেই ওজনের সোনার মত মূল্যবান! (that was worth its weight in gold.)

মিঃ ব্লেক ভাবিলেন, সাইনস বহুজনপূর্ণ, ছদ্মবেশী পুলিশ গ্রহরীবার্গ-সংরক্ষিত

ভোজন-ক্ষেপে আসিবে বলিয়াছে। সে যাহা বলে তাহা করে; কিন্তু স্বাভাবিক বুদ্ধিতে বিচার করিয়া দেখিলে তাহার অঙ্গীকার পালন অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। সে ক্ষেপিয়া না থাকিলে কোন্ সাহসে এখানে আসিবে?—কিন্তু তখনই তাঁহার মনে হইল সাধারণ মানব-বুদ্ধিতে যাহা ধারণা হয় না, সেই অসম্ভব ব্যাপারকেও সে সম্ভবপর করিয়া তুলিতে পারে। যুক্তি-তর্ক দ্বারা তাহার অদ্ভুত কার্য্যপ্রণালীর পস্থা নির্দেশ করিতে পারা যায় না! যদি পল সাইনস্ তাহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহার সাহস না হয় তাহা হইলে তিনি নিরাশ হইবেন, ইন্স্পেক্টর কুট্‌সের নিকট অপদস্থ হইবেন, এবং তাঁহাদের কয়েক ঘণ্টা সময়ের অপব্যয় হইবে। বিশেষতঃ, সে কি উদ্দেশ্যে ‘ম্যাগ্নিফিসেন্টে’ তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া কতকগুলি টাকা জলে ফেলিল, তাহাও তিনি জানিতে পারিবেন না।—তথাপি তিনি বুঝিতে পারিবেন তাহার অঙ্গীকারের কোন মূল্য নাই। ইহা পল সাইনসের প্রকাণ্ড পরাজয়েরই নিদর্শন। সে এই ভাবে পরাজয় স্বীকার করিবে না, এ ধারণা মিঃ ব্লেক তখনও ত্যাগ করিতে পারিলেন না। ইন্স্পেক্টর কুট্‌স সাইনসকে যতই ইতর মনে করুন, মিঃ ব্লেক তাহার অসাধারণ শক্তি, তাহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, তাহার বিরাট নির্ভীকতা প্রশংসনীয় মনে করিতেন। শয়তানকেও তাহার প্রাণ্য প্রদান করিতে তাঁহার আপত্তি নাই; এবং এই উদারতাই তাঁহার চরিত্রের প্রধান ভূষণ।

পল সাইনস্ তাঁহাদের তিন জনকে হুকোশলে হোটেল ম্যাগ্নিফিসেন্টে আনিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহারা স্বেচ্ছায় তাহার আশা পূর্ণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা সন্ধ্যার পর কয়েক ঘণ্টা বেকার স্ট্রীটে অল্পপস্থিত থাকিলে কি ভাবে সাইনসের স্বার্থসিদ্ধি হইত তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। ইন্স্পেক্টর কুট্‌স তাঁহার সঙ্গে না আসিয়া সে সময় যদি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের আফিসে থাকিতেন, তাহাতেই বা সাইনসের কি ক্ষতি হইত?—সাইনসের ব্যবহার সম্পূর্ণ রহস্য-পূর্ণ বলিয়াই তাঁহার মনে হইল।

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স ব্র্যাণ্ডির ম্যাস টেবিলের উপর হইতে মুখে তুলিতে তুলিতে হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, “এই মুহূর্ত্তে সাইনসের প্রতিশ্রুত আট

মিনিট শেষ হইল।—কোথায় সেই শয়তান? সে কি এই ভাবে অঙ্গীকার পালন করে রেক! তুমি ত প্রথম হইতেই বলিয়া আসিতেছ,—কি সৰ্কানাশ! এ কি অদ্ভুত ব্যাপার!”

মিঃ ব্লেক সেই মুহূর্ত্তে ইন্স্পেক্টর কুটসের হাতের দিকে চাহিয়া দেখিলেন মদের গ্যাসটি তাঁহার শিথিল মুষ্টি হইতে খসিয়া টেবিলের উপর পড়িয়া চূর্ণ হইল; গ্যাসের ব্যাণ্ডি তাঁহার সম্মুখস্থ শুভ্র টেবিল-ক্লেথের উপর ছড়াইয়া পড়িল। গ্যাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরাগুলি টেবিল-ক্লেথের চতুর্দিকে এভাবে নিক্ষিপ্ত হইল—যেন গ্যাসটি কেহ পুনঃ পুনঃ হাতুড়ির আঘাতে চূর্ণ করিয়া ধূলিকণায় পরিণত করিয়াছে!

এই অদ্ভুত দৃশ্য স্থিতিরও দৃষ্টি অতিক্রম করিল না, মাথায় পিস্তলের গুলী বিঁধিলে মানুষ যে ভাবে ঘুরিয়া পড়ে, স্থিতি সেই ভাবে পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইল, এবং বিহ্বল স্বরে চিংকার করিয়া চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল। ‘জিঞ্জার-এল’পূর্ণ একটি গ্যাস তাহার সম্মুখে ছিল, সে তাহা টেবিল হইতে মুখে তুলিতে যাইবে, সেই সময় সেই গ্যাসটিও ছাতু হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল, এবং গ্যাসের তরল পদার্থ গড়াইয়া-পড়িয়া তাহার জানু সিক্ত করিল!

মিঃ ব্লেক বিহ্বল দৃষ্টিতে টেবিলের দিকে চাহিলেন; ব্যাণ্ডির বোতলটি তাঁহার ঠিক সম্মুখেই ছিল। চক্ষুর নিমেষে তাহা ফটাশ্ শব্দে ফাটিয়া, বোতলের কাচগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। বোতলের অবশিষ্ট ব্যাণ্ডি নিৰ্ম্মারম্ভ জলকণার স্রায় টেবিলের সকল দিকে বিকীর্ণ হইল!

মুহূর্ত্তমধ্যে সেই কক্ষের বিভিন্ন দিক হইতে ঝণ্ ঝণ্ শব্দ আরম্ভ হইল; সাক্ষ্য পরিচ্ছদে সজ্জিত একজন ভদ্রলোক কিছু দূরে বসিয়া পানানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন; তাঁহার হাতের গ্যাসটি মুখের কাছে আনিবামাত্র ছই আঙ্গুলের মধ্যেই তাহা চূর্ণ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কামিজের শুভ্র সম্মুখ-ভাগ ভাসাইয়া মত্তের প্রবাহ ছুটিল! একজন বেয়ারা একটা সুন্দরী তরুণীর কাঁধের কাছে ধাঁড়াইয়া স্রাস্পেনের একটা বোতল খুলিতেছিল; অগ্নিস্পর্শে বোমা যে ভাবে ফাটিয়া যায়, বোতলটা হঠাৎ সেই ভাবে ফাটিয়া বিশ্বয়াকুল বেয়ারার হাত হইতে

খসিয়া পড়িল; বোতলস্থিত তুষার-শীতল মত্তে (ice, cold wine) তরুণীর হৃদই অনাবৃত স্বল্প প্রাবিত হইল। সে ভয়ে আর্ন্তনাদ করিয়া উঠিল।

মিঃ ব্লেক চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া বিশ্বয়-বিস্ফারিত নেত্রে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতে লাগিল; কি এক অজ্ঞাত ভয়ে যুথ প্লান হইল। তিনি মুহূর্ত্তমান জ্বলন্ত সন্মুখে চাহিয়া টেবিলের উপর নিপতিত খণ্ডবিখণ্ড কাচের স্তূপ দেখিতে লাগিলেন। সেই সুবিস্তীর্ণ ভোজন-কক্ষের প্রত্যেক টেবিলের অবস্থাই এইরূপ! কোন অদৃশ্য শক্তি-প্রভাবে সেই কক্ষস্থিত মদের গ্লাস 'টম্‌লার' মদের বোতল ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইল; অবশেষে কাচনির্মিত সকল জিনিসই চূর্ণ হইতে আরম্ভ হইল।

মিঃ ব্লেকের ও ইন্স্পেক্টর কুটসের হাতে ঘড়ি ছিল; তাঁহারা হাত তুলিয়া দেখিলেন—তাঁহাদের ঘড়ির কাচ (watch-glasses) ভাঙ্গিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত হইয়াছে; যেন কেহ কাচগুলি হামানদিস্তায় ফেলিয়া গুঁড়া করিয়াছে! তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন—সকলেরই ঘড়ির অবস্থা ঐরূপ হইয়াছে।

সহসা ঐক্যতানিক বাত্ধধ্বনি নীরব হইল। চতুর্দিক হইতে বহুকণ্ঠের আর্ন্তনাদে হোটেলের বিস্তীর্ণ কক্ষগুলি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। একজন থান-সামা একখানি 'ট্রে'র উপর কতকগুলি কাচপাত্র সাজাইয়া-লইয়া -ভোজন-কক্ষের দিকে আসিতেছিল; কাচপাত্রগুলি সেই ট্রে'র উপর ফাটিয়া শত শত খণ্ডে খসিয়া পড়িল! তাহা দেখিয়া থানসামা বেচার ভয়ে চিৎকার করিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। তাহার হস্তাঘ্রিত ট্রে'র উপর হইতে সেই সকল চূর্ণ কাচ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। সেই মুহূর্ত্তে কাচ-নির্মিত একটি সুগোল ও সুবৃহৎ আলোকাবরণ চূর্ণ হইয়া প্রচণ্ডবেগে তাহার পদপ্রান্তবর্ত্তী কার্পেটের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। থানসামাটা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া, 'ওরে বাপ রে, ভূমিকম্প!' বলিয়া চিৎকার করিয়া তিন হাত দূরে লাফাইয়া পড়িল।

শ্রিত আতঙ্ক-বিহ্বল স্বরে বলিল, "এ সকল কি ব্যাপার? সত্যই কি ভূমিকম্প হইতেছে? ভূমিকম্পে ঘড়ির কাচ গুঁড়া হয়—এ কথা ত কখন শুনি নাই। আমার যে জ্বলন্ত আশঙ্কা হইয়াছে!"

মিঃ ব্লেকের কর্ণে স্থিতির কথাগুলি প্রবেশ করিল না ; তখন কে কাহার কথা শুনিবে ?—নরনারীগণ সকলেই মহাভয়ে বিকৃত স্বরে চিৎকার করিতেছিল ; আর ঘরের বিভিন্ন অংশ হইতে রাশি রাশি কাচ খন্-খন্ বন্-বন্ হুম্-দাম্ শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল । যেন আকাশ হইতে শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল !

ইন্স্পেক্টর কুটন সেই কক্ষের অন্ত প্রান্তে চাহিতেই তাঁহার দুই চক্ষু যেন কপাল হইতে ঠেলিয়া বাহির হইল ! (his eyes almost starting out of his head.) তিনি সেই দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, “ব্লেক, ঐ জানালাগুলার দিকে চাহিয়া দেখ ; দেখ, কি ভাবে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া খসিয়া পড়িতেছে !—এই বাড়ীখানাই আমাদের মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িবে না কি !”

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া চতুর্দিকে চাহিতে লাগিলেন ; আতঙ্কে বিস্ময়ে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল । তিনি যে দিকে চাহেন, সেই দিকেই দেখিতে পান—সেই বিশাল অট্টালিকার যে সকল স্ফটিকময় দ্বার জানালা পথের দিকে ছিল, যে সকল দ্বার জানালার আগাগোড়া অত্যন্ত স্থূল ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাচের চাদরে নিম্নিত, (plate-glass windows.) তাহা প্রতি মুহূর্ত্তে টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল ! (dissolved into fragments.) সেই সকল কাচ আচম্বিতে ভাঙ্গিয়া পড়িবার সময় যেরূপ শব্দ হইতেছিল, তাহা শুনিয়া সকলেরই মনে হইল—প্রলয়কাল উপস্থিত ! ভাঙ্গা কাচের আঘাতে অনেকে আহত হওয়ায়, তাহারা ব্যাকুল ভাবে ঘরের ভিতর দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল, তাহাদের ললাটে, মুখে, করতলে ভাঙ্গা কাচ বিদ্ধ হওয়ায় সবগে রক্তের ধারা বহিতেছিল । সম্ভ্রান্ত বংশীয়া যুবতীর দল, স্বেদাধারিণী রূপবতী তরুণীগণ ভয়ে আর্তনাদ করিয়া পলায়নের চেষ্টায় বহির্দ্বার লক্ষ্য করিয়া দৌড়াইতে লাগিল ; জনতার মধ্যে কিছুমাত্র শৃঙ্খলা না থাকায় তাহারা পরস্পরের ঘাড়ে পড়িয়া ভাঙ্গা কাচ-সমাচ্ছন্ন মেঝের উপর গড়াইতে লাগিল ! ভয়ে অনেকের মুচ্ছা হইল ।

কেহ কেহ চিৎকার করিয়া বলিল, “ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে !”

অনেকে মেঝের উপর গড়াইতে গড়াইতে বলিল, “ভূমিকম্প, ভূমিকম্প ! আমরা ঘর চাপা পড়িয়া এখনই মারা যাইব ।”

মিঃ ব্লেক তখনও চেয়ারে বসিয়া ছিলেন ; এ সকল কি ব্যাপার, এই বিপন্ন অবস্থায় কি কর্তব্য, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল ; সর্কাস্জ অসাড়, অবসন্ন ! তিনি উঠিবার চেষ্টা করিলেন—কিন্তু উঠিতে পারিলেন না। জীবনে তাঁহাকে বহুবার বহু সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছে ; কিন্তু এতদূর ভীষণ কাণ্ড তিনি আর কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই। কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁহাকে আর কখন এতদূর বিচলিত হইতে হয় নাই। ইহা ইলুজাল না সত্য ? তিনি জাগিয়া আছেন, কি স্বপ্ন দেখিতেছেন—তাহাও স্থির করিতে পারিলেন না। প্রথমে তাঁহারও সন্দেহ হইল—ইহা ভূমিকম্প ; কিন্তু ভূমিকম্প হইলে প্রকাণ্ড অট্টালিকা ছাদসহ কি ভূমিসাৎ হইত না ? অট্টালিকা ঠিক দাঁড়াইয়া আছে—কেবল কাচনির্মিত প্রত্যেক দ্রব্যই চূর্ণ হইতেছে ; জলবুদ্দের স্তায় অদৃশ্য হইতেছে !—তাঁহার মনে হইল—সেই দিনই তাঁহার উপবেশন-কক্ষে ম্যালকম বার্টনের হাত হইতে মদের গ্লাস আচম্বিতে ঝালিত হইয়া চূর্ণ হইয়াছিল, এবং তাঁহার সেই কক্ষেরই একটি বাতায়নের শাশিগুলি একসঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সেই ঘটনার সহিত হোটেলের এই দুর্ঘটনার কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। উভয় ঘটনাই একরূপ ; কিন্তু এই হোটেল যাহা ঘটিতেছে—তাহা অধিকতর ব্যাপক, অধিকতর আতঙ্কবর্দ্ধক ও সাংঘাতিক বিপদসঙ্কুল ! ইহা সেই দুর্কৌণ্ড্য রহস্যময় ঘটনার পুনরবতারণা। কেবল ইহার পরিমাণ সহস্রগুণ অধিক, ব্যাপকতা ভীষণ, প্রচণ্ডতা লোমহর্ষণ ! কাচনির্মিত দ্রব্য মাত্রই এই ভাবে খসিয়া-পড়িয়া চূর্ণ হইবার কি কারণ থাকিতে পারে, এবং কে ইহার জন্ত দায়ী—তাহা স্থির করা তাঁহার অসাধ্য হইল।

ঝণ্-ঝণ্ শব্দে আরও দুই পেকাণ্ড আলোকাধার চূর্ণ হইয়া মেঝের উপর নিক্ষিপ্ত হইল, এবং তাহার কাচগুলি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। অরচেষ্টার বাস্তবধিনি অনেক পূর্বেই নীরব হইয়াছিল। বাস্তবের তাহাদের আসনে বসিয়া আতঙ্ক-বিহ্বল নেত্রে চতুর্দিকের সেই ভয়াবহ কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতেছিল।

যে সকল নরনারী টেবিলের নিকট বসিয়া ছিল তাহারা ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া চেয়ারগুলি উন্টাইয়া ফেলিল, তাহাদের দেহের ধাক্কা টেবিলগুলিও

কাত হইয়া পড়িল ; তাহার পর তাহাদের স্থানত্যাগের তাড়াহাড়িতে পরস্পরের মধ্যে ছড়াছড়ি আরম্ভ হইল, এবং তাহাদের জড়াছড়ি ও গড়াগড়িতে সকলেরই সেই কক্ষের বাহিরে যাইবার পথ বন্ধ হইল। মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন ভোজন-কক্ষে সমাগত নরনারীবর্গ আতঙ্কে ঝেঞ্জপ বিহ্বল হইয়াছে, তাহার ফল সাংঘাতিক হওয়া বিচিত্র নহে। এজন্য তিনি তাহাদিগকে সতর্ক করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, “আপনারা ভয় পাইয়া উঠিয়া যাইবেন না, নিজ নিজ আসনে বসিয়া থাকুন। মহিলাগণকে আগে বাহিরে যাইতে দিলে, প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া তাহাদের পথ বন্ধ করা আপনাদের সম্মত হইবে না।”

আর একজন চিৎকার করিয়া বলিল, “আলো ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াও।”

একটি মাতাল যুবক আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে যাহাকে সম্মুখে দেখিল তাহারই উপর ঘুসি ঢালাইতে লাগিল ! অবশেষে সে মিঃ ব্লেকের ঘাড়ের উপর ঢলিয়া-পড়িয়া তাঁহাকে চেয়ারের উপর হইতে ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল। মিঃ ব্লেক তাহাকে সরিয়া যাইতে বলিলেন, কিন্তু সে না নড়িয়া তাহার পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; তখন মিঃ ব্লেক তাহার মুখে এক ঘুসি মারিলেন। সেই আঘাতে মাতালটা কাঠের গুঁড়ির মত ভূতলশায়ী হইল ; (dropped like a log.) তাহার আর নড়িবার সামর্থ্য রহিল না।

ইন্স্পেক্টর কুটস টেবিলের অন্ত ধারে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে বসিয়া ছিলেন ; তিনি বলিলেন, “ঠিক কাজ করিয়াছ ব্লেক ! সকল লোকই প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়াছে, এ সময় পথ বন্ধ হইলে ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হাজাগার আশঙ্কা আছে।—সকলে স্থির হও, সকলে এক সঙ্গে দরজার কাছে গিয়া জটলা করিও না। ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। (there's nothing to be alarmed about) !”

হোটেলে যে সকল নর নারীর সমাগম হইয়াছিল তাহাদের চতুর্দিকে কাচের দ্বার জানালা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, বোতল গ্লাস কাচের ডিস্ পেয়াল জগ প্রভৃতি তৈজসপত্র চূর্ণ হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছিল, মাথার উপর হইতে হাঁড়ির আকার-বিশিষ্ট প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আলোকাবরণগুলি ডিমের খোলার মত (like

egg shells.) খণ্ড খণ্ড হইয়া আতঙ্কভিত্ত নরনারীবর্গের মস্তকে করকাবুটির জায় সবেগে বসিত হইতেছিল ; কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই ! মুহূর্ত্ত পরে ‘ফট-ফট চট-চট’ শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক আলোকের আধারগুলি (electric light bulbs) জলবদ্বদের মত অদৃশ্য হইল, সেগুলি রেণুগণায় পরিণত হইয়া খসিয়া পড়িবামাত্র সেই ভোজনাগার গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। সেই সুবিস্তীর্ণ কক্ষের কোন দিকে আলোকের চিহ্নমাত্র লক্ষিত হইল না, যেন তাহার একপ্রান্ত হইতে অস্তপ্রান্ত পর্য্যন্ত অন্ধকারের তরঙ্গ সস্তপসারিত হইল। (a wave of darkness swept the room from end to end.) তাহা দেখিয়া আতঙ্ক-বিহ্বল নরনারীবর্গ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তুমুল কোলাহল ও আর্তনাদ আরম্ভ করিল। যতক্ষণ সেই কক্ষে আলোক ছিল, ততক্ষণ তাহাদের মনে যে কিছু আশা ও সাহস ছিল, আকস্মিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়ায় তাহাদের আশা ভরসা সমস্তই বিলুপ্ত হইল।

মিঃ ব্লেক তখনও তাঁহার চেয়ার বসিয়া, উভয় হস্ত সন্মুখে প্রসারিত করিয়া, দৃঢ় মুষ্টিতে টেবিলখানি ধরিয়া রহিলেন। তাহার পর অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, “কুটুস, শ্রিত্ব, তোমরা চেয়ার হইতে উঠিও না, যে ভাবে বসিয়া আছ—ঐ ভাবেই বসিয়া থাক। এখন উঠিলে বিপদের আশঙ্কা আছে।”—তিনি ম্যাচ-বাক্স বাহির করিবার জন্ত পকেটে হাত দিলেন, কিন্তু পকেটে ম্যাচ-বাক্স খুঁজিয়া পাইলেন না। তাঁহার বিজলি-বাতি ওভার-কোটের পকেটে ছিল ; কিন্তু ভোজনাগারে প্রবেশ করিবার পূর্বে তিনি ওভার-কোটটি পরিচ্ছদাগারে (cloak-room) রাখিয়া আসিয়াছিলেন ! নিরুপায় হইয়া তিনি টেবিলের উপর হাত বাড়াইলেন ; টেবিলের মধ্যস্থলে রৌপ্যাধারে (silver stand) একটি ম্যাচ-বাক্স ছিল, তাহা তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন ; কিন্তু অন্ধকারে টেবিল হাতড়াইয়া তাহা তিনি সংগ্রহ করিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক নিরুপায় হইয়া হতাশ ভাবে বসিয়া রহিলেন ; মুহূর্ত্তপরে তাঁহার ঘাড়ের ঠিক নীচেই কি একটা শীতল কঠিন পদার্থের স্পর্শ অসুভব করিলেন ! তিনি সবিশ্বয়ে সভয়ে ঝাড় ফিরাইয়া পশ্চাতে চাহিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু

তাহার মেরুদণ্ডের উর্দ্ধে ঝাড়ের ঠিক নীচেই কন্-কন্ করিয়া টাটাইয়া উঠিল।
ব্যাপার কি তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

অতঃপর তিনি চেয়ার হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেই তাহার পশ্চাৎ হইতে
সুপরিচিত, মুহু অথচ সুদৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন, “নমস্কার মিঃ রবার্ট ব্লেক !
আমি পল সাইনস্ ; আমার অঙ্গীকার পালন করিয়াছি। হাঁ, আমি আসিয়াছি।
আপনি যে অবস্থায় যেখানে আছেন, সেইখানেই স্থিরভাবে বসিয়া থাকুন, এক
চুল (a fraction of an inch.) নড়িয়াছেন কি পৃথিবীর সহিত আপনার
সকল সন্ধক ফুরাইয়াছে ! আমার এই পিস্তলে ‘সাইলেন্সার’ এবং ‘হেয়ার-ট্রিগার’
সংযোজিত আছে ; (fitted with a silencer and a hair-trigger.)
বিশেষতঃ, আজ এই সন্ধ্যাকালে আমার হাত সম্পূর্ণ অকম্পিত আছে—এ
আশ্বাসও আপনাকে দিতে পারিতেছি না।”

বক্তার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মুহু, কিন্তু তাহাতে জড়তার লেশমাত্র ছিল না। সেই
কণ্ঠস্বর শুনিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন, পল সাইনস্ তাহার নিকট যে অঙ্গী-
কার করিয়াছিল তাহা পালন করিয়াছে।—মাগ্নিফিসেন্ট হোটেলে সে সত্যই
উপস্থিত হইয়াছে !

পঞ্চম লহর

উৎসবে বাসন

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন—সাইনস্ মুখে যাহা বলিল, তাহা কার্য্যে পরিণত করা তাহার অসাধ্য নহে। তিনি তাহার অল্প ক্ষতি করেন নাই ; তাহার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার চাতুর্য্যেই সে নেশাখাল্ বৃটীশ ব্যাক্সের দশ লক্ষ পাউণ্ড অপহরণে অকৃতকার্য্য হইয়াছিল। তাহার একটি উচ্চপদস্থ কৃতি পুত্রের আত্মহত্যার জন্য তিনিই দায়ী ; তাঁহারই অদ্ভুত বুদ্ধিকোশলে তাহার আর একটি পুত্রের কঠোর কারাদণ্ড অপরিহার্য্য। তাঁহাকে তাহার মহাশত্রু মনে করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল, এবং সে যদি সেই সুযোগে পিস্তলের ঘোড়া টিপিত, তাহা হইলে মিঃ ব্লেকের জীবন-রক্ষার কোন আশা থাকিত না ; বরং সেইরূপ কার্য্য তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হইতে পারিত। কিন্তু পল সাইনস্ মহাপাপিষ্ঠ হইলেও ডাক্তার সাটিরার ত্রায় নরহত্যার অকুণ্ঠিত নহে ; সে মিঃ ব্লেকে হত্যা করিল না। কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহার আদেশ অগ্রাহ্য করিলে নিহত হইবেন বুঝিতে পারিয়া স্থির ভাবে বসিয়া রহিলেন ; নড়িবার চেষ্টা করিলেন না। প্রাণভয় অপেক্ষা বিস্ময়েই তিনি অধিকতর অভিভূত হইলেন। সাইনস্ কি কৌশলে ম্যাগ্নিফিসেন্ট হোটেলে প্রবেশ করিতে পারিল—ইহা তিনি ধারণা করিতে পারেন নাই। সকল বাধা দূর করিয়া সে যে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার অঙ্গীকার পালন করিয়াছে—ইহাই তিনি সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়ের বিষয় মনে করিলেন। কোতুল ল তাঁহার ভয়ের স্থান অধিকার করিল ; সাইনস্ কি উদ্দেশ্যে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে তাহা শুনিবার জন্য তিনি গুরুভাবে বসিয়া রহিলেন।

পিস্তলের কঠিনস্পর্শে তাঁহার মেরুদণ্ডে যেন অস্বস্তিকর কম্পন (unpleasant shiver.) অনুভূত হইল। কিন্তু পল সাইনসের কণ্ঠস্বরে যে

কঠোরতার আভাস ছিল, পিস্তলের কাঠিন্য তাহার তুলনায় অধিক মনে হইল না। সে সেই নিবিড় অন্ধকার-সমাজের কক্ষে তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিল, “আপনার সহিত এখানে সাক্ষাৎ করিয়া যে আনন্দ লাভ করিতাম, আকস্মিক দুর্ঘটনায় সেই আনন্দ নষ্ট হইল, সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক নর নারীকে কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইল,—এজন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। বাহা হউক, আপনারা যে তৃপ্তির সহিত ভোজন করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, আপনাদের ‘খানা’ নষ্ট হয় নাই—ইহাই আমার পরম আনন্দের বিষয়। আপনারা এখানে ভোজন করিতে আসিয়া যদি অভুক্ত অবস্থায় গৃহে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইতেন—তাহা হইলে আমার সেই অপরাধ আমি অমার্জনীয় মনে করিতাম। মিঃ ব্লেক! আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে আপনারা আর এরূপ ভোজনানন্দের অবসর পাইবেন না; আমার একথা শুনিয়া আপনি মনে করিবেন না, এখনই আপনাকে হত্যা করিয়া এ স্থান ত্যাগ করিব। আপনি আমার অশেষ অনিষ্ট করিয়াছেন, আপনার সেই ষড়তা ও অনধিকারচর্চা আমি ক্ষমা করিব না; কিন্তু এখনও আপনার পালা আসে নাই, এজন্য আজ আপনাকে হত্যা করিবার আগ্রহ নাই। আমি যে সকল কথা বলিব—তাহা নির্দ্বন্দ্ব ভাবে শ্রবণ করুন, আপনি কথা বলিবার চেষ্টা করিবেন না। আপনার কোন কথা শুনিবার জন্ত আমার আগ্রহ নাই। আপনি আপনার সঙ্গীদ্বয়কে আমার উপস্থিতির সংবাদ জানাইবারও চেষ্টা করিবেন না। সেরূপ চেষ্টা করিলে তাহারা আমার সন্ধান পাইবে না, অথচ আপনাকেও হারাইবে; মুহূর্ত্ত পরে আপনার মৃতদেহ এখানে নিপতিত দেখিবে। আমার পিস্তলে যে দশটি গুলী সজ্জিত আছে—তাহাদের একটিও আপনার মেরুদণ্ড বিদীর্ণ করিয়া ফুস্ফুসে প্রবেশ করিলে—কি ফল হইবে তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধি নিশ্চয়ই আপনার আছে।”

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন—সাইনস্কে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিলে, বা তাহার উপস্থিতির সংবাদ প্রকাশ করিলে—সে তাঁহাকে গুলী করিয়া মারিতে একমুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবে না। সুতরাং তাহাকে সেই সুযোগ দান করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। সাইনস্ তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অফুটস্বরে কথা বলিতেছিল—ইহা

কেহই জানিতে পারিল না। কিন্তু তাঁহার অবস্থা কিরূপ সঙ্কটপূর্ণ, তাহা উপলব্ধি করিয়া তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। তাঁহার চতুর্দিকে অসংখ্য নর নারী সেই বিপজ্জনক কক্ষ হইতে পলায়ন করিবার জন্ত পথের সন্ধানে অন্ধকারে দোড়াদোড়ি করিতেছিল; চারি দিক হইতে বন্বন্ব শব্দে কাচ ভাঙ্গিয়া পড়ায় অনেকে আহত হইয়া ব্যাকুল ভাবে আর্তনাদ করিতেছিল। সকলেই প্রাণভয়ে কাতর; অথচ তিনি কি বিপদ-জালে বিজড়িত—তাহা অন্ত কেহই বুঝিতে পারিতেছিল না। মিঃ ব্রেকের ঠিক সম্মুখেই ইন্স্পেক্টর কুটস টেবিলের অন্ত ধারে বসিয়া ছিলেন; মিঃ ব্রেক ইচ্ছা করিলে, অন্ধকারে হাত বাড়াইলেই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেন; হয় ত ইঙ্গিতে তাঁহার বিপদ বুঝাইয়া দিতেও পারিতেন; কিন্তু মিঃ ব্রেক সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া হাত বাড়াইতে সাহস করিলেন না। ইন্স্পেক্টর কুটস বা স্থি ত তাঁহার সঙ্কটজনক অবস্থার কথা জানিতে পারিলেন না।

হঠাৎ অদূরে একটি নারীকণ্ঠ হইতে আর্তনাদ উঠিল, “আমার মুক্তার মালা! আমার গলার মুক্তার মালা কে ছিঁড়িয়া লইল? মুক্তার মালা যে আমার গলায় নাই!”

আর একজন চিৎকার করিয়া বলিল, “আমার হীরার নেক্লেস! আমার গলা হইতে নেক্লেস ছড়াটা কে চুরি করিয়াছে। হায়, হায়, কি সর্বনাশ হইল!”

একজন পুরুষ গম্ভীর স্বরে হুকার দিল, “পুলিশ! পুলিশ কোথায়?—এই অন্ধকারে কেহ কি একটা আলো আনিতে পারিতেছে না?”

ইন্স্পেক্টর কুটস তাঁহার চেয়ারে বসিয়া বিচলিত স্বরে বলিলেন, “অন্ধকারে চোরের দল লুঠপাট্ আরম্ভ করিয়াছে। ব্রেক, তোমার কথা সত্য, চোরের দল এখানে থানা খাইতে আসিয়া সন্ধ্যোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল; তাহারা মেয়েদের গলা হইতে মুক্তার মালা, হীরার হার ছিঁড়িয়া লইয়াছে। কি ভয়ঙ্কর বাপার!—চোরের অত্যাচার নিবারণের উপায় কি? ব্রেক!—তুমি কোথায়?”

মিঃ ব্রেক অতি কষ্টে কথা কহিবার লোভ সংবরণ করিয়া শুদ্ধভাবে বসিয়া রহিলেন; সাইনসের পিস্তলের নল তখনও তাঁহার কাঁধের নীচে সংস্থাপিত! কুটসের

প্রশ্নের উত্তর দিতে তাঁহার সাহস হইল না। তাঁহার মনে হইল সেই হোটেলের ভয়ানক নরনারীগণের কণ্ঠস্বর ডুবাওয়া পিকাডেলির দিক হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকার দ্বার জানালার কাচগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িবারই খন্-খন্ বান্-বান্ শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল, যেন বহু লোক পথে দাঁড়াইয়া ব্যাকুল স্বরে চিৎকার করিতেছিল; তাহাদের কণ্ঠস্বরও তিনি শুনিতে পাইলেন। মুহূর্ত্তপরে পুলিশ-‘হুইশ্’সমূহের তীব্র রবে চতুদ্দিক প্রতিধ্বনিত হইল।

মিঃ ব্লেক জাগিয়া আছেন, কি নিদ্রাবোধে হৃৎস্পন্দ দেখিতেছেন—তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার কাঁধের নীচে পিস্তলের শীতল স্পর্শ ব্যতীত অল্প সকল বিষয়ই অস্বাভাবিক, অবাস্তব, (unreal) এবং অলৌকিক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কয়েক মিনিট পূর্বে তিনি লণ্ডনের পশ্চিম পল্লীর একটি শ্রেষ্ঠ হোটেলের সুসজ্জিত ভোজনকক্ষে বসিয়া পরমসুখে ও নিশ্চিন্ত চিত্তে পানাহার করিতেছিলেন; হোটেলের বিপুল আড়ম্বরে ও আয়োজনের পারিপাট্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।—ভোজন-কক্ষ সুসজ্জিত, প্রস্তুতিত কুসুমরাশির সৌরভে বায়ুস্তর সুরভিত; অরচেষ্টার সুমধুর বাস্তবধ্বনি কর্ণে সুধাসিঞ্জন করিতেছিল। মহামূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিতা সুন্দরী ললনাগণের রূপলাবণ্য নয়ন মন মুগ্ধ করিতেছিল; মনে হইতেছিল—মরুময় মরজগৎ পরিত্যাগ করিয়া আনন্দময় নন্দনভবনে উপস্থিত হইয়াছেন! কিন্তু সেই শোভা, সেই আনন্দ, আলোকোজ্জ্বল কক্ষের সেই স্মৃতির উচ্ছ্বাস এখন কোথায়?—এখন সেই শোভাময়, মহার্ঘ উপাদানপূর্ণ বিলাসের আগার নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন! চতুদ্দিকে কাচ ভাঙ্গিয়া পড়িবার খন্-খন্ বান্-বান্ধ্বনি, সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের ব্যাকুল কণ্ঠের আর্তনাদ, পুরুষগণের চিৎকার, টেবিল চেয়ার উন্টাইয়া পড়িবার হুম্-দাম্ শব্দ, তাহার উপর তরুরগণের বীভৎস প্রেতলীলা! কয়েক মিনিটের মধ্যে এক্রপ পরিবর্তন ঘটলে চক্ষুকর্ণকে কে বিশ্বাস করিতে পারে?—এই প্রকার সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থায় পল সাইনস্ পিস্তলহস্তে পশ্চাতে দণ্ডায়মান! তাহার অঙ্গুলীর মৃদুস্পর্শে পিস্তলের গুলী নিঃশব্দে নিঃসারিত হইয়া তাঁহার মস্তিষ্ক চূর্ণ করিবে—ইহা বুঝিয়া তিনি রুদ্ধনিশ্বাসে সাইনসের কথাগুলি শুনিতে লাগিলেন। সাইনস্ তাঁহাকে হত্যা করিবার এক্রপ সূযোগ পাইয়াও গুলী করিবে

না, কেবল কয়েকটি কথা বলিয়াই চলিয়া যাইবে—ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

কিন্তু সে সময় কেবল একটি কথাই তাঁহার মনে হইতে লাগিল।—তখনও চতুর্দিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, সেই সুবিস্তীর্ণ হোটেলের প্রত্যেক কক্ষ হইতে রাশি রাশি কাচ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, এবং অন্ধকারের সুযোগে দস্যু তস্করেরা লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়াছিল;—এই সকল ব্যাপারের সহিত সেখানে সাইনসের উপস্থিতির কোন সম্বন্ধ ছিল কি? ইহা কি সাইনসেরই ষড়যন্ত্রের ফল?—এই সকল কার্যের জন্ত সাইনসকে দাবী করা যাইতে পারে কি না তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। মানুষের চেষ্টায় এক্সপ্‌লোজিভ কাণ্ড সংঘটিত হইতে পারে—ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়াই তাঁহার মনে হইল। কোন অদৃশ্য ঐন্দ্রজালিক শক্তিবলে (by some magical unseen force.) কাচের গ্লাস, বোতল, জগ প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইতেছিল, ভূমিকম্পে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা যে ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়ে—কাচের স্থল চাদর-নির্মিত সুবৃহৎ ঘর জানালাগুলি সেই ভাবে খসিয়া-পড়িয়া চূর্ণ হইতেছিল। সেই অদ্ভুত শক্তি মানুষের আয়ত্ত—ইহা কে বিশ্বাস করিতে পারে? মিঃ ব্লেকও তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন সাইনস অসাধারণ চতুর; কিন্তু কেবল চাতুর্য্যবলে এক্সপ্‌লোজিভ বিপ্লব সংঘটিত হইতে পারে না। বিজ্ঞানবলে এইরূপ ধ্বংসলীলা হয় ত সম্ভবপর হইতেও পারে—কিন্তু বিজ্ঞানের এক্সপ্‌লোজিভ শক্তি আছে কি না, এবং কোন বৈজ্ঞানিক কোন উপায়ে সেই শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন কি না, তাহা মিঃ ব্লেকের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। গল সাইনস সুদীর্ঘ ষোড়শ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল, এবং প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া শত্রুদমনের জন্ত নানা কৌশল অবলম্বন করিতেছিল। তাহার পাপাত্ম্যে ভীষণ নিষ্ঠুরতা এবং নূতন নূতন পেশাচিক ষড়যন্ত্রের অভাব ছিল না; কিন্তু এই ভাবে লোকের ঘর দরজা ভাঙ্গিবার উপায় সে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিল—ইহা কে বিশ্বাস করিবে?—ইহা যে ধারণারও অতীত!

একে ত সেই সুবিস্তীর্ণ ভোজন-কক্ষ নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন; তাহার উপর

ভাঙ্গা কাচের আঘাতে শোণিতাক্ত নরনারীগণের মধ্যে দহ্ম্য তস্করের আবির্ভাব ! প্রাণভয়ে ব্যাকুল, পলায়নে অসমর্থ, সঙ্গীহারা, বেপমানা সজ্জাত মহিলাবর্গের অঙ্গ হইতে তস্করেরা মহামূল্য অলঙ্কারাদি লুণ্ঠন করিতেছিল !—তাহারা ম্যাগ্নিফিসেন্ট হোটেলের ভোজন করিতে যান—তাহারা সাধারণ লোক নহেন । সমাজের শীর্ষস্থানীয় সজ্জাত ব্যক্তিগণের মধ্যেও তস্করদলের আবির্ভাব হইবে, ইহা কেহই বিশ্বাস করিতে পারে নাই ; কিন্তু মিঃ ব্লেক বিভিন্ন টেবিলে কয়েকজন তস্করকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন । তাহারা সাইনসের আদেশে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল কি না তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না । তাহারা ই যে মহিলাগণের অলঙ্কারাদি লুণ্ঠন করিতেছিল, এবিষয়ে তাহাদের সন্দেহ রহিল না । কিন্তু মহিলাগণ অন্ধকারে তস্করদের দেখিতে পাইলেন না ; অন্ধকারেই তাহারা তাহাদের অঙ্গ হইতে অলঙ্কার অপহরণে সমর্থ হইল । (were relieving them of their valuables.)

পুরুষেরা আলোর জন্ত চিৎকার করিতে লাগিলেন, অনেকে পুলিশ ডাকিতে লাগিলেন । তস্করেরা মহিলাগণের অলঙ্কার অপহরণের জন্ত তাহাদের অঙ্গস্পর্শ করিলে তাহারা আর্ন্তনাদ করিতে লাগিলেন ; সেই শব্দ শুনিয়া তাহাদের সঙ্গী অথবা অভিভাবকেরা দুইহাতে সবেগে ঘুসি চালাইতে লাগিলেন । সেই ঘুসি কোথায় পড়িতেছে, কাহার গায়ে লাগিতেছে—তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না । চতুর্দিকে কোলাহল, দাপাদাপি, মারামারি, হুড়াহুড়ি—তাহারই মধ্যে পল সাইনস মিঃ ব্লেকের পশ্চাতে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া, তাহাদের ঘাড়ের নীচে পিস্তলের নল চাপিয়া ধরিয়া অক্ষুট স্বরে বলিল, “হতভাগ্য ম্যালকম বার্টন আপনার উপদেশ অগ্রাহ্য না করিয়া কি বিষয় ভুল করিয়াছে, তাহা সে এখনও বুঝিতে পারে নাই ; কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি । তাহার ঘাড়ের বোঝা ক্রমশঃ অধিক ভারি হইতেছে । আজ যদি সে আমার দাবীর টাকাগুলি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিত—তাহা হইলে আশী হাজার পাউণ্ড দিয়াই অব্যাহতি পাইত, আমার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিত ; কিন্তু কাল তাহাকে এক লক্ষ আশী হাজার পাউণ্ড দিতে হইবে । হাঁ, এক লক্ষ আশী হাজার পাউণ্ডের

এক ফার্দিং কম দিলে চলবে না ; এবং যদি কাল সে এই এক লক্ষ আশী হাজার পাউণ্ড পাঠাইবার ব্যবস্থা না করে, তাহা হইলে প্রত্যেক দিন তাহাকে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড হিসাবে অধিক দিতে হইবে।—এই টাকা দেওয়া তাহার অসাধ্য হইতে পারে ; কিন্তু সে যে ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর অধ্যক্ষ—সেই স্টেড্‌ফাষ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানী এই অর্থ প্রদানে অসমর্থ নহে। কোম্পানীই অবশেষে এই টাকা দিতে বাধ্য হইবে।” (it is bound to pay in the end)—কথা কহিবার সময় সাইনস্‌ মিঃ ব্লেকের কানের এত নিকটে মুখ লইয়া গিয়াছিল যে, তাঁহার কানের ডগায় সাইনসের শীতল ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়াছিল !

ইন্স্পেক্টর কুটস অধীর স্বরে বলিলেন, “ব্লেক, তুমি কোথায় আছ ! সাড়া দিতেছ না কেন ?”

স্বিথও মিঃ ব্লেকের সাড়া শব্দ না পাইয়া ব্যাকুল ভাবে বলিল, “কর্ত্তী, আপনি কি এখানে নাই ?—কথা কহিতেছেন না কেন ?”

ইন্স্পেক্টর কুটস কোনও দিকে আলো না দেখিয়া ব্যগ্রভাবে পকেটে ম্যাচ-বাক্স খুঁজিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাঁহার পকেটে ম্যাচ-বাক্স ছিল না ; অবশেষে পকেট হাতড়াইয়া একটা পকেটে একটিমাত্র কাঠী মিলিল। সেই কাঠীটা বাহির করিয়া তিনি চেয়ারের হাতায় ঘর্ষণ করিলেন। ঘর্ষণমাত্র তাহা জলিয়া উঠিল ; তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে মৃদু আলোক-স্ফুরণ হইল। মিঃ ব্লেক সেই আলোকে দেখিলেন ইন্স্পেক্টর কুটস তাঁহার পশ্চাতে পল সাইনস্‌কে দণ্ডায়মান দেখিয়া দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইন্স্পেক্টর কুটসের কম্পিত হস্ত হইতে অর্দ্ধদণ্ড কাঠীটা টেবিলের উপর খসিয়া-পড়িয়া নির্বিঘ্ন গেল। সাইনস্‌ তখনও মিঃ ব্লেকের কাঁধের নীচে পিস্তলের অগ্রভাগ চাপিয়া ধরিয়া, ও তাঁহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া আরও কি বলিবার উপক্রম করিতেছিল ; কিন্তু সে আর কোন কথা বলিবার পূর্বেই ইন্স্পেক্টর কুটস আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া ভয়স্বরে বলিলেন, “কি সর্বনাশ ! পল সাইনস্‌ সত্যি এখানে আসিয়াছে ?”

ইন্স্পেক্টর কুটসের কথা শুনিবামাত্র সাইনস্‌ সতর্ক হইল। সে সেই মুহূর্ত্তে

পিস্তলের ষোড়ায় আঙ্গুলের একটু চাপ দিলেই মিঃ ব্লেকের ইহলীলার অবসান হইত ; তাঁহার প্রাণবায়ু ক্ষুদ্র জলবদ্বুদের শ্রায় শূন্যে বিলীন হইত ।—কিন্তু সাইনস্ ইন্স্পেক্টর কুটসের নিকট এই ভাবে ধরা পড়ায় মিঃ ব্লেককে সেজন্ত দায়ী করিল না । ইন্স্পেক্টর কুটস ক্ষিপ্রহস্তে পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিবার পূর্বেই সাইনস্ মিঃ ব্লেকের পিঠের নীচে মাথা নামাইয়া লইল ; পর-মুহূর্ত্তে কোথাও আর তাহার সাড়া মিলিল না । সে কোন্ পথে কিরূপে অদৃশ্য হইল তাহা কেহই জানিতে পারিল না ; কিন্তু ইন্স্পেক্টর কুটস পিস্তলহস্তে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িবামাত্র কর্ণমূলে একটি জলন্ত গুলীর উদ্ভাপ অমুম্বব করিয়া ‘বাপ্’ বলিয়া ঝঙ্কার দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চেয়ারে কাত হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন । সাইনসের পিস্তল-নিষ্কিপ্ত গুলীটা ভাঙ্গা কাচের গুপ ভেদ করিয়া টেবিলে বিদ্ধ হইল ।—ইন্স্পেক্টর কুটসের পুনর্জন্ম !

যাহা হউক, ইন্স্পেক্টর কুটস তৎক্ষণাৎ উঠিয়া মিঃ ব্লেকের চেয়ারের পশ্চাতে উপস্থিত হইলেন, এবং সাইনসকে যেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন, সেই স্থানে দুই হাত বাড়াইয়া অন্ধকারে হাতড়াইতে লাগিলেন ; তিনি কবন্ধের শ্রায় দুই হাত প্রসারিত করিয়া দুই পা সরিয়া যাইতেই একজনের দেহে তাঁহার হাত ঠেকিল । আর কি তাহার নিস্তার আছে ?—বিরাতদেহ ইন্স্পেক্টর কুটস তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তিকে স্মৃদুত ভূজবন্ধনে আবদ্ধ করিলেন । সেই ব্যক্তি এইভাবে ইন্স্পেক্টর কুটসের কর-কবলিত হওয়ায়, তাঁহাকে দুই একটি কিল ঘুসি মারিয়া তাঁহার কবল হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিল । ইন্স্পেক্টর কুটসও, সাইনসকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন ভাবিয়া, অধিকতর উৎসাহের সহিত তাহাকে উভয় হস্তে চাপিতে লাগিলেন ; পাঁচ হাজার পাউণ্ড পুরস্কারের আশায় তাঁহার উভয় বাহুতে মস্ত মাতঙ্গের শুণ্ডের শ্রায় বল সঞ্চারিত হইল ! লোকটা প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া মুক্তি লাভের জন্ত ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে লাগিল ; অবশেষে জড়াজড়ি করিতে করিতে উভয়েই মেঝের উপর পড়িয়া গড়াগড়ি !—কিন্তু ইন্স্পেক্টর কুটস তখন পাঁচ হাজার পাউণ্ড হস্তগত করিয়াছেন ভাবিয়া উল্লাসে উন্নতপ্রায় হইয়া সেই লোকটিকে জাহ্নব নীচে ফেলিয়া তাহার বুকে চাপিয়া বসিলেন, এবং দুই হাতে তাহার

গলা টিপিয়া ধরিয়া উৎসাহে ছকার দিলেন। মিঃ ব্লেকের সাহায্য প্রার্থনা করিলে পাছে তিনি পুরস্কারের বখরার দাবী করেন—এই ভয়ে মিঃ ব্লেকে কোন কথা না বলিয়া, কুটুস এক হাতে তাহার গলা ধরিয়া অস্ত্র হাতে পকেট হইতে হাতকড়ি বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন।

যে লোকটা ইন্স্পেক্টর কুটুসের জাতুর নীচে পড়িয়া ছটকট করিতেছিল, সে আত্মনাদ করিয়া বলিল, “ডাকাত, ডাকাত! ডাকাতে আমাকে খুন করিল; (I am being murdered.) কে কোথায় আছ—আমার প্রাণরক্ষা কর। আমি পুরুষ মানুষ, আমার গলায় নেক্লেস্-স্টেক্লেস নেই, ডাকাত বাবা! আমার গলা ছাড়িয়া দাও।”

মিঃ ব্লেক অদূরে দাঁড়াইয়া সেই অন্ধকারের মধ্যেই প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তিনি অতি কষ্টে হাশ্বাসংবরণ করিয়া বলিলেন, “কুটুস, তুমি ও কাহাকে ধরিয়াছ?—ও যে সর্দার-খানসামা ডুমার্ড!—শীঘ্র উহাকে ছাড়িয়া দাও। সাইনস্কে গ্রেপ্তার করিবে—সে শক্তি তোমার নাই।”—সর্দার-খানসামা ডুমার্ড—ইন্স্পেক্টর কুটুসের প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া, বনবিড়ালের মত তাঁহাকে নখরাঘাত করিতে করিতে অধরনুধা বর্ষণে সিক্ত করিতেছিল। (clawed and spat like a wild cat in his embrace.) মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া কুটুস তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বিরক্তিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে পাঁচ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার তাঁহার মনচক্ষুর সম্মুখ হইতে আকাশ-কুহুমবৎ শূন্তে বিলীন হইল!

জুই এক মিনিটের মধ্যেই আলো আসিল। বৈছাতিক মশালের শুভ্র আলোকে, পুলিশলঠনের তীব্র রশ্মি-প্রভায় এবং হোটেলের পরিচারকবর্গ কর্তৃক ম্যাচের কাঠির স্ফুরণে সেই কক্ষ আলোকিত হইল। সেই সকল আলোকের রশ্মি সেই কক্ষস্থিত নর নারীগণের মুখমণ্ডলে বিক্ষিপ্ত হইল। ভয়ে সকলের মুখ স্নান হইয়া গিয়াছিল, এবং বহু নর নারী একস্থানে দলবদ্ধ হইয়া ব্যগ্রভাবে অন্ধকারে পথ ইঁতড়াইতেছিল; চেয়ার টেবিলগুলি উল্টাইয়া পড়িয়াছিল, এবং ভান্সা কাচের তুপে চতুর্দিক এ ভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল যে, কোনও দিকে পা বাড়াইবার উপায় ছিল না!

একজন চিংকার করিয়া বলিল, “এই যে পুলিশ আসিয়াছে ! পুলিশ, চোরে আমার পকেট মারিয়াছে।”

আর একজন বলিল, “শীঘ্র হাসপাতালে গাড়ী আনিতে পাঠাও, আমার জ্বর মুচ্ছা হইয়াছে।”

একটি যুবতী কাঁদিয়া বলিল, “আমার নেক্লেস কোথায় ? কে আমার হীরার নেক্লেস চুরি করিয়াছে ! আমার সৰ্ব্বনাশ হইয়াছে।”

আরও সাত আটজন স্ত্রীলোক মহামূল্য হীরাকালকার হারাইয়া হৃদয়ভেদী আর্তনাদে সেই বিস্তীর্ণ কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল।

ইন্স্পেক্টর কুটস মিঃ ব্লেককে অদূরে দণ্ডায়মান দেখিয়া ব্যগ্রভাবে তাঁহার হাত ধরিলেন, এবং ধরাশায়ী সর্দার-খানসামার দিকে চাহিয়া লজ্জিত ভাবে বলিলেন, “অন্ধকারে কি ভুলই করিয়াছিলাম ! মনে করিয়াছিলাম পল সাইনসকেই গ্রেপ্তার করিয়াছি ; ডুমার্ড হঠাৎ যে তোমার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু এসকল কি ব্যাপার বলিতে পার ব্লেক ! আমি পাগল হইব না কি ? তোমার পিছনে যাহাকে দেখিয়াছিলাম—সে কি পল সাইনস নয় ?”

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “হাঁ, তুমি সাইনসকেই দেখিয়াছিলে। সে অঙ্গীকার পালন করিয়াছিল। আমি জানিতাম সে এখানে আসিবে ; কিন্তু তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারি নাই। দেখা দিয়া সে পলায়ন করিয়াছে। এই স্থান তখন গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল,—সকলেই বাতরে যাইবার জন্ত বাকুল ; সেই সুযোগে সে পলায়ন করিয়াছে।”

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, “কিন্তু কোথা হইতে সে এখানে আসিয়াছিল ? কি কোশলেই বা এই হোটেলে প্রবেশ করিয়াছিল ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু সে বলিব ? তাহার গতিবিধির সন্ধান পাই নাই ; কেবল এই মাত্র জানি যে, এই কক্ষের আলোকগুলি নিবিবামাত্র সে নিঃশব্দে আসিয়া আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল, এবং তুমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পিস্তল বাহির করিবার পূর্বেই অদৃশ্য হইয়াছিল। ইহার অধিক আর কিছুই

জানিতে পারি নাই। এখানে তাহার আকস্মিক আবির্ভাব বিস্ময়কর বটে ; কিন্তু তাহার আবির্ভাবের পূর্বে যে সকল ঘটনা ঘটিল তাহা অধিকতর বিস্ময়কর।”

শ্মিথ ভার্গা দ্বার জ্ঞানালাগুলির দিকে আতঙ্কবিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া দৃকদৃশ্যে বলিল, “কেবল বিস্ময়কর নহে কৰ্ত্তা, এ অলৌকিক ব্যাপার !” ইন্দ্রজাল বলিতে পারিতাম ; কিন্তু যাহুকর এরকম ধ্বংশলীলা দেখাইতে পারে না। এ ত দৃষ্টি-বিভ্রম নহে, ঘরের দ্বার জালানা ভাসিয়া গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। মাথার উপর যদি কাঁচের কড়ি বরগা কি টালি থাকিত, বা কাঁচের ছাদ হইত, তাহা হইলে এই খানেই আমরা সজীব অবস্থায় সমাহিত হইতাম। এই ভীষণ কাণ্ড দেখিয়া আমার হাত পা পেটের ভিতর ঢুকিয়াছে কৰ্ত্তা ! এরকম অসম্ভব ব্যাপার ঘটতে পারে—ইহা কোন দিন কল্পনা করিতে পারি নাই। যখন কাঁচের দ্বার জানালা গুলি ঝুপ্-ঝাপ্ করিয়া ভাসিয়া পড়িতে লাগিল, মাথার উপর হইতে আলো-ঢাকা কাঁচের ইঁড়িগুলি পাকা বেলের মত খসিয়া পড়িয়া গুঁড়া হইতে লাগিল, এবং আলোগুলা একসঙ্গে দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল—তখন আমার মনে হইল পৃথিবীর প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে ! (the end of the world had come.) এরূপ দুর্ঘটনার কারণ কি কৰ্ত্তা !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ইহার কারণ আমার অজ্ঞাত ; তবে আমি এই মাত্র বলিতে পারি ইহা মাহুঘেরই চেষ্টার ফল। এই কক্ষের কাঁচের দ্রব্যগুলি কেন যে ঐ ভাবে চূর্ণ হইল তাহা আমার অজ্ঞাত হইলেও—আমি একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি—এই কক্ষের আলোক নিবিলে চুরি করিবার সুযোগ হইবে ব্ৰিয়্যা একদল চোর এখানে আসিয়া সেই সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহারা পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিল লুণ্ঠপাট করিবার ঐরূপ সুযোগ হইবে। আলোগুলি নিবিবামাত্র তাহারা লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়াছিল। যে সকল সম্ভ্রান্ত মহিলার সঙ্গে হীরা জহরতের অলঙ্কার ছিল—তাহাদিগকে তাহারা পূর্বে চিনিয়া রাখিয়াছিল ; আলোগুলি নিবিবামাত্র তাহারা বাঘের মত শিকারের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া, মূল্যবান অলঙ্কারাদি বাহা হাতে পাইয়াছে তাহাই কাড়িয়া লইয়াছে। (snatch-
ing every article of value they could lay their hands to.)

গত দশ মিনিটের মধ্যে তস্করেরা যে সকল হীরা মুক্তার অলঙ্কার আত্মসাৎ করিয়াছে তাহাদের মূল্য লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড ! আমি জানি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলায় গলা হইতে যে মুক্তার মালা চুরি গিয়াছে তাহারই মূল্য ত্রিশ হাজার পাউণ্ড ! সুতরাং চুরির উদ্দেশ্যেই এই দুর্ঘটনার সৃষ্টি—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে ।”

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া ইন্স্পেক্টর কুটস ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, হতাশভাবে বলিলেন, “ব্লেক, তুমি কি বলিতে চাও এই দুর্ঘটনার জন্ত সাইনস্ ও তাহার আশ্রিত দস্যু তস্করেরাই দায়ী । পল সাইনস্ অর্থ সংগ্রহের জন্ত এই লোমহর্ষণ কাণ্ড করিয়া গিয়াছে ?”

মিঃ ব্লেক এই প্রশ্নের উত্তরে ‘হী’ বা ‘না’ কিছুই বলিলেন না ; কেবল বলিলেন, “সাইনস্ এখানে আসিয়াছিল ।”

ইন্স্পেক্টর কুটস বলিলেন, “হী, তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম ; আমরা ত তাহারই নিমন্ত্রণে এখানে আসিয়াছি । তাহার অনুষ্ঠিত এই সকল নারকীয় কাণ্ড প্রত্যক্ষ করাটবার জন্তই কি সে আমাদেরকে এখানে আসিয়া থানা খাইতে অনু-রোধ করিয়াছিল ? তাহার শক্তি কিরূপ অমোঘ, এবং তাহার বড়বত্ত কিরূপ দুর্ব্বোধ্য—তাহা দেখাইবার জন্তই কি এখানে আমাদের নিমন্ত্রণ ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “পল সাইনসের সাহস ও মনের বল এরূপ অসাধারণ যে, সে দিবা দ্বিপ্রহরে তোমাদের স্ট্রল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দেউড়ীর দরজা-জোড়াটা খুলিয়া-জইয়া তোমাদের চক্ষুর উপব হইতে নিরাপদে অন্তর্দ্বন্দ্ব করিলেও আমি বিশ্বিত হইতাম না কুটস ! সে ম্যালকম বাট'নকে পত্র লিখিয়া হুমকী দেখাইয়াছে তাহা হয় ত সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি আবদ্ধ করিবার জন্য একটা ঢাল মাত্র । আমরা বাট'নের স্বার্থরক্ষার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত থাকিব—সেই সুযোগে সে সদলে আর একটা ভীষণতর অপকর্মের অনুষ্ঠান করিবে কি না কি করিয়া বলিব ?”

মিঃ ব্লেক কুটসের সহিত এই সকল কথার আলোচনা করিতেছিলেন, সেই সময় বৈদ্যুতিক দীপের নূতন ‘বাল্ব’ (fresh electric-light bulbs) আনীত হইল ; তাহার পর বৈদ্যুতিক আলোকে সেই কক্ষ আলোকিত হইল । মিঃ ব্লেক, ইন্স্পেক্টর কুটস এবং অন্যান্য ভদ্রলোকেরা সেই কক্ষের বিভিন্ন অংশ

দেখিতে লাগিলেন। কোন রেলপথে বিপরীত-মুখী ট্রেনের সংঘর্ষের পর গাড়ীগুলির অবস্থা যেক্ষণ হয়, বা ভীষণ ভূমিকম্পের পর কোন সমৃদ্ধ নগরের গৃহ হার্মাদি যে ভাবে বিধ্বস্ত হয়, সেই হোটেলের অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ হইয়াছিল।

তঁাহারা দেখিলেন—তখন পর্য্যন্ত অনেক মহিলার মূর্ছাভঙ্গ হয় নাই; তঁাহাদের অভিভাবকেরা তঁাহাদের শুশ্রূষা করিতেছিলেন। অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত মহিলা মহামূল্য অলঙ্কারাদি হারাইয়া বা সেই ভীষণ বিপদে ব্যাকুল হইয়া বিলাপ করিতেছিলেন। ভাঙ্গা কাচের আব্বাতে অনেকগুলি ভদ্রলোকের দেহের বিভিন্ন অংশ কাটিয়া যাওয়ায় ক্ষতমুখ হইতে রক্ত ঝরিতেছিল। কাহারও কাহারও গালে, কপালে, ঘাড়ে বা মাথায় ভাঙ্গা কাচের টুকরা বিঁধিয়া ছিল। যাহারা নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল—তাহারা ম্যাগ্নিফিসেন্ট হোটেলের স্বত্বাধিকারীগণের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের জন্ত নালিসের পরামর্শ করিতেছিল। যাহারা সেই দিন সাংসকালে ম্যাগ্নিফিসেন্টে ভোজন করিতে আসিয়াছিলেন—তঁাহাদের মধ্যে কয়েকজন ডাক্তার ছিলেন; ডাক্তার মহাশয়েরা আহঁত নরনারীবর্গের সেবা শুশ্রূষায় রত ছিলেন।

হোটেলের একটিমাত্র দ্বার খুলিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট দ্বারগুলি বন্ধ করা হইয়াছিল, যে দ্বার খোলাছিল—তাহাতেও কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পুলিশ প্রত্যেক ব্যক্তির পরিচ্ছদ পরীক্ষা করিয়া তাহাকে বাহিরে যাইতে দিতেছিল। মহিলাগণের যে সকল অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছিল—তাহা কাহারও না কাহারও নিকট পাওয়া যাইবে—ইহাই পুলিশের ধারণা হইয়াছিল; কিন্তু তৎকরেরা পূর্বেই অপহৃত অলঙ্কারসহ অন্তর্দান করিয়াছিল। পরিচ্ছদাদি খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ কাহারও নিকট কিছুই পাইল না।

একজন পুলিশ ইনস্পেক্টর মিঃ ব্লেক ও ইনস্পেক্টর কুটকে সেই কক্ষে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, “আপনারা উভয়ে আজ এখানে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন? আপনারা কি পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন—এখানে এক্ষণ ভীষণ বিস্ফোট ঘটবার সম্ভাবনা আছে? আমি ত বহুকাল হইতে পুলিশে চাকরী করিতেছি,

‘একটি অল্প অল্প কণ্ড কখনও দেখি নাই ! আপনারা এই দুর্ঘটনার কোন কারণ বুঝিতে পারিয়াছেন কি ? রিজেন্ট ষ্ট্রিটের এ-মুড়া হইতে ও-মুড়া পর্য্যন্ত বত বর বাড়ী আছে—কোন বাড়ীর কোন ঘরের একটিও কাচের জিনিস অটুট নাই । কাচনির্মিত সমস্ত সামগ্রী ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গিয়াছে !”

মিঃ ব্লেক ইন্স্পেক্টরের কথা শুনিয়া অবিস্বাস ভরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “আপনি বলিতেছেন কি ইন্স্পেক্টর ! ম্যাগ্নিফিসেন্ট হোটেল ভিন্ন এই রাস্তার অন্তান্ত বাড়ীর কাচের দ্বার জানালাগুলিও কি এই ভাবে চূর্ণ হইয়াছে ?”

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, “কেবল কি ম্যাগ্নিফিসেন্ট হোটেল ?—রিজেন্ট ষ্ট্রিটের ধারে যে সকল বাড়ী আছে—তাহাদের সকল গুলিরই কাচের দ্বার জানালা এই অবস্থা ! প্রত্যেক দোকানের জানালা (every shop-window) চূর্ণ হইয়া ধূলিকণায় পরিণত হইয়াছে । পথের ধারে যে সকল দোকান আছে—তাহাদের প্রত্যেকটিতেই কাচের দ্বার জানালা ; সেগুলি চূর্ণ হওয়ায় সেই সকল দোকান পাহারা দেওয়ার জন্য পুলিশ মোতায়েন করিতে হইয়াছে ; কিন্তু প্রহরীর সংখ্যা অল্প, এ জন্য তাহারা সকল কাজ শৃঙ্খলার সঙ্গে শেষ করিতে পারিতেছে না । অনেক দোকানে আমরা প্রহরী নিযুক্ত করিতে পারি নাই ।—প্রহরীর অন্ততায় কত দোকানে যে লুঠ তরাজ চলিতেছে—তাহার সংখ্যা হয় না । কয়েকজন জহরীর দোকান হইতে চীরা জহরতের অলঙ্কার-গুলি সমস্তই অদৃশ্য হইয়াছে । হাজার হাজার পাউণ্ডের জহরত বোধ হয় আধ ঘণ্টার মধ্যে দস্যু দলের হস্তগত হইয়াছে ! এই সকল দস্যু তত্ত্বর হঠাৎ কোথা হইতে অল্প সময়ের মধ্যে আসিয়া জুটিল তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই । এ রহস্য ভেদ করা আমাদের অসাধ্য । স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড ইহার কারণ স্থির করিতে পারিয়াছে কি না—ইন্স্পেক্টর কুটস তাহা বলিতে পারেন ; তবে প্রত্যেক বাড়ীর কাচের দরজা, জানালা, আলমারি, সো-কেস এভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িবে—ইহা পূর্বে জানিতে পারিয়া চোর ডাকাতের দল সন্ধ্যার পূর্বে হইতেই এই অঞ্চলে আড্ডা লইয়াছিল, এক্ষণে অনুমান করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না ; অথচ তাহারা দল বাঁধিয়া এই অঞ্চলেই আসিয়া কি জন্ম লুকাইয়া ছিল তাহা কেহই বলিতে পারে না । পথের দোকানগুলির দশ পনের গজের মধ্যে

জনপ্রাণীও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কাচের চাদরনির্মিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তাঁরি দ্বার জানালাগুলি মড়-মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া খসিয়া পড়িয়াছে—ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছে। ইহা কি ভূমিকম্পের ফল?—যদি ভূমিকম্প হইত, তবে কি তাহা কেবল রিজেন্ট স্ট্রীটেই আবদ্ধ থাকিত? বিশেষতঃ, ভূমিকম্প হইলে ঘর বাড়ী সমস্তই চূর্ণ হইত, কেবল কাচের জিনিসগুলিই চূর্ণ হইয়া অন্তান্ত সামগ্রী অটুট থাকিত না।

“কিন্তু কেবল পথের ধারের দোকান ও অন্তান্ত অট্টালিকাগুলির এই অবস্থা হইলেও না হয় বৃষ্টিতাম—ঘর দরজার উপর দিয়াই এই উপসর্গ চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু অধিকতর বিষয়ের বিষয় এই যে, পিকাডেলী হইতে অক্সফোর্ড স্ট্রীটে যে সকল ব’স, ট্যাক্সি, কার প্রভৃতি আসিয়াছে—তাহাদেরও কাচনির্মিত প্রত্যেক দ্রব্যই ঐ ভাবে চূর্ণ হইয়াছে। কোন কোন গাড়ীর ভিতর ঘড়ি ছিল; সেই সকল ঘড়ির কাচগুলি গুঁড়া হইয়া খসিয়া পড়িয়াছে! তাহাদের ড্রাইভার ও আরোহীদের হাতঘড়ি, চসমা প্রভৃতির পরকলা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে!—এ যে ভূমিকম্প অপেক্ষাও ভয়াবহ ব্যাপার, হুৎকম্প বন্ধ হয় না! দুই মিনিটের মধ্যে রিজেন্ট স্ট্রীটের এ-ধার হইতে ও-ধার পর্য্যন্ত কাচের সকল চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে; এক ইঞ্চি পরিমাণ স্থানেও একখানি কাচ অভয় অবস্থায় আছে—ইহা দেখাইতে পারিবেন না। যদি পারেন—তাহা হইলে যত টাকা বলিবেন বাজি রাখিতে রাজী আছি। তাহার পর ভাঙ্গা কাচের আঘাতে কত লোককে আহত হইয়া হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে—তাহা আমি জানিতে পারি নাই। সকল হাসপাতালে সন্ধান না লইলে সেই তালিকা সংগৃহীত হইবে না। বিস্তর মহিলা আতঙ্কে মূচ্ছিত হইয়া হাসপাতালে অপসারিত হইয়াছেন; এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের মূচ্ছাভঙ্গ হয় নাই।”

মিঃ ব্লেক, ইন্স্পেক্টর কুটস ও স্থিথ গভীর বিষয়ে মুখব্যাধান করিয়া বিভাগীয় ইন্স্পেক্টরের কথাগুলি গিলিতে লাগিলেন; তাঁহাদের মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না। সকলেরই তখন যেন বাকবোধ হইয়াছিল। তাঁহারা বৃষ্টিতে পারিলেন—কেবল ম্যাগসিকিসেন্ট হোটেলেরই কাচের জিনিসগুলি বিধ্বস্ত হয়

নাই, রিজেন্ট স্ট্রিটের দুই পাশের কোন বাড়ী ঘরই এই অত্যাশ্চর্য্য আকস্মিক আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে নাই !

মিঃ ব্রেক ও ইন্স্পেক্টর কুটস সন্দেহ করিয়াছিলেন, পল সাইনস্ অবোধে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে ম্যাগ্নিফিসেন্ট হোটেলে সেইরূপ ভীষণ কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছিল ; আলোগুলির স্ফাবরণ চূর্ণ করিয়া ঘর অন্ধকারাচ্ছন্ন করিবার পর সে চোরের মত লুকাইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল । কিন্তু রিজেন্ট স্ট্রিটের দুই পাশে যে সকল অট্টালিকা ও দোকান ছিল—সেই সকল স্থানে তাহার ত গমনের প্রয়োজন ছিল না—সেখানেও সেই একরূপ ভীষণ কাণ্ডের অনুষ্ঠান !—সুতরাং ঐ ব্যাপারের সহিত পল সাইনসের কোন সংশ্রব ছিল—ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না । যে শক্তির সাহায্যে এইরূপ অসাধারণ কাণ্ড সংঘটিত হইতে পারে—সেই শক্তি পল সাইনস্ কিরূপে আয়ত্ত করিল ? কেবল সাইনস্ কেন—ইহা কি কোন মনুষ্যের সাধ্যাত্ত ? প্রকৃতির কোন্ অজ্ঞাত বিধানে (unknown law of nature.) এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভবপর হইল—তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না । তাঁহারা ভাবিলেন—যদি ইহা প্রকৃতিরই বিধান হয়—ভূমিকম্পের স্তায় যদি কোন নৈসর্গিক কারণে ইহা সংঘটিত হইয়া থাকে—তাহা হইলে এই বিভ্রাট সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত না হইয়া, কেবল রিজেন্ট স্ট্রিটের উভয় পার্শ্বস্থ বাড়ী ঘর, দোকান, হোটেল, রেষ্টুরাঁ প্রভৃতিতেই ভীষণ উপপ্লবের স্তায় ধ্বংসশক্তি প্রকটিত করিল কেন ?

কেন—এই প্রশ্নের উত্তর কেহই দিতে পারিলেন না । ইন্স্পেক্টর কুটস কয়েক মিনিট গভীর চিন্তার পর গভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া অত্যন্ত বিজ্ঞের মত বলিলেন, “এ ভূমিকম্প ভিন্ন আর কিছুই নহে ; কিন্তু ইহা দেশব্যাপী ভূমিকম্প নহে । এই ভূমিকম্পের বেগ কেবল রিজেন্ট স্ট্রিটেই অনুভূত হইয়াছে । লণ্ডনের অত্র কোন অংশের লোক ইহা জানিতে পারিয়াছে কি না কাল সকালে খবরের কাগজ দেখিলেই তাহা জানিতে পারা যাইবে । কিন্তু যদি কেবল রিজেন্ট স্ট্রিটেই এই ভূমিকম্প হইয়া থাকে—তাহাতেও বিশ্বাসের কারণ নাই ।—প্রকৃতির কত অদ্ভুত খেলালের কথা আমরা নিত্য শুনিতে পাই ; জ্বীলোকের গর্ভে সাপ ব্যাৎ

প্রকৃতি জন্ম গ্রহণ করে ! কে তাহার কারণ নির্ণয় করিতে পারে ?—ইহাও সেইরূপ প্রকৃতির একটা খেলা। যেন লগুনের এই অংশের বকের উপর দিয়া একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণীবাতাস চলিয়া গিয়াছে, এবং তাহাই এই বিল্টারের জন্ত দায়ী। লগুনের ইতিহাসে ইহা নূতন ব্যাপার।—চল ব্লেক, পথের কোথায় কিরূপ বিল্টার ঘটিয়াছে—দেখিতে দেখিতে বাড়ী য়াই।”

স্মিথ বলিল, “কর্ত্তা, ঘূর্ণী বাতাসের বেগে আমার ঘড়ীর কাচ ভাঙ্গিয়াছে ; ইন্স্পেক্টর কুটসের চসমা জোড়াটা পকেটে আছে কি ? বাড় কি তাঁহার পকেটে প্রবেশ করিবার পথ পায় নাই ?”

ইন্স্পেক্টর কুটস পকেট হইতে চসমার খাপ খুলিয়া দেখিলেন, চসমাজোড়াটা শুঁড়া হইয়া খাপের ভিতর পড়িয়া আছে !—ফ্রেম ও দাঁতি চসমার পঞ্জরের স্থায় নিরবলম্ব !—ইন্স্পেক্টর কুটস দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন ; তাহার পর হতাশ ভাবে বলিলেন, “গাছের ফল রৈল গাছে, বোঁটা গেল খসে !”

ষষ্ঠ লহর

রিজেন্ট ষ্ট্রীটের দৃশ্য

ইন্স্পেক্টর কুটস মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া ম্যাগ্নিফিসেন্ট হোটেলের বাহিরে আসিলেন। এই হোটেলের দ্বার ও জানালাগুলির কাঠের ফ্রেমে যে সকল বৃহদাকার পুরু কাচের চাদর সংস্থাপিত ছিল, তাঁহারা সেই সকল কাচের একখানিও দেখিতে পাইলেন না। কাচগুলি টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; খোলা ফ্রেমগুলির ভিতর দিয়া সূর্য্যতল নৈশ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছিল। কোন দিকে কাচের একখানিও পর্দা তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না।

রিজেন্ট ষ্ট্রীটে তখন লরি ও ব'স প্রভৃতির গমনাগমন বন্ধ করা হইয়াছিল; এমন কি, সেখানে যাহাদের কোন কাজ ছিল না, তাহারাও সেই পথে প্রবেশের অনুমতি পায় নাই! সাফটসবারি এভিনিউ হইতে সোয়ান এণ্ড এডগাস-কর্ণার পর্য্যন্ত পুলিশের হানা পড়িয়াছিল। কাহারও সেই স্থান পার হইবার আদেশ ছিল না।

স্মিথ পথের দুই ধারে দৃষ্টিপাত করিয়া বিহ্বল স্বরে বলিল, “দর্ভী, এরকম দৃশ্য আর কখন দেখিয়াছেন কি?—পিকাডেলী র হোটেলের হ্রবস্তা দেখুন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জানালাগুলার পর্দা ফাঁক, তা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; আর জানালার কাচগুলি ভাঙ্গিয়া টুকরা-টুকরা হইয়া স্তূপাকারে পড়িয়া আছে!—পথের দুই ধারের দোকানের যত জানালা আছে—সমস্তই এইভাবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে!—বোধহয় চোর ডাকাতের দল জহরতের দোকানগুলিতে ঢুকিয়া হীরা জহরত যাহা পাইয়াছে—সমস্তই লুণ্ঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে। এরকম আকস্মিক দুর্ঘটনায় কোন দোকানদার হীরা জহরত প্রভৃতি স্বেচ্ছায় জিনিসগুলি দখল করিয়া রাখিতে পারে নাই।”

শ্মিথের এই অসুস্থ মান মিত্রা নহে। পথের দুই ধারের আলোকস্তম্ভশিখরে যে সকল আলো ছিল, (street lights) তাহাদের অধিকাংশই নিবিয়া গিয়াছিল। সেই সকল আলোকের আধার এবং আবরণগুলি শতথণ্ডে চূর্ণ হইয়া নীচে পড়িয়া ছিল। কিছু দূরে ব'স দাঁড়াইবার একটা আড্ডা ছিল। মিঃ ব্লেক ও ইন্স্পেক্টর কুটস সেই আড্ডায় কয়েকখানি 'ব'স' দেখিতে পাইলেন; কিন্তু প্রত্যেক ব'সের ল্যাম্প ও কাচয় অংশ ভাঙিয়া যাওয়ায় তাহাদের ভাড়া খাটিবার উপায় ছিল না। একখানিও 'ব'স' তাঁহারা নিখুঁত দেখিতে পাইলেন না।

ফুটপাথের উপর পুলিশ পায়চারি করিয়া (patrolling up and down.) পাহারা দিতেছিল। দোকানগুলির মালিকেরা টেলিফোনে দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া দোকানে আসিয়াছিল; দোকানের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাহাদের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল; তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া নির্বাকভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাদের হতাশাবাব দেখিয়া মিঃ ব্লেক বিচলিত হইলেন। প্রচণ্ড ঝটিকায় পথপ্রাস্তবর্তী বৃক্ষশ্রেণীর শাখাপ্রশাখা চূর্ণ হইয়া পথে নিক্ষিপ্ত হইলে পথের যেক্রপ অবস্থা হয়, রাশি রাশি ভাঙ্গা কাচ পড়িয়া রিজেন্ট স্ট্রীটের অবস্থাও সেইক্রপ হইয়াছিল; যেন মুঘলধারে শিলাবৃষ্টি হইয়া পথ ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক সেই সকল অট্টালিকার দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া বলিলেন, “এই সকল ঘর বাড়ীর দ্বার জানালাগুলি যখন বুপ্‌বাপ্ করিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছিল সেই সুযোগে পল সাইনস্ সকলের অলক্ষ্যে এই পথ দিয়া ‘ম্যাগ্নিফিসেন্ট’ হোটেলে উপস্থিত হইয়াছিল। তখন সকলেরই অবস্থা—‘চাচা আপ্না বাঁচা’, সকলেই আতঙ্কে অভিভূত, অতর্কিত বিপদে হতবুদ্ধি! তখন কি তাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য ছিল? না, তাহার কথা ভাবিবার কাহারও অবসর ছিল? কুটস, তুমি ম্যাগ্নিফিসেন্টের দেউড়ীতে ও বিভিন্ন দ্বারে পুলিশ মোতায়েন করিয়াছিলে বটে, কিন্তু এই পথের দোকানগুলিতে যখন লুণ্ঠ তরাজ আরম্ভ হইয়াছিল, তখন সাধারণ পুলিশ (ordinary police) দস্যদের লুণ্ঠনে বাধা দিতে না পারায়, এবং জনতা সংযত করা (controlling the crowds.) তাহাদের অসাধ্য হওয়ায় তোমার অনুচরবর্গের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিল। এই

জন্তাই নির্বিঘ্নে ম্যাগ্নিফিসেন্ট হোটেলে প্রবেশ করা সাইনসের পক্ষে অসম্ভব হয় নাই।”

ইনস্পেক্টর কুটুস বলিলেন, “তোমার এই অহুমান সত্য হইলে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই কাচভাঙ্গা রোগ (this epidemic of glass-smashing) সংক্রামক হইয়া উঠিবে—ইহা সাইনসের জ্ঞান ছিল।—এ সকল কথা তাহার জ্ঞান না থাকিলে সে কি ঠিক সময়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিত? এই সকল দুর্ঘটনা দৈবাৎ ঘটিল, আর ঠিক সেই সময়টিতেই সে অঙ্গীকার পালনের সুযোগ পাইল—সময়ের এক চুলও ব্যতিক্রম হইল না! ইহাতে কি মনে হয় না—সে এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল?—এক্সপ ব্যাপার ঘটিবে ইহা না জানিলে সে কি সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে পারিত? হাঁ, সে ইহা জানিত, এবং সম্ভবতঃ তাহারই ষড়যন্ত্রে এই অস্বাভাবিক ভীষণ কাণ্ড!—দেখ ব্লেক, আমার মনে হইতেছে আমরা কোন অতিমানুষের বিরুদ্ধে (against a kind of superman) সমর সজ্জা করিয়াছি!”

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “ভয়ে দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞান হারাইয়া সাধারণ মানুষকে দেব দৈত্য বলিয়া ভ্রম করিও না। পল সাইনস তোমার আমার মতই সাধারণ লোক; কিন্তু হিংসার বশীভূত হইয়া সে পাপের পথে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, এবং সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্ত এক্সপ দুর্বোধ্য কৌশলের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছে যে, সে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন পিশাচ বলিয়াই তোমার ধারণা হইয়াছে। চাতুর্য্যে সে অতুলনীয়, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সে যে কোন পেশা (profession) অবলম্বন করিত, এই চাতুর্য্য ও অধ্যবসায়ের বলে, তাহাতেই বিপুল অর্থ উপার্জন করিতে পারিত। সে কূটনীতি-বিশারদ; মনুষ্যের মনের উপর তাহার প্রভাব-বিস্তারের ক্ষমতা অসাধারণ; তাহার চিন্তাশীলতা এবং ফন্দী-ফিকির উদ্ভাবনের শক্তি অন্তের ধারণাতীত! বিজ্ঞানে তাহার যেক্সপ পারদর্শিতা আছে—কেবল তাহারই সাহায্যে সে জগদ্বিখ্যাত হইতে পারিত। জগতের সর্ব-প্রধান বৈজ্ঞানিকগণের যশোভাতি সে লান করিতে পারিত। এক্সপ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির উদ্ভল

প্রতিভা তুচ্ছ প্রতিহিংসার বশে মানবসমাজের অনিষ্টসাধনে নিয়োজিত হইয়াছে—
ইহা দাক্ষণ কোভের বিষয়; তাহারও পরম ছর্ভাগ্যের বিষয় !

“কিন্তু ‘আমি তোমাকে বলিয়াছি, এই সকল বিশেষত্ব সম্বন্ধেও সে সাধারণ
মানুষ ! সাধারণ লোকের ভ্রম, ক্রটি, দুর্বলতা তাহাতে বর্তমান । মানুষ যতই
অসামান্য প্রতিভার অধিকারী হউক, পাপের পথ অবলম্বন করিলে, ধর্ম ও নীতির
বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলে—তাহার পতন অনিবার্য । সুতরাং পল সাইনস যদি
পদে পদে জয়লাভ করে—তাহা হইলেও শোচনীয় অধঃপতন হইতে কেহই
তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না । যাহুকরেরা ও ভেক্তিওয়ালারা অদ্ভুত কৌশলে
দর্শকগণকে মুগ্ধ করে, তাঁহাদের চাতুর্য্যে অভিভূত হইতে হয় ; কিন্তু তাহাদের
সেই চাতুরীর মর্ম্মভেদ করিতে পারিলে বুঝিতে পারা যায়—তাহা নিতান্ত সাধারণ
ব্যাপার । পল সাইনসের অদ্ভুত চাতুরী সম্বন্ধেও একথা খাটিবে বলিয়াই আমার
বিশ্বাস ।—ও কি, তোমার আবার কি হইল ?”

ইন্স্পেক্টর কুটস পথের দিকে চাহিয়া হঠাৎ সবিস্ময়ে হুকার দেওয়ায় মিঃ
ব্লেক তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । একজন লোকের হাতে হাতকড়ি
দিয়া দুইজন কন্টেবল তাহাকে ভাইন স্ট্রিটের দিকে লইয়া যাইতেছিল—ইহা দেখিয়া
ইন্স্পেক্টর কুটস ঐভাবে হুকার দিয়াছিলেন ।

ইন্স্পেক্টর কুটস মিঃ ব্লেকের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া দ্রুতপদে উক্ত কন্টেবল-
দ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন ; তিনি দেখিলেন, তাহারা যে লোকটিকে গ্রেপ্তার
করিয়া লইয়া যাইতেছিল, সে শীর্ণকায়, ছিপ্-ছিপে; তাহার চক্ষুতারকা কৃষ্ণবর্ণ,
সাপের দৃষ্টির মত খলতাপূর্ণ দৃষ্টি ; তাহার মুখে স্বর্ণা ও স্পঞ্জার ভাব সুপরিস্ফুট ।
কন্টেবলদ্বয় তাহার দুই পাশে থাকিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল ।
ইন্স্পেক্টর কুটস তাহাদের একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “তোমরা
কাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছ বর্গেস ?—উহার অপরাধ কি ?”

কন্টেবলদ্বয়ের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায়—সে মাথা নাড়িয়া বলিল,
লোকটা কে, তাহা আপনাকে বলিতে পারিব না ; চোর বলিয়া উহাকে
গ্রেপ্তার করিয়াছি । ও যখন একজন জহরীর দোকান লুণ্ঠ করিতেছিল—সেই

সময় আমাদের হাতে ধরা পড়িয়াছে। উহার হাড়ে-হাড়ে বজ্রাতি! আমরা উহাকে ধরিবামাত্র ও পিস্তলটা বাগাইয়া ধরিয়া চক্রুর নিমেষে আমার মাথায়

গুলী করিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে গুলী আমার মগজে প্রবেশ না করিয়া টুপি ফুটা করিয়া বাহির হইয়া গেল! কাজেই পৈতৃক প্রাণটা রক্ষা পাইল।—হয় ত সেই গুলীতেই আমার পুলিশের চাকরীর খতম হইত, কিন্তু উহার পিস্তল হইতে গুলী ছুটিবার পূর্বেই আমার বন্ধু জেনার উহার কব্জিতে বেটন দিয়া এমন এক ঘা জাঁতাইয়া দিল যে, পিস্তলটা উহার অসাড় হাত হইতে খসিয়া পড়িল।”

ইন্স্পেক্টর কুটস কয়েদীর মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “কেবল চোর নয়, খুনেও বটে! তোমাকে খুন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল—একথা আমি বিশ্বাস করি। উহার চোখ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়—উহার মাথায় খুন চাপিয়াছে।”

মিঃ ব্লেক কয়েদীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, “হাঁ, খুনেই বটে। উহার মাথায় খুন চাপিয়াছে কি?—নরহত্যাি উহার পেশা; চুরী চামারী উপলক্ষ্য মাত্র। আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি—উহার হাতে যতগুলি আঙ্গুল আছে—তাহা অপেক্ষাও বেশী লোক উহার হাতে অক্কালভ করিয়াছে।—তুমি এক ডজন লোক সাবাড় করিয়াছ—কি বল হে দোস্ত চটপটে হারিস্! কুটস, তুমি অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলে যে?—তুমি কি চটপটে হারিস্কে চেন না? জর্ডন আমেন্স উহারই হস্তে নিহত হইয়াছিল। সে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছিল—ইউনাইটেড্ স্টেটস্ হইতে যে সকল দস্যু তস্কর সাইনসের দলে যোগদান করিতে আসিয়াছে—এই চটপটে হারিস্ তাহাদেরই একদলের সর্দার।—খুব সাফাই হাতে তাড়াতাড়ি মানুষ মারিতে পারে বলিয়াই হারিস্ ‘চটপটে’ খেতাব পাইয়াছে—একথা হারিস্ নিশ্চয়ই অস্বীকার করিবে না।—উহার আর একটা মহৎ গুণও সত্য কথা বলিতে ভয় পায় না। মানুষ মারিতে যেমন দক্ষ, সত্য কথা বলিতেও সেইরকম পটু!—কি বল চটপটে হারিস্?—এখন তোমার কাছে—একটি সত্য কথা

শুনতে চাই; তোমাদের পালের গোদা পল সাইনসের সংবাদ কি? সে কোথায় আছে?”

চটপটে হারিস্ মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া তীব্রদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, যেন র্যাটুল সাপ সম্মুখে শিকার দেখিয়া তাহার্কে গ্রাস করিতে উত্তত হইয়াছে—এইরূপ লোলুপদৃষ্টি!—হুই এক মিনিট সে কথা কহিল না তাহার্কে নীরব দেখিয়া ইন্স্পেক্টর কুটস্ সবেগে তাহার পিঠে ধাক্কা দিয়া বলিলেন, “শীঘ্র উঁহার প্রশ্নের উত্তর দাও।”

হারিস্ বলিল, “কি বলিব—আমার ছুই হাত বাঁধা আছে, আর পা চালাইলেও তোমার মুখ পর্য্যন্ত তুলিতে পারিব না, কাজেই তোমার এ ধাক্কার উত্তর দিতে পারিলাম না। আর তোমার ঐ বন্ধুটির প্রশ্নের কি উত্তর দিতে হইবে তাহা আমার জানা নাই। তোমরা কি মনে করিয়াছ জেরা করিয়া আমার মুখ হইতে তোমাদের মনের মত কথা বাহির করিয়া লইবে? আমি তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই। আমি স্বাধীন লোক, এদেশে কাহারও তাঁবেদারী করিতে আস নাহি; আমার বিরুদ্ধে তোমাদের কোন অভিযোগ থাকিলে আমার বিচার করিবার অধিকারও তোমাদের নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমাকে শীঘ্রই তোমার স্বদেশে প্রেরণ করা হইবে; সেখানে তোমার জন্ত ‘চেয়ার’ (যে চেয়ারে বসাইয়া নরহন্তাকে বিজলী-প্রয়োগে হত্যা করা হয়) অনেক দিন হইতে খালি পড়িয়া আছে। (You’re overdue for the chair.) তুমি পল সাইনসের দলে যোগদান করিয়া অত্যন্ত ভুল করিয়াছ হারিস্! যে সকল দস্যু আজ এই পল্লীর দোকানগুলি লুণ্ঠ করিতে আসিয়াছিল, তাহাদেরই সর্দারী করিবার জন্ত সাইনস্ তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছিল—এরূপ অনুমান করিলে কি অসঙ্গত হইবে হারিস্?”

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া হারিস্ সন্দ্বিষ্টদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর ক্র কুণ্ঠিত করিয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, “তুমি ত সব কথাই

জান! ধাঙ্গা দিয়া কাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছ?—এক শ বার পল সাইনসের কথা বলিতেছ! তাহাকে আমার দলের মোড়ল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছ; কিন্তু সে বেটা কে—তাহা ত একবারও বলিলে না? আমি তাহাকে চিনি না; সাইনস্-টাইনসেরও ধার ধারি না। সাগর পাড়ি দিয়া এদেশে আসিয়াছি বটে, কিন্তু এদেশের কাহাকেও আমার মোড়ল বলিয়া স্বীকার করি না। কাহারও সঙ্গে যোগ দিয়াও এদেশে ব্যবসার-কর্ম করিতেছি না। আমি স্বয়ং স্বাধীন ও প্রধান। এই পাহারাওয়াল ছোটো আমার পকেট মারিবার চেষ্টা করিতেছিল। আমি এক গুলী ঝাড়িয়াছিলাম; কিন্তু দুঃখ এই যে, তাহা ফস্কাইয়া গিয়াছে, নতুবা উহাদের সাধ্য কি আমাকে গ্রেপ্তার করে?”

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স কন্ঠেবলদ্বয়কে বলিলেন, “উহাকে স্কট্‌ল্যান্ড ইয়ার্ডের থানায় লইয়া যাও। সেখানে উহার মুখ হইতে কথা বাহির করিতে পারিবে। আমার বিশ্বাস, অনেক গুপ্ত কথাই উহার জানা আছে, সেই সকল কথা আমাদের শুনা চাই!”

হারিস্ বলিল, “আমার মুখ হইতে কথা বাহির করিতে পারিবে?—বেশ, চেষ্টা করিয়া দেখিও; বিড়ালের লেজ পা দিয়া চাপিয়া ধরিলেই কি তাহাকে বশীভূত করিতে পারা যায়? নিউ ইয়র্কের পুলিশ কথা কহাইবার জন্য নানারকম ফন্দী ফিকির খাটায়, কিন্তু তাহারা কখন আমার মুখ হইতে টুঁ শব্দটিও বাহির করিয়া লইতে পারে নাই।” (but they’ve never got a whisper outa me.)

মিঃ ব্লেক জেবৎ হাসিয়া বলিলেন, “শক্ত ঘানি বটে! কুট্‌স, তুমি যথাসাধ্য চেষ্টাতেও উহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না; তবে আজ সন্ধ্যার পর যে সকল কাণ্ড ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধে সকল কথাই উহার জানা আছে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। ঐ যে তোমাদের দলের বোধ হয় আর একজন কে এই দিকেই আসিতেছেন। পুলিশের গাড়ী ভিন্ন অন্য লোকের গাড়ী এ ধারে আসিতে পাইত না।”

ইন্স্পেক্টর কুটস একখানি দ্রুতগামী কারের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, “ও যে আমাদের বড় সাহেবের কার !—সংবাদ পাইয়া কতী নিজেই তদন্তে বাহির হইয়াছেন।”

মুহূর্ত্তপরে লণ্ডনের প্রধান কমিশনার (the chief commissioner of Metropolitan Police) সার হেনরী ফেরারফক্সের স্ম্যাবান শকট মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীগণের অদূরে আসিয়া থামিল। সার হেনরী তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে বাহির হইয়া পথে নামিলেন। রিজেন্ট ষ্ট্রিটের সর্বস্থান রাশি রাশি ভাঙ্গা কাচে পূর্ণ দেখিয়া তিনি গম্ভীর ভাবে তাঁহার সুদীর্ঘ পাকা দাড়ির নিশান আন্দোলিত করিলেন; তাহার পর ‘মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “মিঃ ব্লেক, আপনি এখানে আসিয়াছেন! ব্যাপার কি বলুন ত? এই বিস্ময়কর অভূত কাণ্ডের কারণ নির্দেশ করা আপনার হয় ত অসাধ্য হইবে না। রিজেন্ট ষ্ট্রিটের অবস্থা দেখিয়া আমার মনে হইতেছিল, লণ্ডনের এই অংশটুকুতেই ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।”

মিঃ ব্লেক সার হেনরীর প্রসারিত কব-পন্নবে ছুই কাঁকুনি দিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “এই পথের ধারের বাড়ীগুলির অবস্থা দেখিয়া ইহা ভূমিকম্পের ফল বলিয়াই মনে হয় বটে, কিন্তু দেশের অত্র সকল স্থান ছাড়িয়া কেবল রিজেন্ট ষ্ট্রিটেই ভূমিকম্প হওয়া সম্ভবপর কি না তাহা আমার অজ্ঞাত; বিশেষতঃ, আমি মুহূর্ত্তের জন্তও ভূমিকম্পের বেগ বুঝিতে পারি নাই। মাটি কাঁপিল না, ঘর বাড়ী ছলিল না, অথচ ভূমিকম্পে এই পথের ধারের সকল বাড়ীর দ্বার জানালার এমন কি, পকেটের ঘড়ির ও চশমার কাচ পর্য্যন্ত ভাঙিল গুঁড়া হইল,—ইহা প্রকৃতির অত্যন্ত বিচিত্র খেয়াল বটে!—যাহা হউক, ইহা ভূমিকম্পের ফল কি না তাহা আপনি অতি সহজেই জানিতে পারিবেন।”

সার হেনরী বলিলেন, “কিঙ্গপে?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনি কিউ মানমন্দিরে (Observatory at Kew gardens.) টেলিফোন করিলেই নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন।—তাহাদের মান-মন্দিরে কম্পবেগ নির্দ্ধারণের যন্ত্র (seismograph.) আছে; যদি হাজার হাজার

মাইলের মধ্যে ভূমিকম্প হয়—তবে কম্পবেগ অতি সামান্য হইলেও, সেই যন্ত্রে ধরা পড়িবে।”

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া সার হেনরী তাঁহার সঙ্গী পুলিশ সুপারিণ্টেন্ডেন্টকে নিম্নস্বরে কি আদেশ করিলে তিনি তাঁহার আদেশে অদূরবর্তী টেলিফোন অফিসের সন্ধানে চলিলেন। সার হেনরী পকেট হইতে একটি চুরুট বাহির করিয়া মুখে গুঁজিলেন, তাহার পর ধূমরাশি উদ্গিরণ করিতে করিতে ইন্স্পেক্টর কুটসের কথাগুলি শুনিতে লাগিলেন।—কুটসের কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার মশালের মত জ্বলন্ত চুরুট কখন যে নিবিয়া গেল তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না।

ইন্স্পেক্টর কুটসের কথা শেষ হইলে সার হেনরী অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “তুমি বলিতেছ পল সাইনস্ আজ সন্ধ্যার পর ম্যাগ্নিফিসেন্ট হোটেলে আসিয়াছিল। যখন এই পথের ও হোটেলের কাঁচের দ্বার-জানালাগুলি ঝাঝঝুম ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, এবং আলোগুলি নিবিয়া গিয়াছিল, সেই সময় সে সুযোগ বুঝিয়া হোটেলে প্রবেশ করিয়াছিল; সুতরাং সে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া ছিল—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু সে এই সুযোগে ম্যাগ্নিফিসেন্ট হোটেলে অবাধে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল এবং পলায়নেও সমর্থ হইয়াছিল বলিয়া এই দুর্ঘটনার জন্য তাহাকেই দায়ী করা কি সম্ভব হইবে মিঃ ব্লেক! —আপনার কিরূপ ধারণা?”

মিঃ ব্লেক মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “আপনি আমাকে অতি কঠিন প্রশ্ন করিয়াছেন সার হেনরী!—এই আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য পল সাইনস্কে দায়ী করা সম্ভব মনে হয় না বটে, কিন্তু সাইনসের মত চতুর লোককে এই সুযোগ গ্রহণ করিতে দেখিয়া স্বতঃই মনে হয়—এই ব্যাপারের সহিত তাহার সংশ্লিষ্ট থাকা অসম্ভব নহে। (we must allow for the impossible.) তবে একজন লোকের চেষ্টায় বা কোশলে রিজেন্ট স্ট্রীটের সকল বাড়ীর এবং গাড়ীর ও ঘড়ির বিলকুল কাচ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইতে পারে, বা কয়েক মিনিটের মধ্যে এক্রপ ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইতে পারে—একথা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকও স্বীকার করিতে সম্মত হইবেন কি না জানি না।”

সার হেনরী মাথা নাড়িয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব! এই কার্য যদি সেই নরপিশাচের সাধ্য হইত, তাহা হইলে ত সে মস্তবলে আমাদের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বাড়ীখানাও উড়াইয়া টেম্‌সের গর্ভে নিক্ষেপ করিতে পারিত। আমরা সদলে ডুবিয়া মরিতাম; স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চিহ্নমাত্র থাকিত না। এতবড় ভয়ানক কাণ্ড তাহারই চেষ্টার ফল—একথা স্বীকার করিলে, স্বীকার করিতে হইবে সাধারণ মানুষের যে শক্তি নাই—সেই শক্তি সে আয়ত্ত করিয়াছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি আপনাকে তাহা স্বীকার করিতে বলিতেছি না, কিন্তু আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি—তাহা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই!”

সার হেনরী বলিলেন, “কি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি যে, সে বাড়ীগুলার কাচের দ্বার জানালার দিকে চাহিয়া হাত নাড়িয়া বিড়-বিড় করিয়া মস্ত বলিতেছে, আর সেগুলি ঝুপ্-ঝাপ্ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে?—আপনি প্রাচ্যদেশের ভূভূড়ের চেলাগুলার মত মস্ততত্ত্ব বিশ্বাস করেন কি?”

মিঃ ব্লেক সার হেনরীর বিজ্ঞপে মৰ্ম্মাহত হইয়া ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “আমরা কি প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা না শুনিয়াই ঐরূপ অনুমান করিতেছেন কেন? আমরা এইমাত্র জানি—হাঁ, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে, যখন ঐসকল অদ্ভুত-ব্যাপার সংঘটিত হইতেছিল—সে সময় পল সাইনস্ হোটেলের নিকটেই ছিল। চারি দিকের ঘর বাড়ীর কাচের দরজা জানালা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, ম্যাগনিফিসেন্ট হোটেলের দীপগুলি নিবিয়া হোটেল অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল, এবং হোটеле উপস্থিত সকল নরনারী চোরের অত্যাচারে প্রাণভয়ে আতঁনান্ন করিতেছিল, লুণ্ঠনেরও বিরাম ছিল না,—ঠিক সেই সময় পল সাইনস্ নিব্বিস্ হোটেল প্রবেশ করিয়াছিল, এবং অঙ্গীকার পালন করিয়া সকলের অজ্ঞাত-সারেই পলায়ন করিয়াছিল। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহকক্ষে যে সকল দস্যু লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়াছিল—তাহারা সকলেই সাইনসের দলভুক্ত দস্যু—এ কথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। পুলিশ সেই সকল দস্যুর একজন সর্দারকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। সে সাইনসেরই অনুচর—এ সংবাদও আমার অজ্ঞাত নহে! হাঁ,

সাইনসের অনুচরেরাই সহস্র সহস্র পাউণ্ডের হীরকালঙ্কার লুণ্ঠন করিয়াছে। যে ব্যাপার আপনি আকস্মিক ভূমিকম্পের ফল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহাতে বহু লোক সর্বস্বাস্ত হইলেও সাইনসই সকল দিক দিয়া লাভবান হইয়াছে।”

সার হেনরী বলিলেন, “যেহেতু সাইনস হাজার হাজার পাউণ্ড মূল্যের হীরা জহরত আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছে—এই জ্ঞাত্য সে স্বয়ং এই বিভ্রাটের সৃষ্টিকর্তা—এ যুক্তি আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। সাইনস সাধারণ মানুষমাত্র; পরমেশ্বর তাহাকে অলৌকিক শক্তি দান করিয়াছেন—ইহা কে বিশ্বাস করিবে? এই বিভ্রাটের জ্ঞাত্য আমি পল সাইনসকে দায়ী করিতে পারি না। সাইনসের চেষ্টায় এই অদ্ভুত কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে—এই ভুল ধারণা এদেশের জন সাধারণের মস্তিষ্কে স্থান পাইলে—তাহার ফল কিরূপ শোচনীয় হইবে—তাহা চিন্তা করিয়াছেন কি? পল সাইনস এত দিনেও ধরা পড়িল না; স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড তাহাকে বিচারালয়ে প্রেরণ করিতে পারিল না।—এজ্ঞাত্য জনসাধারণের মনে ছশ্চিন্তা, অসন্তোষ ও ভয় প্রতিদিন কিরূপ প্রবল হইয়া উঠিতেছে—তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন কি?—তাহার পর কাল প্রত্যুষে দেশের সর্বত্র টেলিগ্রামে প্রচারিত হইবে—প্রত্যেক সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হইবে—গত কল্যা রাত্রে ‘ম্যাগ্নিফিসেন্ট’ হোটেলের প্রত্যেক দ্বারে সশস্ত্র পুলিশ-প্রহরী নিযুক্ত থাকিলেও, পল সাইনস পূর্বে সংবাদ পাঠাইয়াই অবাধে সেই হোটেলে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং যে হোটেলের ভোজন-কক্ষে বসিয়া স্কটল্যান্ড ষ্টার্ডের একজন বহুদর্শী ও চতুর ডিটেক্টিভ ইন্স্পেক্টর পরমানন্দে পান ভোজন করিতেছিলেন, সেই কক্ষেই সে উপস্থিত হইয়া স্বচ্ছন্দে তাঁহার ভোজনপটুতা নিরীক্ষণ করিয়াছিল; তাহার পর নির্ঝিল্লি হোটেল হইতে অদৃশ্য হইয়াছিল! পুলিশ তাহার একগাছি কেশও স্পর্শ করিতে পারে নাই।—এই সংবাদ প্রকাশিত হইলে আমাদের কর্তব্যানুরাগ ও কার্য্যদক্ষতা সম্বন্ধে জন-সাধারণের কিরূপ অভভেদী ধারণা হইবে—তাহা ইন্স্পেক্টর কুটস ও আপনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন; এবং এইরূপ যোগ্যতার পরিচয় দিয়া আপনাদের হৃদয়ও যে আত্মপ্রসাদে অত্যন্ত স্ফীত হইয়াছে—অনুমান করাও আমার পক্ষে বোধ হয় অসম্ভব হইবে না।”

সার হেনরীর কথা শুনিয়া ইন্স্পেক্টর কুট্‌সের মনে হইল—যদি তিনি এ সকল কথা না বলিয়া পায়ের বুট ছুতা খুলিয়া তাঁহাকে দুই চারি বা উপহার দান করিতেন, তাহা হইলে সেই আঘাত এতদূর কঠিন হইত না। কুট্‌সের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল; তিনি সার হেনরীর মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না, অবনত মস্তকে কুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, “হাঁ, পল সাইনস্ আমা-দিগকে সংবাদ দিয়াই ম্যাগ্নিফিসেন্ট হোটেলে আসিয়াছিল বটে, আমরা তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্ত চেষ্টা যত্নেরও ক্রটি করি নাই; কিন্তু আমাদের ছুৰ্ভাগ্যক্রমে আলোগুলি সমস্তই একসঙ্গে নিবিয়া গিয়াছিল। যদি সে আলো-কিত কক্ষে উপস্থিত হইবার সাহস করিত—তাহা হইলে তাহার ফল এতদূর শোচনীয় হইত না।”

সার হেনরী হাসিয়া বলিলেন, “অর্থাৎ বাঘ খাঁচায় প্রবেশ করিয়াছে—ইহা দেখিতে পাইলে তোমরা তাহাকে ধরিয়া আনিতে!—কিন্তু সে আসিয়াছিল—ইহা জানিতে পারিয়াও তোমরা তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পার নাই; বরং তাহার পিস্তলের গুলী হইতে সুকোশলে প্রাণরক্ষা করিয়াছ!—যদি আলো-গুলি না নিবিত, তাহা হইলেও সে ম্যাগ্নিফিসেন্টে প্রবেশ করিত—তাহাকে ততদূর নির্বোধ বা ক্ষিপ্ত মনে করা সম্ভব কি? তাহার সৌভাগ্য-বশতঃই আলোগুলি একসঙ্গে নিবিয়া গিয়াছিল; সম্ভবতঃ সে জানিতে পারিয়াছিল—আলোগুলি নিশ্চয়ই নিবিবে, সুতরাং সেই অন্ধকারের সুযোগে সে নিরাপদ হইবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু সুইচ বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া দেওয়া হয় নাই, বা বিজলি-প্রবাহেরও কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। (nor did the power fail.) বিজলি-বাতির ফাটুসগুলি (bulbs) অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ ঝুপ-ঝাপ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ায় হোটেলের আলোগুলি একসঙ্গে নিবিয়া গিয়াছিল। এ ব্যবস্থা কি পূৰ্বে-কল্পিত?” (pre-arranged?)

সার হেনরী ফেয়ারফক্স যে কর্মচারীকে টেলিফোন করিতে পাঠাইয়াছিলেন, তিনি স্কটলণ্ডে ইয়ার্ডের বহুদর্শী প্রবীণ সুপারিন্টেন্ডেন্ট কাউলি। এই সময় তিনি

সার হেনরীর নিকট প্রত্যাগমন করিয়া যে সংবাদ দিলেন—তাহাতে ভূমিকম্পের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার চেষ্টা বিফল হইল।

সুপারিংটেন্ডেন্ট কাউলি বলিলেন, “কিউ মানমন্দিরের আচার্য্য ডেভিসের নিকট টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, ভূকম্পনের বেগ-নির্দ্ধারক যন্ত্র (seismograph) হাজার হাজার মাইলের মধ্যে ভূকম্পনের বিন্দুমাত্র বেগ লক্ষিত হয় নাই। রিজেন্ট স্ট্রীটের বাড়ীঘরগুলির কাচের দ্বার জানালা ভূমিকম্পেই চূর্ণ হইয়াছে—আমায় মুখে একথা শুনিয়া তিনি আনাকে পাঁগল বলিয়া উপহাস করিলেন।”

• •

সার হেনরী বলিলেন, “উপহাস ত করিলেন, কিন্তু কিরূপ প্রাকৃতিক বৈলক্ষ্যের ফলে এক্সপ অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল, তাহার কোন কারণ কি তিনি নির্দেশ করিতে পারিয়াছেন?”

কাউলি বলিলেন, “তিনি ভূমিকম্পের মতই হৃৎকম্পের ভাষায় কি কতকগুলি কথা বলিলেন তাহা বুঝিবার মত বিজ্ঞা বুদ্ধি আমার নাই—আমার পুলিশের চাকরীই তাহার প্রমাণ!—ভূগর্ভস্থ স্তর, ভূস্তরের বিশ্লেষণ, ভূ-পঞ্জরের প্রাকৃতিক সংস্থান প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ তিনি এভাবে উচ্চারণ করিলেন যে, আমার মনে হইল—তিনি টেলিফোনের রিসিভারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কতকগুলি কাঁকর চিবাইলেন!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তিনি দিবারাত্রি কাঁকর চিবাইলেও মানুষের হাতের মদের ম্যাস বা বোতল ওভাবে ভাঙিতে পারে না। আমার বিশ্বাস, মান-মন্দিরের কোন পণ্ডিত এই রহস্য ভেদ করিতে পারিবে না; পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ ইহার কারণ নির্ণয় করিতেও পারেন—স্মরণ্য তাঁহাদেরই সহিত পরামর্শ করা উচিত।”

সার হেনরী ফেয়ারফক্স বলিলেন, “স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডই এই রহস্য ভেদ করিতে পারিবে। আমাদের মান সম্ভ্রম বজায় রাখা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। (our reputation is at stake.) পল সাইনসের সহিত এই ব্যাপারের কোন সংশ্রব থাক না থাক—চক্ষিণ ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতেই হইবে।

কাউলি, আমাদের প্রত্যেক লোককে এই কার্যে নিযুক্ত কর। যে সকল কর্মচারী ছুটি লইয়াছে—তাহাদিগকে শীঘ্র ফিরাইয়া আনিতে হইবে।—মিঃ ব্লেক, আপনিও আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। আপনার সঙ্গে আমার অনেক পরামর্শ আছে। কাল বেলা এগারটার সময় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে আমার আফিসে বহুদর্শী ও সুদক্ষ ডিটেক্টিভ কর্মচারীদের একত্র সম্মিলনে যে পরামর্শ-সভা বসিবে, আপনি দয়া করিয়া তাহাতে যোগদান করিবেন।—ইন্স্পেক্টর কুটস, তুমি এখন আমার সঙ্গেই চল।”

পুলিশ কমিশনার সার হেনরী ফেয়ারফক্স ইন্স্পেক্টর কুটসকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। মিঃ ব্লেক স্বিথকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে অক্সফোর্ড সার্কাসের দিকে চলিলেন। তাঁহারা প্রতিপদক্ষেপে রাশি রাশি ভাঙ্গা কাচের স্তুপে বাধা পাইতে লাগিলেন। পথের দুই ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্বার ও জানালার কাচ ভাঙ্গিয়া পড়ায় দস্যাদল সেই সুযোগে দোকান লুণ্ঠন করিয়াছিল ; দোকানদারেরা ভাঙ্গা দ্বার জানালা মেরামতের জন্য বহুসংখ্যক মিস্ত্রী নিযুক্ত করায়, তাহারা দলবদ্ধ ভাবে সেখানে কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। পুলিশের প্রহরীরা পথের চারি দিকে ঘুরিয়া সতর্কভাবে পাহারা দিতেছিল বটে, কিন্তু তাহারা যেখানে উপস্থিত হইবার পূর্বেই বহু দোকানদারের দোকান হইতে অনেক মূল্যবান দ্রব্য লুণ্ঠিত হইয়াছিল।

স্বিথ চলিতে চলিতে মিঃ ব্লেককে বলিল, “কর্ত্তী, আজ রাত্রে এই পথে যে মর্শ্শভেদী দৃশ্য দেখিলাম, জীবনে তাহা বিস্মৃত হইব না। লগুনে এত দিন বাস করিয়াও ভূমিকম্পের দৃশ্য দেখিবার সুযোগ পাই নাই ; কিন্তু আজ এই পথে আসিয়া তাহার কতকটা আভাস পাইলাম। তথাপি ঐদিকে চাহিয়া দেখুন কর্ত্তী, রিজেন্ট স্ট্রীটের ওধারে অক্সফোর্ড স্ট্রীটের দুই পাশের একখানি বাড়ীরও দ্বার জানালার কাচ ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই ! ভূমিকম্পটা এই পথেই হইয়াছে, অন্ত দিকে হয় নাই।”

মিঃ ব্লেক অক্সফোর্ড স্ট্রীটের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “হাঁ, ওদিকটা ভালই আছে ; কেবল এই রিজেন্ট স্ট্রীটের ঘর বাড়ীগুলিই জখম হইয়াছে।—

এই জন্তই ত এরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ স্থির করিতে পারিতেছি না। একটা কথা জানা দরকার; ম্যালকম বার্টন সাইনসের নিকট হইতে আর কোন চিঠি পত্র পাইয়াছে কি না—তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।”

কিছু দূরে টেলিফোনের ঘর ছিল। মিঃ ব্লেক সেখানে গিয়া মিঃ বার্টনকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; তিনি যে উত্তর পাইলেন তাহা শুনিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলেন, এবং পথে আসিয়া স্থিথকে বলিলেন, “বার্টন কোন রকম অসুবিধায় পড়ে নাই শুনিলাম। সে বন্ধুগণের সঙ্গে ‘ব্রিজ্’ খেলিতেছে। সাইনস্ তাহাকে আর কোন চিঠি পত্র পাঠায় নাই। সাইনস্ বোধ হয় আর তাহাকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিবে না।”

মিঃ ব্লেক অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট দিয়া একখানি খালি ট্যাক্সি বাইতে দেখিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলেন; তিনি ও স্থিথ সেই গাড়ীতে বেকার ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলেন। সেই দিন তাঁহার উপবেশন-কক্ষের যে জানালার শার্শি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহা তখনও মেরামত না হওয়ায় তিনি অভ্যস্ত অসুবিধা বোধ করিতে লাগিলেন; কাচের মিস্ত্রীকে পরদিন প্রভাতেই আনাইবার জন্ত স্থিথকে তাগিদ দিয়া তিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার হাতের যে সকল কাজ অসম্পন্ন ছিল—তাহা আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার আরও কার্য্যে মনঃ-সংযোগ করিতে পারিলেন না। ম্যাগ্নিফিসেন্ট হোটেলের সেই ভয়াবহ দৃশ্য, রিজেন্ট ষ্ট্রীটের উভয় পার্শ্বস্থ অট্টালিকাগুলির শোচনীয় অবস্থা পুনঃ পুনঃ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। লণ্ডনের অল্প কোন অংশের ঘর বাড়ীর একখানি কাচও ভাঙ্গিল না, অথচ রিজেন্ট ষ্ট্রীটে এরূপ ভয়াবহ ব্যাপার কি কারণে সংঘটিত হইল—তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রমাগত এই সকল কথাই চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন প্রকারেই রহস্য-ভেদ করিতে পারিলেন না; তবে পল সাইনস্—প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক আর পরোক্ষ ভাবেই হউক, এই বিল্ডারের জন্ত দায়ী, (directly or indirectly responsible.) এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন। পল সাইনস্ কি উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে ম্যাগ্নিফিসেন্ট হোটеле নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিল, তাহা তিনি প্রথমে

বুঝিতে পারেন নাই ; কিন্তু সে হোটেলে উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত দেখা করিবার পর তিনি কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন । তিনি ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, অর্থাভাবের জন্তই সে তাহার অনুচরবর্গকে রিজেন্ট ষ্ট্রীটের বিভিন্ন দোকান, রেস্টুরাঁ, হোটেল প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়া হীরকরত্নাদি সংগ্রহ করিতে পাঠাইয়াছিল, এবং এই কার্য্য তাহারা নিৰ্ব্বিঘ্নে শেষ করিতে পারে—এই উদ্দেশ্যেই সে ঐ সকল অট্টালিকার কাচের দ্রব্যাদি চূর্ণ করিবার ও আলোগুলি নিবাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল ।

কিন্তু এই ব্যাপারের সহিত ম্যাল্কম বাটনকে পত্রযোগে ভয় প্রদর্শনের কি সংশ্বেদ, তাহা তিনি বিস্তর মাথা ঘামাইয়াও স্থির করিতে পারিলেন না । প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় সাইনস্ তাহার অনুচরবর্গ দ্বারা বিভিন্ন দোকান, হোটেল ও রেস্টুরাঁ হইতে তাহা সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছিল ; কিন্তু সে ম্যাল্কম বাটনের নিকট ক্ষতিপূরণের জন্ত যে টাকার দাবী করিয়াছিল—তাহার পরিমাণ বদ্ধিত হইয়া এক লক্ষ আশী হাজার পাউণ্ডে উঠিয়াছিল । এই বিপুল অর্থ সংগ্রহের জন্ত সাইনস্ কোন পন্থা অবলম্বন করিবে ? ম্যাল্কম বাটন স্বয়ং এই অর্থরাশি প্রদানে অসমর্থ হইলে, সাইনস্ সমস্ত টাকা ষ্টেড্‌ফাষ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর তহবিল হইতে আদায় করিবে—পত্র এ আভাসও জানাইয়াছিল ; কিন্তু ইন্সিওরেন্স অফিস ব্যাধ নহে, সেখানে যে টাকা সঞ্চিত থাকে—তাহার পরিমাণ অধিক নহে ।—এ অবস্থায় কি কোশলে সে ষ্টেড্‌ফাষ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর নিকট সমস্ত টাকা আদায় করিবে, ম্যাল্কম বাটনকেই বা কি কোশলে বিপন্ন করিবে—এ সকল সমস্তার মীমাংসা করা মিং ব্রেকের অসাধ্য হইল ।

মিং ব্রেক রাজি বারটার পর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন ; কিন্তু শয়ন করিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারিলেন না । তিনি জানিতেন ঐলক্ষ্যালিকেরা মায়া-দণ্ড উত্তত করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অনেক অদ্ভুত বিন্ময়কর কার্য্য সংসাধন করিয়া থাকে । কিছু দিন পূর্বে তিনি পিশাচ ডাক্তার সাটরাকে ‘মুখোসধারী বাহুর’রূপে যে সকল বিচিত্র ও লোমহর্ষণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে

দেখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্বরণ হইল। পল সাইনস্‌ও কি ডাক্তার সাটিরার জাদু বাছকর?—সে কি কোন ঐলজালিক দণ্ড (a magician who could wave a wand) আন্দোলিত করিয়া রিজেন্ট স্ট্রিটের প্রত্যেক দোকানের কাচের দ্বার জানালাগুলি বিশ্বস্ত ও চূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছে? কোন ঐলজালিকের এক্সপ অদ্ভুত শক্তি আছে—ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন বর্তমান যুগে পল সাইনসের অপেক্ষা অধিকতর চতুর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সাহসী অপরাধী কেহই নাই। পুলিশের কর্তৃপক্ষ তাহার দৌরাণ্ডো অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন, এবং সে বুদ্ধি-কৌশলে প্রত্যেকব্যয় এক্সপ এক একটি চাল চালিতেছে, যাহার মন্থভেদ করিতে না পারিয়া তাঁহার দারুণ হুশ্চিন্তায় কাঁলাপন করিতেছেন।

মিঃ ব্রেক রাত্রি-শেষে নিদ্রিত হইলেন, এ জন্ত অন্ত্যান্ত দিন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিলম্বে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিতেই টেবিলের উপর কয়েকখানি প্রাভাতিক দৈনিক-পত্র দেখিতে পাইলেন। পূর্ব-রাত্রে রিজেন্ট স্ট্রিটে যে অদ্ভুত কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল তাহার লোমাঞ্চকর বিবরণ প্রত্যেক সংবাদ-পত্রেই প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং প্রত্যেকেই সেই বর্ণনা, প্রতিঘন্টী সংবাদ-পত্রগুলির বিবরণ অপেক্ষা অধিকতর চিত্তাকর্ষক করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। (outvied one another in their sensational descriptions.) যে সকল দোকানের দ্বার জানালার কাচগুলি চূর্ণ হইয়া খসিয়া পড়িয়াছিল, অধিকাংশ সংবাদ-পত্রে সেই সকল ভগ্নদ্বার ঘরের চিত্রও প্রকাশিত হইয়াছিল। এতস্তিন্ন পুলিশ জনসাধারণের গমনাগমন রহিত করিবার জন্ত রিজেন্ট স্ট্রিটের দুই মুড়ায় যে বেড়া দিয়াছিল, (the barriers that the police had erected.) তাহারও চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। একখানি সংবাদ-পত্রে এ সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল যে, লণ্ডনের পূর্বপল্লী (East End) হইতে সহস্র সহস্র গুণ্ডা (thousands of hooligans) সেই সকল ভাঙ্গা জানালা দিয়া দোকানে দোকানে লুণ্ঠপাট করিবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমপল্লী অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল।

একখানি সংবাদ-পত্রে মোটা অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল,—

“প্রসিদ্ধ রেস্টুরা দস্যাদল কর্তৃক লুণ্ঠিত !”

“মহিলা-কণ্ঠ হইতে বহু রত্নহার অপহৃত !”

“পল সাইনস্ সশস্ত্রী হোটেলের আবিষ্কৃত !”

মিঃ ব্লেক এই সকল সংবাদ পাঠ করিতে করিতে প্রাতঃভোজন শেষ করিলেন। তাহার পর তিনি উঠিয়া ম্যাল্‌কম বার্টনকে দুই একটি কথা বলিবার জন্ত টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইলেন। মিঃ বার্টন তত সকালে আফিসে যাত্রা করেন নাই বুঝিয়া তিনি তাঁহার বাড়ীতেই টেলিফোন করিলেন; কিন্তু তিনি মিঃ বার্টনের সাড়া পাইলেন না। কয়েক মিনিট ধরিয়া ডাকাডাকি করিবার পর বার্টনের একজন ভৃত্য তাঁহাকে জানাইল—মিঃ বার্টন কোন জরুরী কাজের জন্ত অতি প্রত্যুষেই আফিসে চলিয়া গিয়াছেন। এই সংবাদে মিঃ ব্লেকের হুশিঙ্গা বর্ধিত হইল। তাঁহার আশঙ্কা হইল—পল সাইনস্ তাঁহাকে কোন নূতন ভয় প্রদর্শন করায়, অথবা কোন বিপদের সম্ভাবনা অপরিহার্য্য বুঝিয়া মিঃ বার্টনকে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই আফিসে যাইতে হইয়াছিল।

মিসেস্ বার্ডেল গরম জল লইয়া আসিল; মিঃ ব্লেক কামাইতে বসিবেন, সেই সময় কাচের মিজী তাঁহার উপবেশন-কক্ষের ভাঙ্গা জানালা মেরামত করিতে আসিল। মিঃ ব্লেক তাহাকে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া কামাইতে বসিলেন। তিনি কামাইয়া পোষাক পরিতে পরিতে দেখিলেন—মিজী জানালার শাশিতে নূতন কাচ বসাইয়া তাহার যত্নপাতি ব্যাগে পুরিতেছে। মিজী তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া বলিল, “দেখুন কর্ত্তা, আপনার জানালা নিখুঁত ভাবে মেরামত করিয়া দিয়াছি। আজ সারাদিনের মধ্যে এক মিনিটও অবসর পাইব না। এখান হইতে আমাকে রিজেন্ট স্ট্রীটে যাইতে হইবে। পিকাডেলির হোটেলের বিস্তর কাজ পড়িয়া আছে। শুনিয়াছি সেখানকার কাচের জানালাগুলি সমস্তই ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গিয়াছে; তা ছাড়া—”

হঠাৎ কাচ ভাঙ্গিয়া পড়িবার বন্-বন্ শব্দ শুনিয়া মিস্ত্রীর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল ; কারণ মিঃ ব্লেকের সেই কক্ষের যে ভাঙ্গা জানালা সে মেরামত করিয়াছিল—সেই জানালারই কাচগুলি পূর্ববৎ শতখণ্ডে ভাঙ্গিয়া পড়িল !

মুহূর্ত্তপরে দূরগত মেঘগর্জনের স্থায় শূন্যস্তীর শব্দ, বেকার ষ্ট্রীটের দিক হইতে কাচ ভাঙ্গিয়া পড়িবার খন্-খন্ বন্-বন্ শব্দ ও তাহার প্রতিধ্বনি মিস্ত্রীর কর্ণগোচর হইল। তাহার পর বহু লোকের আশ্চর্যনাদ ও কলরোল মিশ্রিত হইয়া তাহার কর্ণ বধির করিয়া তুলিল।

মিঃ ব্লেক স্তম্ভিত হৃদয়ে ও রুদ্ধনিশ্বাসে দাঁড়াইয়া যে দৃশ্য নিরীক্ষণ করিলেন তাহাতে তাঁহার বক্ষের শোণিতরাশি যেন মুহূর্ত্তে ঝরফের মত জমিয়া গেল ! তাঁহার বাসগৃহের প্রত্যেক জানালা চূর্ণ হইয়া ধূলায় পরিণত হইল। (every window in the house had been shivered to atoms.) তাঁহার মাথার উপর যে বিজলি-বাতির ফানুস ছিল, তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যে বোমার মত শব্দ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং সেই কক্ষের অগ্নিকুণ্ডের উর্দ্ধে যে প্রকাণ্ড আয়নাখানি ঝুলিতেছিল—তাহা কাঁকড়-কাটা হইয়া ফাটিয়া অগ্নিকুণ্ডের লোহবেষ্টনীর ভিতর ছড়মুড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল !

হঠাৎ সিঁড়ির অস্ত্র প্রাপ্ত হইতে মিসেস্ বার্ডেলের আতঙ্কবিহ্বল আশ্চর্যনাদ শুনিয়া মিঃ ব্লেক বারান্দার দিকে অগ্রসর হইতেই, তাঁহার লেবরেটরির শিশি বোতলগুলি এক সঙ্গে ভীষণ বেগে বিস্ফুরিত হইল, এবং নানাপ্রকার আরোকের মিশ্রগন্ধ বায়ুস্তরের সহিত মিশ্রিত হইয়া শ্বাসরোধের উপক্রম করিল।

লেবরেটরি হইতে কামানগর্জনের স্থায় গম্ভীর ধ্বনি উথিত হওয়ায়, মিঃ ব্লেক স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই সময় স্মৃথ হই চক্ষু কপালে তুলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল ; তাহার মুখ মূতের মুখের স্থায় বিবর্ণ ! কাচের মিস্ত্রীটা সেই কক্ষে তখনও দাঁড়াইয়া ছিল,—সে সেই ভাঙ্গা জানালা দিয়া পথের দিকে চাহিল, এবং সেই দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া বলিল, “দেখুন, দেখুন, ঐ পথের ধারের বাড়ীগুলো বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে ! বোধ হয় পৃথিবীর আসন্ন কাল উপস্থিত !”

সপ্তম লহর

সাইনসের দাবী আরও বাড়িল

মিঃ ব্লেক কাচের মিস্ত্রীর কথা শুনিয়া মুহূর্তকাল স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রছিলেন, তাহার পর দ্রুতপদে পথ-সন্নিহিত বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন আকাশ হইতে শিলাবৃষ্টির স্রায় অশ্রাস্ত ধারায় কাচ বধিত হইতেছে! চতুর্দিকে ভাঙ্গা কাচ বর্ষণের ঝম্-ঝম্ শব্দ আর তাহার সঙ্গে অসংখ্য নরনারী-কণ্ঠনিঃসৃত তুমুল আর্তনাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। সত্যই যেন প্রলয়-কাল সমুপস্থিত! প্রশস্ত রাজপথ ভাঙ্গা কাচে আচ্ছন্ন হইয়া অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছিল। সেই ভাঙ্গা কাচের উপর দিয়া নরনারীবর্গ ভীষণ আর্তনাদ করিতে করিতে চারি দিকে ছুটাছুটি করিতেছিল। ট্যাক্সি, ব'স, লরী প্রভৃতি যানের গমনাগমন বন্ধ হইয়াছিল; পথের কোন দিকে একখানিও গাড়ী চলিতেছিল না। একজন পুলিশম্যান পথিমধ্যে হতভম্ব ভাবে দাঁড়াইয়া পুনঃ পুনঃ হইহুঁস্বনি করিতেছিল।

কয়েক বৎসর পূর্বে মহাযুদ্ধের সময় এক দিন জার্মানরা গগনমার্গ হইতে লগুনে বোমা নিক্ষেপ করিতে আসিয়া গগনবিহারী জেপেলিনের সাহায্যে যে ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত করিয়াছিল, সেই শোচনীয় দৃশ্য এই দীর্ঘ কাল পরে যেন নূতন করিয়া মিঃ ব্লেকের নয়ন-গোচর হইল। ইহা যেন বর্বর হুণের সেই নিষ্ঠুরা-চরণের পুনরাবৃত্তি! পূর্বরাত্রে তিনি রিজেন্ট স্ট্রীটে যে দৃশ্য সন্দর্শনে আতঙ্কে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন, বেকার স্ট্রীটের এক প্রান্ত হইতে অল্প প্রান্ত পর্য্যন্ত যেন সেইরূপ দৃশ্যেরই অবতারণা হইয়াছে!

মিঃ ব্লেক পথ-সন্নিহিত শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, প্রত্যেক দোতালা, তিনতলা, চারিতলা অট্টালিকার দ্বার ও জানালাগুলি একাঙ একাঙ কাচের চাদরে, নানা বর্ণের শাশিতে আবৃত ছিল; কিন্তু সেই সকল দ্বার

জানালায় একখানি কাঁচও তিনি দেখিতে পাইলেন না ; সমস্ত কাচ ভাঙিয়া থণ্ড থণ্ড হইয়া ঘরের রকে বা পণে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এমন কি, ঘড়ির ডালার উপর রাখিয়া ডালা মেরামত করা যাইতে পারে, এরূপ আকারের এক টুকরা কাঁচও (a piece of glass big enough to repair the face of a clock) তিনি কোন দিকে দেখিতে পাইলেন না।

মিঃ ব্লেক পথের দিকে চাহিয়া কিছু দূরে কয়েক খানি ‘ওম্নিব’স’ দেখিতে পাইলেন ; তাহাদের কোনখানির জানালায় কাঁচ ছিল না। অল্প দিকে তিন চারি-খানি ট্যাক্সি ও মোটর-গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদেরও সেইরূপ ছরবস্থা ! পথের ভাঙ্গা কাঁচের স্তুপের উপর সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হওয়ায়, ‘সেগুলি হীরকখণ্ডের মত ঝক্-ঝক্ করিতেছিল। পথের ধারে যে সকল আলোক-স্তুপ ছিল, তাহাদের মস্তকস্থিত লণ্ঠনগুলি চূর্ণ হইয়া স্তম্ভের নীচে সঞ্চিত হইয়াছিল। তাহাদের ধাতু-নির্ম্মিত ফ্রেমগুলি আলোক-স্তুপের মস্তকে বসিয়া নিজের রিক্ততায় যেন লজ্জায় মুখব্যাদান করিতেছিল।

বেকার স্ট্রীটের কিছু দূরে এজঅয়ার রোড। সেই দিক হইতেও খন্-খন্ ঝন্-ঝন্ শব্দ উথিত হইতেছিল ; কিন্তু কয়েক মিনিট পরে সেই শব্দ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিল। যেন প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত্তে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দোকানের কাঁচের দ্বার-জানালাগুলি আচর্ষিতে চূর্ণ হইবার পর সমগ্র প্রকৃতি নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিয়া-ছিল ; কিন্তু নরনারী বর্গের আর্তনাদ তখনও নিবৃত্ত হইল না।

শ্মিথ মিঃ ব্লেকের পাশে দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিল। সে ভয়ান্ত স্বরে বলিল, “কর্ত্তী, এ সকল কি ব্যাপার ? কাল রাত্রে ম্যাগ্নিফিসেন্ট হোটেল এবং রিজেন্ট স্ট্রীটে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। ইহা ভৌতিক কাণ্ডের মত অদ্ভুত, অস্বাভাবিক ! এই সকল কাণ্ড দেখিয়া কি কেহ বিচলিত না হইয়া স্থির থাকিতে পারে ? বেকার স্ট্রীটের ছই ধারে যে সকল ঘর বাড়ী দোকান আছে, তাহাদের কোন দ্বার জানালায় কাঁচের চিকু মাত্র নাই ! বেকার স্ট্রীটের নিকটে যে সকল রাস্তা আছে সেই সকল রাস্তার ধারের সমুদয় বাড়ীর অবস্থাও এই রূপ হইয়াছে। আপনার লেবরেটরীতে সে সকল শিশি বোতল ও অন্যান্য কাঁচের জিনিস ছিল

সে সমস্তই ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। আপনার ঔষধ-পত্রাদির চিক্কা-
মাত্র নাই।”

মিঃ ব্লেকের মুখ স্নান হইয়া শুকাইয়া গেল; তাঁহার চক্ষু ভয়ে বিষ্ময়ে ও নিরাশায়
নিম্গত হইল। তাঁহার বাহুজ্ঞান যেন বিলুপ্ত হইয়া আসিল। তিনি যে
সকল দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলেন, স্বচক্ষে না দেখিলে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেন
না, এবং স্বচক্ষে দেখিয়াও তাহার কারণ স্থির করিতে পারিলেন না। যেন কোন
অদৃশ্য বিরাট হাতুড়ীর আঘাতে (as with blows of a mighty invisible
hammer) পথের দুই ধারের সমুদয় অট্টালিকার দ্বার জানালা হইতে কাচ-
নির্ম্মিত আবরণগুলি সৰ্ব্বলই এক সময়ে চূর্ণ হইয়া ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইল! কে বা
কাহারো কিরূপ শক্তির সাহায্যে এই অদ্ভুত কার্য্য সংসাধিত করিল তাহা নির্ণয়
করা মানব-বুদ্ধির অসাধ্য বলিয়াই মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল। তিনি বিভিন্ন স্থানে
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করিলেন; কিন্তু এক্রপ অসম্ভব কাণ্ড
কেন ঘটিল, কে ইহার জন্ত দায়ী, তাহা অনুমান করিতে পারিলেন না। কোন
ব্যক্তি তর্কে এই রহস্যের কারণ-নির্ণয়ের উপায় ছিল না।

মিঃ ব্লেক স্থিথের প্রশ্ন শুনিয়া শূন্য দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হতাশ
ভাবে বলিলেন, “আমার গোয়েন্দাগিরির গৰ্ব্ব এখানে নিষ্ফল! এ সকল কি
ব্যাপার, তাহা আমি নিজেই বুঝিতে পারিতেছি না, তোমাকে কিরূপে বুঝাইব
স্থিথ? তবে এই সকল অদ্ভুত কাণ্ড যে অকারণে ঘটিতেছে—এ কথা কেহই
বলিতে পারিবে না; প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ আছে। কোনও অজ্ঞাত শক্তির
সাহায্যে এক্রপ অনর্থপাত সম্ভবপর হইয়াছে—এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু
সে কিরূপ শক্তি, সেই শক্তির উৎস কোথায়, এবং সকলের অগোচরে কিরূপেই
বা তাহা প্রযুক্ত হইতেছে—ইহা আবিষ্কারের চেষ্টা করিতে হইবে। জানি না সেই
চেষ্টা সফল হইবে কি না; কিন্তু যাহা ঘটয়াছে, তাহাতে যথেষ্ট ক্ষতি হইলেও
আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া কোন ফল নাই; অর্থনাশ হইলেও বোধ হয় কাহারও
প্রাণের হানি হয় নাই।—ঐ যে ইন্স্পেক্টর কুটস এখানেই আসিতেছেন; উহার
নিকট হয় ত কোন নূতন সংবাদ শুনিতে পাইব।”

ইন্স্পেক্টর কুটস যে ট্যান্সিতে মিঃ ব্লেকের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন তাহার সমস্ত কাচ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, গাড়ীর কোন অংশে কাচের একটি টুকরাও বাধিয়া ছিল না ; ট্যান্সি-চালকের মুখ শুষ্ক, সে আতঙ্ক-বিদ্ধারিতনেত্রে চারি দিকে চাহিতে চাহিতে ট্যান্সি চালাইতেছিল—যেন পুলিশের আদেশ অগ্রাহ্য করিতে না পারায় অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত ভাঙ্গা কাচের স্তূপের উপর ধীরে ধীরে ট্যান্সি-খানি পরিচালিত করিয়া মিঃ ব্লেকের বাসগৃহের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইল। ট্যান্সি-চালক গাড়ী থামাইলে ইন্স্পেক্টর কুটস গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। তাঁহার মাথায় টুপি ছিল, কিন্তু টুপির উপর ও তাঁহার উভয় স্বন্ধে ধূলিবৎ কাচের গুঁড়া লাগিয়া-থাকায় রোদে তাহা বিক-মিক করিতেছিল—যেন কেহ তাঁহার কাঁধে, মাথায় ও পিঠে মুঠা মুঠা বোতলচূর ছড়াইয়া দিয়াছিল !

ইন্স্পেক্টর কুটস ব্যগ্রভাবে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন ; আতঙ্কে ও বিস্ময়ে তাঁহার হুইচক্স যেন ঠেলিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল।—তিনি মিঃ ব্লেকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই কক্ষের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহার পর বিহ্বলস্বরে বলিলেন, “ব্লেক, সর্বনাশ হইল ! মান-সম্মত সমস্তই নষ্ট হইয়াছে ; চাকুরীটুকুও বোধ হয় আর বজায় থাকে না ! শয়তান নরকের দরজা খোলা পাইয়া হঠাৎ লগুনে প্রবেশ করিয়াছে ; সে ভীষণবেগে উদ্গাম নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। নৃত্যের তালে তালে দরজা জানালা-গুলি ঝুপ্-ঝাপ্ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে ! উঃ, কি ভীষণ দৃশ্য ! কাল রাত্রে রিজেন্ট স্ট্রিটের যে অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে লোমাঞ্চ-কলেবর হইয়া-ছিলাম—নদীকূল হইতে এইস্থান পর্য্যন্ত যে সকল পথ আছে—সকল পথেই আজ সেইরূপ ভীষণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া আসিলাম। চেয়ারিংক্রশ-রোডের দুই ধারে যে সকল দোকান আছে—প্রত্যেক দোকানের সম্মুখস্থিত কাচের দ্বার জানালা ঝুপ্-ঝাপ্ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল—তাহা স্বচক্ষে দর্শিয়া আসিলাম ব্লেক ! হাঁ, সেই সকল ভারি ভারি কাচের দরজা, নানাবর্ণের পুরু পুরু শাশিগুলি ঠিক ডিমের খোলার মত ভাঙ্গিয়া পড়িতে (collapse like egg shells) দেখিয়াছি !—ইহার শেষ কোথায় কে বালবে ? তাহা মানববুদ্ধির অগোচর ! লগুনের জনসাধারণ

ভয়ে কাঁপিয়া মরিতেছে। মাথার উপর অবিশ্রান্তভাবে কাচ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে দেখিয়া তাহার প্রাণভয়ে ফাকা যায়গায় দৌড়াইয়া গিয়া মাথা বাঁচাইতেছে ; কিন্তু তাহাদের আঁর্তনাদে কাণ বালাপালা হইয়া গেল ! এই সকল ঘটনা যেন কি একটা ভয়ঙ্কর হুঃস্থপ্ন ; চক্ষুতে দেখিয়াও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না !” (I can't believe it's true !)

মিঃ ব্লেক এ সকল কথা শুনিয়া একটি কথাও বলিলেন না ; কি বলিবেন— তাহাও ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। ইন্স্পেক্টর কুটস তাঁহাকে নিরস্তর দেখিয়া কম্পিতপদে টেলিফোনের কলের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং ঝটল্যাও ইয়ার্ডে তাঁহার কোনও সহযোগীকে আহ্বান করিয়া লণ্ডনের অন্তান্ত পল্লীর অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি টেলিফোনে যে উত্তর পাইলেন—তাঁহা শুনিয়া তাঁহার সর্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল ; তাঁহার ছুই চক্ষু কপালে উঠিল। তিনি টেলিফোনের ‘রিসিভার’ কম্পিতহস্তে নামাইয়া রাখিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, “ব্লেক, এ যে বড়ই ভয়ঙ্কর কথা শুনিলাম ! সমগ্র লণ্ডনের অবস্থা এইরূপ শোচনীয়। যে পথে যাইবে—সেই পথেই দেখিবে কোন জানালায় কাচের চিহ্ন-নাহ্ন নাই ! পুনর্বার চতুর্দিকে লুঠ তরাজ আরম্ভ হইয়াছে ! পিকাডেলির ও বগ স্ট্রিটের অধিকাংশ দোকান দস্যুতন্ত্র কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে। দস্যুসংখ্যা এত অধিক যে, পুলিশ তাহাদের অত্যাচার দমন করিতে পারিতেছে না। শুনিলাম, শান্তিরক্ষার অন্ত উপায় না দেখিয়া বড় সাহেব ফোজের সাহায্য গ্রহণ করিবেন কি না, সৈন্যদলের সাহায্য গ্রহণ করিলে তাহার ফল কিরূপ হইবে—এই সকল কথা চিন্তা করিতেছেন।”

মিঃ ব্লেক এ সকল কথা শুনিয়াও কোনও মতামত প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার সহ করিবার শক্তি অসাধারণ ; কিন্তু এই অচিন্ত্যপূর্ণ কঠিন আঘাতে তাঁহার হৃদয় অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল। লণ্ডনের শ্রায় ধনজনপূর্ণ, সর্বতোভাবে সুরক্ষিত বিশাল রাজধানীর এরূপ শোচনীয় হুর্দশা দেশের সর্বাপেক্ষা ভীষণতম হুর্দশেও তিনি কল্পনা করিতে পারেন নাই ; এ কি অস্বাভাবিক লোমহর্ষণ আতঙ্কজনক আপৎপাত ? কোন অদৃশ্য মন্ত্রশক্তি (unseen mystic power) কি দেশব্যাপী

মড়কের ভ্রায় লগুনের পথে পথে সংক্রামিত হইয়া পথিপ্ৰান্তস্থ প্রত্যেক অট্টালিকার কাচের দ্বার জানালা চূর্ণ করিতেছে?—যদি এই অত্যাচারের প্রতিকার না হয়—তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র দেশে কিরূপ অশান্তি ও অরাজকতার স্রোত প্রবাহিত হইবে, এবং সেই স্রোতে দেশের কল্যাণ, সুখ-সমৃদ্ধি, উন্নতি সমস্তই কোথায় ভাসিয়া যাইবে—ইহা চিন্তা করিয়া তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইল। যে ক্ষতি আরম্ভ হইয়াছে—তাহার পরিণাম কিরূপ,—তাহা তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না।

ইন্স্পেক্টর কুটস ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনর্বার বলিলেন, “লগুনের বিভিন্ন পথে শত শত ব’স ও ট্রামগাড়ী অচল হইয়া পড়িয়াছে”। তাহাদের জানালাগুলি সমস্তই চূর্ণ হইয়াছে, এবং সেই সকল ভাঙ্গা কাচ আরোহীদের আসনের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হাঁ, প্রত্যেক আসন ভাঙ্গা কাচে ঢাকিয়া গিয়াছে। যদি কাচ ভাঙ্গিবার এই সংক্রামকতা বন্ধ না হইয়া এই ভাবেই চলিতে থাকে—তাহা হইলে আজ রাত্রে লগুনে আলো জ্বলিবে না, আবার সেই জেপেলিনের যুগ ফিরিয়া আসিবে। রাত্রিকালে লগুন অন্ধকারাচ্ছন্ন! কি লোমহর্ষণ ব্যাপার!—কিন্তু উপায় কি? অধিকাংশ পথেই আলোকস্তম্ভের ফানুস চূর্ণ হইয়াছে। রাত্রে আলো না জ্বলিলে লগুনের অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা একবার ভাবিয়া দেখ ব্লেক!”

মিঃ ব্লেক কোট পরিধান করিয়া টুপিটা তুলিয়া লইলেন, ইন্স্পেক্টর কুটসকে বলিলেন, “ইন্স্পেক্টর, চল প্রথমে তোমাদের স্ট্রল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যাই। এই বিভ্রাটের প্রতিকার করিতে হইবে; না, আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে চলিবে না। এজন্ত যতদূর সম্ভব কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইবে।”

মিঃ ব্লেক ও স্থিথ ইন্স্পেক্টর কুটসের সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠিয়া স্ট্রল্যাণ্ড ইয়ার্ডে চলিলেন। তাঁহার গৃহত্যাগের পাঁচ মিনিট পরে তাঁহার ঘরের টেলিফোনে বন্-বানি আরম্ভ হইল। কয়েক মিনিট পর্যা্যন্ত সেই বন্-বানি থামিল না, যেন কেহ কোন জরুরি কথা বলিবায় জন্ত তাঁহাকে ডাকাডাকি করিতোছিল। কিন্তু সে সময় টেলিফোনে সাড়া দিতে পারে একজন কেহই সেখানে ছিল না। স্থিথ মিঃ ব্লেকের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল। মিসেস্ বার্ডেল বাড়ীতে থাকিলেও সে তাহার

ঘরের দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া বিছানায় পড়িয়া প্রাণভয়ে কাঁপিতেছিল; যেন ম্যালেরিয়া জ্বরের আক্রমণে তাহার উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছিল!—কাচ ভাঙ্গার শব্দ শুনিয়া তাহার একপা আতঙ্ক হইয়াছিল যে, সেই শব্দ তাহার শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে সে দুই কানে আঙ্গুল 'গু'জিয়া চক্ষু হুদিয়া পড়িয়া ছিল; সুতরাং টেলিফোনের বন্ বনি তাহার কর্ণগোচর হইল না। বলা বাহুল্য, সে তাহা শুনিতে পাইলেও উঠিয়া দ্বার খুলিতে সাহস করিত না।

মিঃ ব্লেক নির্ঝাঁক ভাবে ট্যাক্সিতে বসিয়া পথের অবস্থা দেখিতে দেখিতে চলিলেন, কতকগুলি ট্যাক্সি ও ব'স ভাঙ্গা জানালা লইয়া ধীরে ধীরে তাহাদের আড্ডার দিকে ফিরিয়া যাইতেছিল। তিনি কোন গাড়ীতে একজনও আরোহী দেখিতে পাইলেন না। ব'স ও ট্যাক্সি প্রভৃতির চালকদের মুখ দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাহারা প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া গাড়ী লইয়া স্ব স্ব আড্ডায় পলায়ন করিতেছিল, যেন কোন রকমে আড্ডায় পৌছাইতে পারিলেই বাঁচে! ধনদানপূর্ণ সমৃদ্ধ নগর সহসা শব্দ কর্তৃক আক্রান্ত ও লুপ্তিত হইলে তাহার যেকোন অবস্থা হয়, মিঃ ব্লেক চলিতে চলিতে চতুর্দিকের অবস্থা সেইরূপ দেখিলেন। ইনস্পেক্টর কুটস হতাশ ভাবে চারি দিক দেখিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার কর্ণরোধ হইয়াছিল। স্থানের অবস্থাও সেইরূপ। কয়েক বৎসর পূর্বে ওয়েল্‌সের একটি নগরে 'গ্যাসোমিটার' (gasometer) বিস্ফুরিত হওয়ায় সেই নগরের যেকোন অবস্থা হইয়াছিল মিঃ ব্লেক তাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; লণ্ডনের পথে বাহির হইয়া সেই কথা তাঁহার স্মরণ যাইল। তাঁহারা পথিপ্ৰান্তস্থ ঘর বাড়ী দোকানগুলির কোন পরিবর্তন দেখিতে পাইলেন না; কেবল তাহাদের কাচের দ্বার জানালাগুলি অস্তিত্ব হইয়াছিল, এবং ভাঙ্গা কাচগুলি দরজা জানালার সম্মুখে শুণুপাকারে পড়িয়া ছিল। তাঁহারা হাইড পার্কের নিকটে আসিয়া দেখিলেন নগরবাসীরা আতঙ্কে অধীর হইয়া সেই সুপ্রশস্ত উদ্যানে দলে দলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। পার্ক লেনের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সৌধগুলির দিকে চাহিয়া তাঁহাদের মনে হইল তাহাদের দ্বার জানালার উপর কলের কামানের গোলা গুলী অবিশ্রান্ত ভাবে বর্ষিত হইয়াছে! (had been subjected to incessant machine gun fire.)

পিকাডেলীও এইরূপ অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে নাই। সুপ্রসিদ্ধ রীজ্ ও বার্কলি হোটেলের সুদৃশ্য ও পরম শোভাময় দ্বার জানালাগুলি এভাবে বিধ্বস্ত ও চূর্ণ হইয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া মনে হইল—হয় গোলার আঘাতে সেগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে, না হয় সেই সুবিশাল অট্টালিকা-দ্বয়ের অভ্যন্তরে ঠঠাৎ বোমা ফাটিয়া তাহাদের সেইরূপ দুর্দশা করিয়াছে! কিন্তু সেন্ট জেমস স্ট্রীট ও পল্মল যেন দৈব বৈলেই সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। অথচ ট্রাফাল্গার স্কোয়ারের কোন স্থানে এরূপ এক ফুট স্থানও ছিল না যেখানে ভাঙ্গা কাচের স্তূপ দেখিতে পাওয়া গেল না! সেখানে বহু লোক দলবদ্ধ হইয়া আন্দোলন আলোচনা করিতেছিল, এবং বহুসংখ্যক শকট পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান থাকায় ইনস্পেক্টর কুটসের টাক্সিকে অতি কষ্টে ধীরে ধীরে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হইল।

মুহূর্তপরে একখানি বৃহৎ 'মোটর-ভ্যান' তাহাদের টাক্সির পাশ দিয়া চলিয়া গেল, তাহার পশ্চাতের কাচের দ্বার উড়িয়া গিয়াছিল; মিঃ ব্লেক সেই দ্বার দিয়া গাড়ীর ভিতরে দৃষ্টিপাত করলেন, তাহা সশস্ত্র পুলিশ-ফোর্সে পূর্ণ ছিল। সেই শকটের আরোহীগণের মনেকেই মিঃ ব্লেকের পরিচিত।

ডিটেক্টিভ-সার্জেন্ট রস সেই গাড়ীতে বসিয়া ছিল; সে মুখ বাড়াইয়া মিঃ ব্লেকে দেখিতে পাঠিয়া গাড়ী থামাইয়া বলিল, “মিঃ ব্লেক, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। অল্পকাল পূর্বে আমাদের সদর হইতে বে-তারে সংবাদ পাইয়াছি—আপনার সেখানে অবিলম্বে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন। বড় সাহেব অধীর ভাবে আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন। নূতন সংবাদ কিছু শুনিয়াছেন কি? শুনিতে পাঠলাম ক্রিস্টল প্রাসাদ (the Crystal Palace) খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, এবং কিউ উজানের ‘পাম’-তরুর বরগুলি (the palm houses in Kew Gardens) চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে। ক্যানন স্ট্রীট-স্টেশন বন্ধ হইয়া গিয়াছে; তাহার ছাদ হইতে রাশি রাশি কাচ ভাঙ্গিয়া শিলা-বৃষ্টির মত বর্ষিত হইতেছিল। অন্ত্য প্রসিদ্ধ অট্টালিকার অবস্থাও ঐ প্রকার; বিশ্বয়ের ত কোন কারণ দেখিতেছি না।”

ইন্স্পেক্টর কুটস কোন কথা বলিলেন না, কেবল একটা নিরাশাব্যঞ্জক অশ্রুত আর্তনাদ তাঁহার কণ্ঠ হইতে নিঃসারিত হইয়া মর্ষবেদনা প্রকাশ করিল। তাঁহাদের ট্যান্সি হোয়াইট হলের অভিমুখে অগ্রসর হইলে তিনি অশ্রুত স্বরে বলিলেন, “সর্ব-নাশের আর কিছুই বাকী রহিল না দেখিতেছি ! দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে আজ রাত্রির মধ্যেই লণ্ডনের সমস্ত কাচ সাবাড় হইয়া যাইবে ! ব্লেক, সমর আফিসের (War Office) দিকে একবার চাহিয়া দেখ, উহার প্রত্যেক জানালা গুঁড়া হইয়া গিয়াছে ! এ সকল দেখিয়া শুনিয়া কোন্ বোটা না ক্ষেপিয়া স্থির থাকিতে পারে ? গত রাত্রে ম্যাগ্নিফিসেন্ট হোটেলে যে কাণ্ড ঘটয়াছিল সে জন্ত আমরা পল সাইনস্কেই দায়ী করিয়াছিলাম ; কিন্তু আজ এ সকল কি কাণ্ড ? এ সকল কাণ্ডের সঙ্গে তাহার কোন সংস্রব আছে, ইহা কোন্ আহাম্মুক বিশ্বাস করিবে ?”

ইন্স্পেক্টর কুটসের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন ; তিনি পল সাইনসের কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বত হইয়াছিলেন। তিনি চতুর্দিকে যে সকল ভীষণ কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন, তাহাই তাঁহার সকল চিন্তা অধিকার করিয়াছিল।

ট্যান্সি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বিশাল অট্টালিকার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে মিঃ ব্লেকই সর্বপ্রথমে নামিয়া পড়িলেন। অতঃপর তিনি ইন্স্পেক্টর কুটস ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া প্রশস্ত সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তিনি সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিবার সময় চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—তাহার কাচনির্মিত বাতায়নগুলি তখনও অক্ষত ছিল। এই অভাবনীয় দৃশ্যে তাঁহার মনে বিস্ময়ের সঞ্চার হইল।

মিঃ ব্লেক ইন্স্পেক্টর কুটস ও স্মিথের সহিত প্রধান পুলিশ-কমিশনর সার হেনরী ফেয়ারফক্সের আফিসে প্রবেশ করিয়া সার হেনরীকে সেখানে উপবিষ্ট দেখিলেন ; কিন্তু তিনি সেখানে একাকী ছিলেন না। সুপারিণ্টেন্ডেন্ট কাউলিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সুপারিণ্টেন্ডেন্ট কাউলি একটি জানালার নিকট দাঁড়াইয়া, পথের দিকে চাহিয়া কয়েকখানি ট্রামগাড়ীর অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলেন। সেই গাড়ীগুলি লাইনের উপর দিয়া ধীরে ধীরে যাইতেছিল ; কিন্তু এতখানি

গাড়ীরও জানালায় শার্শি ছিল না ; কোন কোন জানালায় দুই এক-টুকরা ভাঙ্গা কাচ বাধিয়াছিল মাত্র ।

মিঃ ব্লেক সার হেনরীর সম্মুখে আরও একজন লোককে উপবিষ্ট দেখিলেন, তাঁহার মুখ মলিন, চিন্তাক্লিষ্ট । তিনি উভয় জামুর উপর বাহুব্ধের ভর দিয়া, উভয় করতলে দুই গাল ঢাকিয়া বসিয়া ছিলেন । পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া তিনি মুখ তুলিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন । মিঃ ব্লেক তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন—তিনি ম্যালকম বার্টন, পল সাইনসের তৃতীয় শিকার !

মিঃ বার্টন মিঃ ব্লেককে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বিচলিত স্বরে বলিলেন, “মিঃ ব্লেক, আমার সৌভাগ্য যে, এখানে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল । আমি সার হেনরীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিবার পূর্বে আপনার বাড়ীতে গিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি বাহিরে গিয়াছেন শুনিয়া চলিয়া আসি ; তাহার পর টেলিফোন করিয়াও আপনার সাড়া পাই নাই । এখানে আসিয়া শুনিলাম সার হেনরী আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কোন নূতন সংবাদ আছে না কি ?”

মিঃ বার্টন বলিলেন, “আমি আপনাকে বলিতে গিয়াছিলাম—আপনি সন্মুখেই পল সাইনসের দাবী অগ্রাহ্য করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন ; কিন্তু যদি আপনার সেই উপদেশ গ্রহণ না করিয়া অন্ততঃ বার ঘণ্টা পূর্বেও তাহার দাবীতে রাজী হইতাম—তাহা হইলে আমাকে এখন এতদূর বিপন্ন হইতে হইত না ।”

মিঃ ব্লেক ক্র কুণ্ঠিত করিয়া ম্যালকম বার্টনের মুখের দিকে চাহিলেন । তাঁহার মনে হইল পল সাইনস পূর্ব্বরাত্রে ম্যাগনিফিসেন্ট হোটেল উপস্থিত হইয়া তাহার দাবী সম্বন্ধে তাঁহাকে যে কথা বলিয়াছিল—বার্টন তাহার সেই কণারই প্রতিশ্রুতি করিলেন ! সাইনস তাঁহাকে বলিয়াছিল—ম্যালকম বার্টন তাঁহার উপদেশে তাহার দাবী অগ্রাহ্য করায় শীঘ্রই অন্ততঃপু হইবে ; কিন্তু সেই শয়তান কি কৌশলে ম্যালকম বার্টনকে বেত্রাহত কুকুরের মত (like a whipped dog) তাহার পদানত করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন,

“আপনি পল সাইনসের দাবী পূর্ণ করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন—দেখিতেছি ! সে কি আপনার উপর নূতন কোন চাপ দিয়াছে ?”

মিঃ বার্টন হতাশভাবে বলিলেন, “নূতন চাপ ! আপনি কি কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না ? সে আমার সর্বনাশ করিয়াছে । আমি ত ফতুর হইয়াছিই ; কিন্তু যদি আরও কিছু কাল এইভাবে কাচ ভাঙ্গা ও লুঠ তরাজ চলে, তাহা হইলে ষ্টেড-ফাষ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীরও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে । কেহ তাহার নাম পর্য্যন্ত স্মরণ রাখিবে না । ইতিমধ্যেই তাহার সর্বনাশের সূচনা বুঝিতে পারিতেছি ; প্রায় একলক্ষ পাউণ্ডের দাবী (claims amounting to close on a hundred thousand pounds !) আমাদের ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে !

“আপনি বোধ হয় জানেন না—এ দেশে যে সকল উৎকৃষ্ট স্থল কাচ (plate glass) আমদানী হয়, তাহাদের অধিকাংশ আমাদের কোম্পানীতেই ইন্সিওর করা হয় । যে সকল দোকানের কাচের দরজা ও জানালা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—শতকরা পঞ্চাশ টাকা হারে তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে । এতভিন্ন বিস্তর জহরতের দোকানের হীরা জহরত আমাদের কোম্পানীতে ইন্সিওর করা হইয়াছিল । সেই সকল হীরা জহরত প্রভৃতি লুণ্ঠিত হওয়ায়—সেই ক্ষতিও আমরা পূরণ করিতে বাধ্য । যদি আমরা পল সাইনসের দাবী গ্রাহ্য না করি, তাহা হইলে সে লণ্ডনের ভ্রায় অস্ত্রাস্ত্র নগরেরও যেখানে যত কাচ আছে—ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিবে, এবং জহরতের দোকান লুঠ করিবে ; এ অবস্থায় তাহাকে তাহার দাবীর টাকা না দিলে আমাদের কোম্পানীর সর্বনাশ অপরিহার্য । সে আমাকে যে ভয় প্রদর্শন করিয়াছে তাহা মিথ্যা নহে ।”

মিঃ বার্টনের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেকের চক্ষুর সম্মুখ হইতে যেন গাঢ় অন্ধকারের পর্দা অপসারিত হইল ; পল সাইন্স কি উপায়ে মিঃ বার্টনকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে, বা মিঃ বার্টন স্বেচ্ছায় তাহার দাবী পূরণ না করিলে কি কৌশলে টাকা আদায় করিবে—তাহা তিনি পূর্বে বুঝিতে পারেন নাই ; মিঃ বার্টনের কথায় তাহার চক্ষু আতঙ্কে ও বিভীষিকায় (consternation and horror) বিস্তারিত হইল । ইন্স্পেক্টর কুটস চেয়ারের কাঁধা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া, সন্নিধ দৃষ্টিতে

মিঃ বার্টনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আপনি কি বলিতেছেন মহাশয় ! এই যে লগুনের পথে পথে অসংখ্য দ্বার জানালার কাচ ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, এবং চারি দিকে লুঠ তরাজ চলিতেছে—ইহা পল সাইনসেরই শয়তানীর ফল—এই কথা কি আপনি আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলেন ?”

মিঃ বার্টন বিচলিত স্বরে বলিলেন, “সাইনসের ভিন্ন এ সকল আর কাহার কাজ ? আমি তাহার দাবী পূর্ণ করিতে সম্মত না হইলে সে আমাদের কারবার বিশ্বস্ত করিবে বলিয়া কি ভয় প্রদর্শন করে নাই ?—এখন সে তাহার দাবীর পরিমান দ্বিগুণ বদ্ধিত করিয়াছে । সে জানাইয়াছে—যদি তাহাকে আড়াই লক্ষ পাউণ্ড প্রদান করিতে সম্মত না হই—তাহা হইলে সে লগুনের কোন স্থানে একখানি কাচও আস্ত রাখিবে না ; যেখানে যত কাচ আছে, সমস্তই চূর্ণ করিবে !”

মিঃ বার্টনের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই কক্ষের সমুদয় জানালার কাচ সশব্দে কাটিয়া গেল, তাহার পর চক্ষুর নিমেষে সেগুলি শতগুণে চূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল !

এই অদ্ভুত কাণ্ড যেন মিঃ বার্টনের উজ্জ্বল অকাকাটা প্রমাণ !—সেই কক্ষের সকল জানালার কাচ এইভাবে খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেখিয়া সকলেই ভয়ে লাফাইয়া উঠিলেন । এমন কি, পুলিশ-কমিশনার সার হেনরী ফেয়ারফক্স পর্যন্ত বিহ্বলদৃষ্টিতে ভাঙ্গা জানালার দিকে চাহিলেন ; নদীর আর্দ্র বায়ুর (damp river air) একটা ঝাপ্টা সেই ভাঙ্গা জানালার দিয়া তাঁহার চোখে মুখে লাগিল, এবং তাঁহার সুদীর্ঘ দাড়ির ষ্ণেচামর ঢলাইয়া গেল !

সুপারিণ্টেন্ডেন্ট কাউলি অক্ষুট আর্দ্রনাদ করিয়া জানালার নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেই, জানালার একখানি কাচ ভাঙ্গিয়া তাঁহার পায়ের কাছে ছিটকাইয়া পড়িল । মিঃ ব্রেক সেই মুহূর্ত্তে এক লাকে নদীর দিকের জানালার নিকট উপস্থিত হইয়া নীচে দৃষ্টিপাত করিলেন । তিনি দেখিলেন, সেই বিশাল অট্টালিকার সকল জানালার কাচ ভাঙ্গিয়া নীচে পড়িয়াছে ! তদুপে টেম্‌স নদীর সুদীর্ঘ বাধ ; বহুলোক সেই বাধের উপর দাঁড়াইয়া সভয়ে এই অদ্ভুত শোচনীয় দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতেছিল ।

মিঃ ব্লেক অদূরবর্তী পথের দিকে চাহিয়া দুইখানি ট্রাম-গাড়ী দেখিতে পাইলেন। হঠাৎ একখানি কৃষ্ণবর্ণ সুবৃহৎ ‘মোটর-ভ্যান’ সেই পথ অতিক্রম করিয়া বায়ুবেগে হুকারফোর্ড-ব্রীজ অভিমুখে ধাবিত হইল।

সুপারিণ্টেন্ডেন্ট কাউলি সভয়ে ভাঙ্গা কাচগুলির দিকে চাহিয়া আবেগভরে জানালার ধারির উপর মুঠাঘাত করিলেন, এবং উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “ইল্জ-জাল! ইহা ইল্জজাল ভিন্ন আর কিছুই নহে! কিন্তু কোন্‌ যাত্রকের কোশলে এই সকল ভীষণ কাণ্ড ঘটিতেছে তাহা আমাদের জানিতেই হইবে। হাঁ, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ইল্জজাল! আজ এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা যে সকল আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার (latest scientific discoveries.) প্রত্যক্ষ করিতেছি—একশত বৎসর পূর্বে তাহা ঘটিতে দেখিলে সকলের লোকেরা তাহা ইল্জজাল বলিয়াই বিশ্বাস করিত; কিন্তু এই অদ্ভুত বাপাপ প্রকৃৎপক্ষে ইল্জজালের ফল নহে; নরপিশাচ পল সাইনস্‌ এরূপ কোনও বৈজ্ঞানিক শক্তি আয়ত্ত করিয়াছে—যাহার অস্তিত্ব এখন আমাদের অজ্ঞাত। সে তাহারই সাহায্যে, যেখানে যত কাচের সরঞ্জাম আছে—সমস্তই চূর্ণ করিতেছে; বৈজ্ঞানিক আলোকের পাতলা ‘বাল্ব’গুলি হইতে অত্যন্ত পুরু কাচের জিনিস কিছুই বাদ পড়িতেছে না! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্বার জানালার সুবৃহৎ পুরু কাচগুলিও ফটাফট শব্দে ফাটিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে! এই অদ্ভুত ও আতঙ্কজনক কার্যের জন্য পল সাইনস্‌ দায়ী—এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন বটে; কিন্তু ইহা তাহার অসাধ্য মনে হইলেও সত্য। জানি না সেই সমাজজোহী, মানবজাতির মহাশত্রু নরপিশাচ কি উপায়ে এই ভীষণ বিপজ্জনক শক্তি আয়ত্ত করিয়াছে!”

সার হেনরী ফেয়ারফক্স বিবর্ণমুখে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “মিঃ ব্লেক, এ যে বড়ই ভীষণ ব্যাপার, লোমহর্ষণ কাণ্ড! পল সাইনস্‌ যদি সত্যই এরূপ শক্তি আয়ত্ত করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে দেশেব কি সর্বনাশ করিবে—তাহা ভাবিতেও হৃৎকম্প হয়! যে সকল মহামূল্য হুর্ভ শিল্প-সম্ভার বিভিন্ন স্থানে যুগ যুগ ধরিয়া সযত্নে সঞ্চিত রাখা হইয়াছে, আমাদের ভজনা-

লয় ও ধর্মমন্দিরসমূহের (churches and cathedrals.) বাতায়নাদির শোভা-
 স্বরূপ সুরঞ্জিত বহুমূল্য কাচগুলি, সহস্র সহস্র পাউণ্ড মূল্যের দ্রাবক, রাসায়নিক
 পদার্থ, নানাবিধ ছুতাপ্য মণ্ড, এবং তরল বিস্ফোরক যে সকল স্ফটিকাধারে সংরক্ষিত
 হইয়াছে—সেই সকল আধার, বাষ্পের চাপমানযন্ত্র, (steam-pressure gauges)
 বে-তারের স্ফটিকনির্মিত আধারসমূহ (wireless valves) এইভাবে চূর্ণবিচূর্ণ
 ও বিধ্বস্ত হইলে আমাদের সর্বনাশের আর কি কিছু বাকি থাকিবে?
 আমাদের সভ্যতা, উন্নতি, জ্ঞানাত্মশীলনের সুযোগ কত শতাব্দী পিছাইয়া যাইবে?
 —আমরা এই সঙ্কট হইতে কিরূপে পরিত্রাণ লাভ করিষ্যে?—ইহার প্রতিবিধানের
 উপায় কি?”

মিঃ ব্লেক চিন্তাকুলচিত্তে বলিলেন, “উপায়?—একমাত্র উপায়—পল সাইনস্কে
 প্রেস্তার করিয়া তাহাকে ও তাহার অনুচরবর্গকে কারারুদ্ধ করুন। প্রয়োজন
 হইলে পাগলা কুকুরের মত তাহাকে হত্যা করিতে হইবে। হাঁ, গুলী করিয়া হত্যা
 করিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না।—কিন্তু মিঃ বার্টন তাহার নিকট হইতে নূতন
 কি সংবাদ পাইয়াছেন, তাহাই সর্বাগ্রে জানিবার জন্ত আমার আগ্রহ
 হইয়াছে।”

মিঃ বার্টন কোন কথা না বলিয়া পুলিশ-কমিশনরের টেবিলের দিকে অঙ্গুলী
 প্রেসারিত করিলেন। সার হেনরীর সম্মুখে একখানি খোলা চিঠি পড়িয়া ছিল; সার
 হেনরী তাহা ভুলিয়া লইয়া মিঃ ব্লেকের হাতে দিলেন। মিঃ ব্লেক সেই পত্রের
 মাথায় নেকড়ে বাঘের মুণ্ড অঙ্কিত দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাহা সাইনসেরই
 পত্র। পল সাইনসের সুপরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরও তাহার সুপরিচিত; সাইনস্ মিঃ
 বার্টনকে স্বহস্তেই সেই পত্র লিখিয়াছিল। পত্রখানির অসুবাদ নিয়ে প্রকাশিত
 হইল।

“ম্যালকম বার্টন, এইবার তোমাকে শেষ সুযোগ দেওয়া হইল। তুমি পূর্বে
 বুঝিতে না পারিলেও আজ বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ, হাঁ—নিঃসন্দেহেই বুঝি-
 য়াছ যে, বাষ্পচালিত যান্ত্রিক নীচে পড়িলে ডিমের খোলা যে ভাবে গুঁড়া হইয়া
 যায়—তোমাকে ও তোমার কারবারটিকে আমি ঠিক সেইভাবেই গুঁড়া করিতে

পারি। ষ্টেডফাষ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর নিকট হইতে বীমার টাকা আদায়ের জন্ত কি রকম দাবী আরম্ভ হইয়াছে, তাহা দেখিতেছ ত? তোমাদের কোম্পানী এই সকল দাবীর টাকা দিতে পারিবে কি?—এই দাবীর পরিমাণ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া তোমাদের কারবার ধ্বংস করিবে। আমি তোমাকে পূর্বেই সতর্ক করিয়াছিলাম—তাহা তোমার স্মরণ থাকিতে পারে।

তুমি আমার দাবী অগ্রাহ্য করিয়াছ। রবার্ট ব্রেকের উপদেশ তোমার বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছিল! আশা করিয়াছিলে—রবার্ট ব্রেক ও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দাস্তিক পাহারাওয়ালাগুলা তোমাদের রক্ষা করিবে; কিন্তু তাহারা তোমাকে রক্ষা করিতে পারিল কি? আমি যাচা করিতে পারি, তাহার তুলনায় যতটুকু করিয়াছি—তাহা নিতান্তই অল্প, তাহার কণামাত্র; কিন্তু ইহাতেই তোমাদের স্বংকম্প উপস্থিত! আমি আমার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করি—সে ইচ্ছা আমার নাই; তবে তুমি আমার অবাধ্য হইয়া যে ঘৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছ—তোমাকে তাহাব ফলভোগ করিতেই হইবে। আমার আদেশ অলঙ্ঘনীয়।

তুমি আমার দাবী পূর্ণ না করায়, আমার দাবীর পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া এখন আড়াই লক্ষ পাউণ্ড হইল। আমি যে সংবাদবাহককে ইতিপূর্বে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছি, তাহার মারফৎ আমার এই দাবীতে সম্মতি জ্ঞাপন করিবে; অবিলম্বে সংবাদ না পাঠাইলে, কয়েক ঘণ্টা পরে আমার দাবী আরও কি পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে তাহা নিশ্চয়ই জানিতে পারিবে।

আমার আদেশ অগ্রাহ্য হইলে আমি লণ্ডনের এ-মুড়া হইতে ও-মুড়া পর্য্যন্ত কুড়ি মাইলের মধ্যে যেখানে যত কাচ আছে তাহা সমস্তই গুঁড়া করিব; একখানি কাচও আস্ত থাকিবে না।

পল সাইনস্‌।”

মিং ব্রেক রুদ্ধ নিশ্বাসে পল সাইনসের এই দম্ভপূর্ণ পত্র পাঠ করিয়া একটা প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। লণ্ডনের বিভিন্ন পল্লীতে যে ভয়াবহ অল্পষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছিল—পল সাইনসই সেজন্ত সর্বতোভাবে দায়ী, এ সকল তাহারই কীর্তি, ইহা সে এই পত্রে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছিল। সে জানিত—লণ্ডনের

পশ্চিম পল্লীর প্রধান প্রধান পথের ধারে যে সকল সুবৃহৎ সৌধ, বিশাল হস্তাশ্রয়ী, এবং অগণ্য পণ্যবীথিকা বর্তমান, তাহাদের দ্বার জানালাগুলি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ষ্টেড্‌ফাষ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে বীমা করা হইয়াছে ; সেই সকল কাচ কোন কোণে চূর্ণ করিতে পারিলে এই কোম্পানী বীমাকারীদের বীমার টাকা প্রদান করিতে বাধ্য হইবে। সুতরাং সে ষ্টেড্‌ফাষ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর অধ্যক্ষ মিঃ ম্যাল্কম বার্টনকে চূর্ণ ও তাহার পরিচালিত কোম্পানীকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য কোন অজ্ঞাত শক্তির সাহায্যে কাচধ্বংসে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যদি মিঃ বার্টন তাহার দাবী পূর্ণ না করেন, তাহা হইলে লণ্ডনের কোন ঘর বাড়ীর দ্বার জানালার একখানি কাচও অক্ষুণ্ণ থাকিবে না ; কাচ মাত্রেরই খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে। আর বৈদ্যুতিক দীপ জলিবে না ; অমরাবতীতুলা শেভাময়ী লণ্ডন রাজধানী রাত্রিকালে নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইবে, এবং সেই অন্ধকারের সুযোগে দস্যু তস্করগণ মহাউল্লাসে মহামূল্য পণ্যরাজিসমাকীর্ণ দোকানগুলি লুণ্ঠন করিবে, পথিকের সর্বস্ব অপহরণ করিবে ; চতুর্দিকে অবাধে হত্যা কাণ্ড চলিবে ; সর্বত্র অরাজকতার প্রেতলীলা আরম্ভ হইবে।

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া মিঃ বার্টনকে বলিলেন, “পল সাইনসের দাবী আড়াই লক্ষ পাউণ্ডে উঠিয়াছে ! আপনি কি তাহার এই দাবী পূর্ণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন ?”

মিঃ বার্টন হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “তাহার এই দাবী পূর্ণ করা কি আমার সাধ্য, না আমার সাধ্য ? আমার সম্মল কত সামান্য, তাহা ত আপনাকে পূর্বেই বলিয়াছি ; কিন্তু ইহার উপর তাহার দাবীর পরিমাণ নির্ভর করিতেছে না। সে জানে আমি ষ্টেড্‌ফাষ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর অধ্যক্ষ ; আমাদের কোম্পানী ধ্বংস-মুখ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহার দাবী পূর্ণ করিবে, নতুবা কোম্পানীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। সাইনস লণ্ডনের যেক্ষণ ক্ষতি করিতে আরম্ভ করিয়াছে—ইহাতে যদি সে প্রতিনিবৃত্ত না হয়, এই ভাবে তাহার পৈশাচিক অহুষ্ঠান চালাইতে থাকে—তাহা হইলে আমরা বীমাকারীদের প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ পাউণ্ডের দাবী পূরণ করিতে বাধ্য হইব।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনি পূর্বেই বলিয়াছিলেন—পল সাইনসের দাবীর বাঠ হাজার পাউণ্ড দিতেই আপনাকে ঘটা বাটী বিক্রয় করিতে হইবে ; আর এখন তাহার দাবী আড়াই লক্ষ পাউণ্ডে উঠিয়াছে !—সে আপনাকে শত্রু মনে করিয়া আপনার নিকট ক্ষতিপূরণস্বরূপ এই বিপুল অর্থের দাবী করিয়াছে, ইহা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার ; এজন্য আপনার পরিচালিত ইন্সিওরেন্স কোম্পানী আড়াই লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতি স্বীকার করিবে কেন ? কোম্পানী ত আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে, আপনি একাকী তাহার মালিকও নহেন ।”

মিঃ বার্টন বলিলেন, “সাইনস আমার শত্রু হইলেও কোম্পানীরও অনিষ্ট করিতেছে, তাহার কার্য্য কোম্পানীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা ; সুতরাং আত্মরক্ষার জন্ত কোম্পানীকে এই ক্ষতি স্বীকার করিতেই হইবে । আজ সকালে আমি কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণকে লইয়া একটি সভাধিবেশন করিয়াছিলাম ; সেই সভায় আমার বক্তব্য সকল কথাই প্রকাশ করি । আমার সহযোগীগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন—সাইনসের দাবীর টাকা না দিলে কোম্পানীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে, তাহা কদাচ প্রার্থনীয় নহে ; এজন্য কোম্পানী হইতেই তাহার দাবী আড়াই লক্ষ পাউণ্ড প্রদান করা হইবে । তাঁহারা আমাকে সাইনসের দাবী পূরণ করিবার অনুমতি করিয়াছেন ।—একপ না করিলে আমাদের সুপ্রতিষ্ঠি কারবার নষ্ট হইবে, ইহা তাঁহারা জানেন । পল সাইনস ভবিষ্যতে আমাদের আর কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না—স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড কি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে ?”

সার হেনরী ফেয়ারফক্স মিঃ বার্টনের প্রশ্নে বোধ হয় একটু অসম্ব্যস্ত হইলেন, তাঁহার নীল চক্ৰ মুহূর্তের জন্ত যেন অলিয়া উঠিল ; তিনি তীব্রস্বরে বলিলেন, “স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড পল সাইনসকে গ্রেপ্তার করিতে প্রস্তুত আছে, এবং শীঘ্রই তাহাদের এই চেষ্টা সফল হইবে ; কিন্তু মিঃ বার্টন, আপনারা তাহাকে যে বিপুল অর্থ উৎকেচ দিতে উত্তম হইয়াছেন, সেই টাকাগুলি আত্মসাৎ করিয়া—সে যে তাহার অঙ্গীকার পালন করিবে—তাহার নিশ্চয়তা কি ?”

মিঃ বার্টন বলিলেন, “প্রবলের অঙ্গীকারে দুর্বলকে চিরদিনই নির্ভর করিতে

হইতেছে। রাজনীতির ইতিহাসেও ইহার প্রমাণের অভাব নাই। বিশেষতঃ, পল সাইনসের অঙ্গীকারে এই জন্তই নির্ভর করিতে পারি যে, যদি মিঃ ব্রেকের ও ইন্সপেক্টর কুটসের উপদেশে নির্ভর করিয়া তাহার দাবী অগ্রাহ্য না করিতাম— তাহা হইলে আজ আমাদেরকে এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত না। সে যাহা বলিয়াছিল—তাহা কার্যে পরিণত করিতে উত্তম হইয়াছে; সুতরাং তাহার অঙ্গীকার মিথ্যা মনে করার কারণ দেখি না।—সাইনস্ আমার সম্মতি জানিতে পারিলেই এই অত্যাচার বন্ধ করিবে।”

সার হেনরী বিরাগভরে বলিলেন, “কিন্তু মিঃ বাটন, সাইনস আপনাদের এই অবৈধ কার্যের সমর্থন করিবে না। সাইনস্ যদি কোন অজ্ঞাত শক্তির সাহায্যে লণ্ডনের সমস্ত ঘর বাড়ী বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেও কি আপনি আশা করেন— কর্তৃপক্ষ সেই নরপিশাচের সহিত সন্ধি করিয়া, তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে সম্মত হইবেন? আমাদের বিশ্বাস, যেক্ষেপে হউক, চাক্ষুশ ঘটনার মধ্যেই তাহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া জেলে পাঠাইতে পারিব।”

মিঃ বাটন ঈষৎ বিজ্রপের সুরে বলিলেন, “তাহা হইলে ত আমাদের সকল চিন্তাই দূর হইবে। সে যে টাকা! ষ্টেড্‌ফাষ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর নিকট আদায় করিবে, তাহাও আপনারা অনায়াসে উদ্ধার করিতে পারিবেন; কারণ চাক্ষুশ ঘটনার পূর্বে এই টাকা তাহার হস্তগত হইবার সম্ভাবনা নাই।”

সার হেনরী আর কোন কথা বলবার পূর্বেই টেলিফোন বন্-বন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল। সার হেনরী উঠিয়া টেলিফোনের রিসিভার হাতে তুলিয়া লইলেন। তিনি টেলিফোনে যে সকল কথা শুনিলেন, তাহা অত্যন্ত আতঙ্কজনক; তাহা শুনিয়া তাহার পাকা লম্বা গোঁফ বুঁলিয়া পড়িল! তিনি টেলিফোনের ‘রিসিভার’ নামাইয়া রাখিয়া ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন, “একটা লোক সমগ্র পুলিশ-বাহিনীকে অগ্রাহ্য করিয়া চতুর্দিকে ধ্বংসপ্রসূত প্রবাহিত করিয়াছে! কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড! আমি হোম-সেক্রেটারীর নিকট ‘রক্ষী’-সৈন্তদলের সাহায্য প্রার্থনা করিব। তাহাদের সহায়তায় পুলিশ পল সাইনসের দুর্কর্মে বাধাদানের চেষ্টা করিবে।—কিউ-ব্রীজ হইতে হাইড্‌পার্ক-কর্ণার পর্য্যন্ত যে দীর্ঘ পথ প্রসারিত, সেই পথের দুই ধারের

সমুদ্রয় অট্টালিকার প্রত্যেক বাতায়ন চূর্ণ হইয়াছে।—এখন কেন্‌সিংটন ও ব্রিস্কটন অভিমুখে এই ধ্বংশলীলা ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হইতেছে। নগরবাসীগণ আতঙ্কে ও দ্রুশ্চিত্তায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছে।”

ইন্স্পেক্টর কুটস বিহ্বলস্বরে বলিলেন, “কি সর্বনাশ! কিরূপে এই ধ্বংশ-লীলার অবসান হইবে? যদি আমরা ‘চটপটে’ হ্যারিস্কে কথা কহাইতে পারিতাম—তাহা হইলে পল সাইনসের গুপ্ত আড্ডার সন্ধান জানিতে পারিতাম।—সে পল সাইনসের ঠিকানা জানে।”

মিঃ বার্টন লাফাইয়া উঠিয়া টুপিটা তুলিয়া লইলেন, এবং ব্যাকুল স্বরে মিঃ ব্লেককে বলিলেন, “মিঃ ব্লেক, আপনি আমাকে সঙ্গে লইয়া এই মুহূর্ত্তেই আপনার বাড়ীতে ফিরিয়া চলুন। আমি পল সাইনসের পায়রাটাকে উড়াইয়া দিব তাহাকে জানাইব—আমরা তাহার দাবী পূর্ণ করিতে সম্মত আছি। এক এক মিনিট বিলম্বে ষ্টেড্‌ফাষ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর হাজার হাজার পাউণ্ড ক্ষতি হইবে। সার হেনরীর সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়া অনেকখানি সময় ব্যথা নষ্ট করিলাম!”

মিঃ ব্লেক শুদ্ধ ভাবে চুকট টানিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার মন তখন চিন্তাভারে অবসন্ন। মিঃ বার্টনের প্রস্তাব তিনি সঙ্গত মনে করিলেন না। কারণ পায়রাটা ছাড়িয়া দিলে পল সাইনসের সন্ধান মিলিবার সকল আশা বিলুপ্ত হইবে। পায়রা হাতে থাকিলে সাইনসের সহিত অন্ততঃ একটি যোগসূত্রও বর্ত্তমান থাকিবে। পল সাইনস্কে ধরিবার শেষ উপায় ত্যাগ করিতে তাঁহার আগ্রহ হইল না।

মিঃ বার্টন তাঁহার প্রতীক্ষায় গৃহপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন; কিন্তু মিঃ ব্লেক সার হেনরী ফেয়ারফক্সের পশ্চাতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মাথার কাছে ঝুঁকিয়া-পড়িলেন, এবং ফিস্-ফিস্ করিয়া কি বলিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া সার হেনরী হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং মিঃ ব্লেককে সঙ্গে করিয়া, পশ্চাতের একটি দ্বার দিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই দ্বার রুদ্ধ হইল।

অষ্টম লহর

কৃষ্ণ কপোত

মিঃ ব্লেক মিঃ বাটনের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া সার হেনরী ফেয়ারফেল্লের সহিত কক্ষান্তরে অদৃশ্য হইলেন—দেখিয়া মিঃ বাটন ক্রুদ্ধ হইলেন ; স্থিৎ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিল। কিন্তু সে কোন কথা বলিবার পূর্বেই মিঃ বাটন বলিলেন, “মিঃ ব্লেকের এখানে কত বিলম্ব হইবে বুঝিতে পারিতেছি না ; কিন্তু আমি আর কতক্ষণ এখানে তাঁহার প্রতীক্ষায় থাকিব ? তাঁহার বিলম্বে আমাদের কত ক্ষতি হইবে তাহা কি তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না ? আজ সকালে আমি পায়রাটাকে আনিবার জন্য তাঁহার বাড়ী গিয়াছিলাম ; কিন্তু তিনি তখন বাহিরে গিয়াছিলেন। সে সময় পায়রাটাকে লইয়া যাইতে পারিলে তাহা কয়েক ঘণ্টা পূর্বে সাইনসের নিকট উপস্থিত হইত।”

তাঁহার কথা শুনিয়া সুপারিণ্টেন্ডেন্ট কাউলি বলিলেন, “তা বটে, কিন্তু আপনি পায়রাটা পাইবামাত্র এখানে আসিলেই ভাল করিতেন। আপনি পুলিশ-কমিশনরের অজ্ঞাতসারে সাইনসের নিকট পত্র পাঠাইলে কাজটা অত্যন্ত অশ্রায় হইত ; তাহার ফলে আপনাকে হয় ত অপদস্থ হইতে হইত।”

মিঃ বাটন কাউলির মুকুন্দিয়ানায় অত্যন্ত চটিয়া উঠিলেন। যাহারা কোন উপকার করিতে পারে না, অপকারেরও প্রতিকার করিতে পারে না, তাহারা চোখ রাঙ্গাইলে রাগ হইবারই কথা ! কিন্তু পুলিশের নিকট ক্রোধপ্রকাশ করা সে দেশেও সর্বদা নিরাপদ নহে ; এজন্য তিনি নির্বাক রহিলেন। সেই সময় সার হেনরী মিঃ ব্লেকের সঙ্গে সেই কক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি ইন্স্পেক্টর কুটসকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “কুটস তুমি মিঃ ব্লেকের সঙ্গে যাও।”

সার হেনরী মিঃ বাটনকে প্রস্থানোত্তর দেখিয়া বলিলেন, “মিঃ বাটন আপনি আমার একটা উপদেশ শ্রবণ রাখিবেন। আপনি পল সাইনসের নিকট হইতে

যে কোন পত্র পাইবেন, তাহাই অবিলম্বে এখানে লইয়া আসিবেন। সেই পত্র পাঠ করিয়া আমরা যাহা কর্তব্য মনে করিব—আপনাকে তদনুসারে চলিতে হইবে। যদি বুঝিতে পারি—সেই বদমায়েসটাকে ফাঁদে ফেলিবার কিছুমাত্র সুযোগ পাওয়া যাইবে,—তাহা হইলে সেই সুযোগ আমরা কোন কারণে নষ্ট করিব না।”

অতঃপর সার হেনরীর আদেশে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একখানি মোটর-কার দেউড়ীতে আনীত হইলে মিঃ ব্লেক কুটসকে ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া সেই গাড়ীতে বেকার স্ট্রীটে যাত্রা করিলেন; মিঃ বার্টন নিজের গাড়ীতেই তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। পথিমধ্যে মিঃ ব্লেক কাহাকেও কোন কথা বলিলেন না, এবং তাঁহাকে চিন্তাকুল দেখিয়া ইন্স্পেক্টর কুটস বা স্মিথ তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। তাঁহারা গাড়ীতে বসিয়া পথে অসংখ্য পুলিশম্যান দেখিতে পাইলেন; তাহারা শাস্তিরক্ষায় নিযুক্ত ছিল। পথপ্রান্তবর্তী অট্টালিক। সমূহের কাচ ভাঙ্গিয়া পড়ায় পথ ভাঙ্গা কাচে আচ্ছাদিত হইয়াছে শুনিয়া বহুদূরবর্তী পল্লী হইতে লোক দলে দলে মজা দেখিতে আসিয়াছিল, কারণ একপ দৃশ্য তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। পুলিশ দক্ষতা সহকারে সেই বিপুল জনতা নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল। যে সকল দ্বার জানালার কাচ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল—মিস্ত্রীরা দলে দলে আসিয়া সেই সকল দ্বার জানালা মেরামত করিতেছিল। মিউনিসিপালিটির গাড়ী পথের স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিল। মিউনিসিপালিটির কুলির দল পথ হইতে রাশি রাশি ভাঙ্গা কাচ কুড়াইয়া লইয়া সেই সকল গাড়ীতে নিক্ষেপ করিতেছিল। বিগত মহাযুদ্ধের সময় জার্মানদের আকাশ-পথে লণ্ডন আক্রমণ করিলে লণ্ডনের রাজপথে এইরূপ দৃশ্য লক্ষিত হইয়াছিল; তাহার পর আর কখন একরূপ লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হয় নাই।

মিঃ ব্লেক কোন কোন পথে একরূপ দৃশ্য আদৌ দেখিতে পাইলেন না; কোন কোন পথের ছই পাশের একখানি বাড়ীরও কাচ ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই, দ্বার জানালা অক্ষুণ্ণ ছিল—দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তিনি ইন্স্পেক্টর কুটসকে বলিলেন, “কোন কোন পথে ভাঙ্গা কাচের চিহ্নমাত্র নাই; দ্বার জানালাগুলিরও কোন ক্ষতি

হয় নাই ! ইহা দেখিয়া ঘূর্ণাবর্তের কথা মনে পড়ে । যেখান দিয়া তাহা চলিয়া যায়, সেই স্থানের বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া, গাছ পালা উপড়াইয়া লণ্ড ভণ্ড করিয়া যায়, অথচ কয়েক শত হাত দূরে তাহার আক্রমণের চিহ্নমাঝি দেখিতে পাওয়া যায় না ! ইহা ত প্রকৃতির সেক্সপ খেয়াল নহে, তবে এই বৈষম্যের কারণ কি ?”

মিঃ ব্লেক তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন । সেই কক্ষ নিস্তব্ধ, নিরানন্দময় ; অগ্নিকুণ্ডের অগ্নি নির্বাপিত হইয়াছিল । মিসেস্ বার্ভেল তখন বাড়ী ছিল না । মিঃ ব্লেক তাঁহার লেবরেটরিতে প্রবেশ করিয়া সেই কক্ষের অবস্থা দেখিয়া মৰ্ম্মাহত হইলেন । যেন কেহ ডিনামাইট দ্বারা সেই কক্ষের সমস্ত জিনিস চূর্ণ করিয়াছিল । বোতল, শিশি, গ্লাস, টিউব, স্পিরিট-ল্যাম্প, কাচের নিক্তি, খল প্রভৃতি কাচনির্মিত সকল সামগ্রী শত খণ্ড হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ; কাচের আলমারিগুলির কাঠের ফ্রেম ভিন্ন সকল অংশ ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গিয়াছিল । (had been smashed to shivers.) ভাঙ্গা শিশি বোতলের আরোকের হুর্গক্ষে মিঃ ব্লেক সেখানে তিষ্ঠিতে পারিলেন না ।

মিঃ ব্লেক তাঁহার বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন—সাইনসের বার্তাবহ কপোতটি পুস্তকের আলমারির উপর খাঁচার ভিতর স্থির ভাবে বসিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল । মিঃ বার্টন পায়রাটিকে খাঁচা হইতে বাহির করিয়া উড়াইয়া দেওয়ার জন্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন বুঝিয়া, মিঃ ব্লেক এক-টুকরা পাতলা কাগজ ও দোয়াত কলম তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, “মিঃ বার্টন, আপনি সাইনসকে যাহা জানাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা এই কাগজে লিখিয়া ফেলুন ; কিন্তু পত্রখানি যেন সজ্জ্বল হয় । সেই পত্র লেখাপায় পুরিয়া পায়রার পায়ে বাঁধিয়া দিতে হইবে ।”

ইন্স্পেক্টর কুটস গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “লেখাপায় পুরিবার পূর্বে আমি আপনার পত্রখানি দেখিতে চাই ।”

মিঃ ব্লেক সিগারেটের প্যাকেট হইতে যে পাতলা কাগজ লইয়া মিঃ বার্টনকে পত্র লিখিতে দিয়াছিলেন, মিঃ বার্টন সেই কাগজে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে তাঁহার

মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন ; তিনি লিখিলেন, “আপনার দাবীতে সম্মত হইলাম ; কোথায় কি উপায়ে টাকা পাঠাইতে হইবে জানাইবেন ।”

ইন্স্পেক্টর কুটস সেই সজ্জিষ্ঠ পত্রখানি পাঠ করিয়া দাড়ি চুলকাইয়া বলিলেন, “হাঁ, ঐ সংবাদই আমি জানিতে চাই ; কোথায় এবং কি উপায়ে টাকাগুলি দিতে হইবে ? সাইনস্ ডাকযোগে বা কোন বাহকের মারফতে টাকা পাঠাইতে বলিবে ইটা আমি বিশ্বাস করি না ; আর সে যে স্বয়ং টাকা লইতে আসিবে তাহারও সম্ভাবনা নাই । সুতরাং টাকাগুলি সে কি কৌশলে হস্তগত করিবে তাহা জানিবার জন্য আমার প্রবল আগ্রহ হুইয়াছে ।—এখন কি করিবে ব্লেক ? পায়রাটাকে ছাদে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিবে, না, খাঁচা হইতে বাহির করিয়া ঐ জানালা দিয়া উড়াইয়া দিবে ?”

মিঃ ব্লেক পত্রখানি হাতে লইয়া গোল করিয়া পাকাইলেন, তাহার পর ইন্স্পেক্টর কুটসকে বলিলেন, “ঐ দুই কার্যের একটি কাজও করা হইবে না । সার তেনরী আব এক রকম ফন্দী খাটাইতে উপদেশ দিয়াছেন । তিনি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কর্তা, গোয়েন্দাগিরিতে সুদক্ষ, অনেক রকম ফন্দী ফিকির তাঁহার জানা আছে ; কিন্তু তিনি যে ফন্দী খাটাইতে উৎসুক হইয়াছেন—তাহাতে কোন ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আমার ত মনে হয় না ।”

পায়রাটার পায়ে এলুমিনম ধাতু-নির্মিত একটি ক্ষুদ্রাকৃতি চোঙ (tiny aluminium cylinder) বাঁধা ছিল । পত্র-বহনের জন্য পল সাইনস্ই পায়রাটার পায়ে সেই চোঙ বাঁধিয়া দিয়াছিল । মিঃ ব্লেক পত্রখানি সেই চোঙের ভিতর পুরিয়া তাহার ঢাকনী আঁটিয়া দিলেন । সেই অদ্ভুত লেফাপার ভিতর পত্রখানি সুরক্ষিত হইল ।

ইন্স্পেক্টর কুটস আগ্রহ ভরে বলিলেন, “বড় সাহেব পায়রাটিকে জবাই করিয়া ‘রোষ্ট’ করিবার উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া ত মনে হয় না । তাঁহার উপদেশটি কি, শুনিতে পাই না ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “পায়রাটাকে এখানে না উড়াইয়া, ক্রয়ডনের এরোপ্লেনের আড্ডায় (aerodrome) লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছেন ।”

ইন্স্পেক্টর কুটস মি: ব্লেকের কথা র মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া সৰ্বিস্ময়ে বলিলেন, “পায়রা কি এরোপ্লেনে আরোহণ করিয়া পল সাইনসের নিকট উপস্থিত হইবে? কর্তার কি বুদ্ধি! উহাকে যদি এরোপ্লেনেরই সাহায্য লইতে হয়, তাহা হইলে উহার পিঠে ছ’খানা পাখা আছে কি জন্ত?”

মি: ব্লেক বলিলেন; “তোমার বুদ্ধির তারিফ করিতে হয়! কিন্তু তোমাদের বড় সাহেবের বুদ্ধি অতখানি তীক্ষ্ণ নহে; এজন্ত তিনি আর এক রকম মতলব করিয়াছেন। আমরা ক্রয়ডনে উপস্থিত হইবার পূর্বেই একখানি ক্রতগামী এরোপ্লেন সার হেনরীর ব্যবস্থা অনুসারে আকাশ-মার্গে ঘুরিয়া বেড়াইবে। সেই এরোপ্লেনে তাহার চালক ভিন্ন একজন সুদক্ষ দর্শকও বসিয়া থাকিবে। তাহার হাতে একটি উৎকৃষ্ট দূরবীণ থাকিবে। পায়রা যে দিকে উড়িয়া যাইবে, এরোপ্লেন তাহার অনুসরণ করিয়া সমান বেগে সেই দিকে যাইবে। পায়রাটা উড়িতে উড়িতে যেখানে নামিয়া বসিবে, দর্শক মহাশয় দূরবীণের সাহায্যে তাহা দেখিয়া স্থানটি চিনিয়া রাখিবেন।”

ইন্স্পেক্টর কুটস মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “নিতান্ত অসার ফন্সী! পায়রার পিছনে ছুটিয়া সাইনসের মত ধূর্ত ধড়িবাঁজকে গ্রেপ্তার করিবার আশা করা, আর আঁকুশি দিয়া আকাশের চাঁদ পাড়িবার আশা করা—প্রায় একই রকম কথা! এরকম ক্ষাপামী বড় সাহেবদেরই শোভা পায়। সেই বড়োর বুনো মাথা আর তোমার উর্ধ্বর মাথা—দুই মাথা এক করিয়া তোমরা যখন গোপনে পরামর্শ করিতেছিলে—তখন মনে হইয়াছিল সাইনসকে খুঁজিয়া বাহির করিবার কোন একটা সহুপায় আবিস্কৃত হইবেই; কিন্তু অবশেষে পর্কত মুষিক প্রেসব করিল! বড় কর্তী কি আশা করিয়াছেন—পায়রাটা উড়িয়া গিয়া সাইনসের বাসস্থানে প্রবেশ করিবে, এবং তাহার পায়ের কাছে বুপু করিয়া বসিয়া-পাড়িয়া, এলুমিনেমের ঐ চোঙ তাহার হাতে গুজিয়া দিবে?—বড় বড় বানরের বড় বড় পেট, এবং সেই পেটে ভুঁড়ি-বোঝাই বুদ্ধি গজ-গজ করে!”

স্থিৎ জৈষণ হাসিয়া সতুষ্য নয়নে ইন্স্পেক্টর কুটসের বিশাল ভুঁড়ির ভূগোলাঙ্কবৎ পরিধির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল; কিন্তু বুদ্ধির অতলম্পর্শ গভীরতার পরিমাণ করিতে পারিল না।

মিঃ ম্যালকম বার্টন উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া অধীর হইয়া উঠিলেন ; তিনি ক্ষতজি করিয়া বলিলেন, “মিঃ ব্লেক, আপনারা পায়রাটাকে ছাড়িয়া দেওয়ার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন—তাহাতে অনেকখানি সময় নষ্ট হইবে।—এই ভাবে সময় নষ্ট করিলে আমাদের কোম্পানীকে আরও হাজার হাজার পাউণ্ড অনর্থক দণ্ড দিতে হইবে। এতদ্বিত্ত কোন এরোপ্লেন পায়রাটার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলে পাখী ভয় পাইয়া যদি অত্র কোন দিকে চলিয়া যায়—তাহা হইলে আমরা সর্বস্বান্ত হইব। সার হেনরীর এই পরীক্ষা সফল হইবে কি না তাহার নিশ্চয়তা নাই; কিন্তু আমাদের কোম্পানীর সর্বনাশ অপরিণায়া।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনার আশঙ্কা অমূলক না হইতেও পারে ; কিন্তু পুলিশ-কমিশনরের আদেশ অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। এদেশে যতগুলি ইনসিওরেন্স কোম্পানী আছে, সকলগুলি বিধবস্ত হইয়াও যদি পল সাইনস্ ধরা পড়ে—দেশেব সুখ, শান্তি ও কল্যাণের জন্ত তাহাও বাঞ্ছনীয়।”

মিঃ বার্টন মুখ স্থান করিয়া বলিলেন, “তা বটে, কিন্তু আমার পত্রখানি অবিলম্বে সাইনসের হস্তগত না হইলে স্টেড্‌ফাষ্ট ইনসিওরেন্স কোম্পানী ভিন্ন আরও অসংখ্য লোকের সর্বনাশ হইবে।”

যাহা হউক, মিঃ ব্লেক মিঃ বার্টনের কথায় কর্ণপাত না করিয়া সদলে ওয়েষ্টমিনিস্টার-ব্রীজ অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহারা অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্বেই মিঃ বার্টন উৎকণ্ঠিত ভাবে মিঃ ব্লেকের বাহুমূল স্পর্শ করিয়া বলিলেন, “মিঃ ব্লেক, আপনি দয়া করিয়া কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিলে অমুগ্ধহীত হইব। আমি টেলিফোনে আমাদের আফিসে দুই একটি কথা বলিব। আমাদের কোম্পানীর অগ্রান্ত ‘ডিরেক্টর’ এখন আফিসেই আছেন ; সাইনসের পত্রের উত্তর দেওয়া হইল—এই সংবাদটি টেলিফোনে তাঁহাদের গোচর করিব।”

মিঃ ব্লেক যে ‘কারে’ পুলিশ-কমিশনরের আদেশ পালন করিতে যাইতেছিলেন তাহা স্কটলাণ্ড ইয়ার্ডের গাড়ী ; সুতরাং যে সকল পথের মোড়ে পুলিশ বিভিন্ন দিক হইতে আগত শকটসমূহের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল, তাঁহারা সর্বাগ্রে

মিঃ ব্লেকের 'কার' ছাড়িয়া দিতেছিল। তাঁহারা দ্রুতবেগে ষ্টি দাম ও নরবারির ভিতর দিয়া চলিবার সময় দেখিলেন—সেই অঞ্চলের কোন অট্টালিকার কাচের দ্বার জানালা ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। সেগুলি তখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ছিল। মিঃ ব্লেক যথাসাধ্য দ্রুতবেগে ক্রয়ডনের প্রান্তস্থিত 'এরোড্রোমে' উপস্থিত হইলেন। ক্রয়ডনই এখন লণ্ডনের প্রধান উড়ো-বন্দর (the chief air-port for London) এ সংবাদ পাঠক পাঠিকাগণের অজ্ঞাত নহে।

লণ্ডন পুলিশের চীফ কমিশনার সার হেনরী ফেয়ারফক্স যথাসম্ভব সম্ভবতার সহিত সকল বন্দোবস্ত শেষ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মিঃ ব্লেক সদলে ক্রয়ডনের 'এরোড্রোমে' উপস্থিত হইবামাত্র একজন কর্মচারী তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া উৎসাহে অঙ্গুলী নির্দেশ করিলেন। মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীরা উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া একখানি 'মনোপ্লেন' দেখিতে পাইলেন; তাহা কয়েক সহস্র ফিট উর্দ্ধে উঠিয়া কোন বিশালকায় শিকারী পক্ষীর স্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

পূর্বোক্ত কর্মচারী উজ্জীর্ণমান খ-পোত লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, ঐ আপনার খ-পোত, আপনারই ইঞ্জিনের প্রতীক্ষা করিতেছে; আপনি যখন ইচ্ছা কপোত ছাড়িয়া দিতে পারেন। উহার গতি অনুসারে খ-পোতের গতি নিয়ন্ত্রিত হইবে।—আকাশ এখন নির্মল, কিন্তু মেঘ করিতে কতক্ষণ?"

মিঃ ব্লেক আর সময় নষ্ট করা সম্ভব মনে করিলেন না। তিনি আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই একখানি ভিন্ন দ্বিতীয় কোন এরোপ্লেন দেখিতে পাইলেন না। তিনি সেই প্রান্তরের কেন্দ্রস্থলে (centre of the ground) উপস্থিত হইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিলেন; সেই অবসরে গগন-বিহারী এরোপ্লেনকে প্রস্তুত হইবার জন্ত বে-তারে সংবাদ (wireless message.) দেওয়া হইল। নিয়ামক-মঞ্চ (the control tower) হইতে সঙ্কেত পাঠিবামাত্র মিঃ ব্লেক খাঁচার দ্বার খুলিয়া পায়রাটাকে বাহির করিয়া লইলেন, তাহার পর হাতখানি সবেগে উর্দ্ধে তুলিয়া তাহাকে ছুড়িয়া দিলেন।

পায়রাটা ক্রমবর্ধ বলের মত সবেগে উর্দ্ধে উঠিয়া, পক্ষ বিস্তার করিয়া চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। তাহার বহুউর্দ্ধে অবস্থিত এরোপ্লেন হইতে তখন ইঞ্জিনের 'ঘ্যানর-

যানর' শব্দ উদ্ভিত হইতেছিল; কিন্তু পায়রা সেই শব্দে ভীত হইল না। সে কয়েকটা চক্র দিয়া অবশেষে উত্তর দিকে উড়িয়া চলিল। 'মনোপ্লেন'খানিও মুহূর্ত্তমধ্যে গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া সবেগে তাহার অনুসরণ করিল।

ইনস্পেক্টর কুটস বিশ্বম্ভরে মুখব্যাধান করিয়া উদ্ধৃষ্টিতে পায়রার গতি লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, “আরে! পায়রাটা কোন্ দিকে চলিয়াছে দেখিয়াছ ব্লেক: আমরা যে দিক হইতে আসিয়াছি—ওটা সেই দিকেই যে ফিরিয়া চলিল!—এখন আমাদের কি করিতে হইবে?”

মিঃ ব্লেকও পায়রা ও তাহার অনুসরণকারী থ-পোতের গতি লক্ষ্য করিতেছিলেন; উভয়েই কয়েক' মিনিটের মধ্যে তাঁহাদের দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করিল। তাহার। অদৃশ্য হইলে মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এখানকার কাজ শেষ হইয়াছে, চল, বাড়ী ফিরিয়া যাই। এরোপ্লেন হইতে উঠারা যদি পায়রাটাকে কোন বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখিতে পায়—তাহা হইলে উঠারা বে-তারে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে সংবাদ পাঠাইবে; সার হেনরী সেই সংবাদ পাইলেই তাহা আমাকে টেলিফোনে জানাইবেন। তবে এরোপ্লেনের আরোহী নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইবে—ইহা দুরাশা বলিয়াই আমার মনে হইতেছে। কিছুকাল পরেই ফলাফল জানিতে পারিব।”

মিঃ ব্লেক সদলে লগুনে ফিরিয়া চলিলেন; মিঃ ম্যালকম বার্টন উৎকণ্ঠিত ভাবে মিঃ ব্লেককে বলিলেন, “পল সাইনসের নিকট হইতে কতক্ষণ পরে উত্তর পাইব—ব্যস্তিতে পারিতেছি না। মিঃ ব্লেক, সে টাকাগুলা পাঠিলে অঙ্গীকার পালন করিবে কি? আপনার কিরূপ ধারণা?”

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “আমার ধারণা শুনিয়া আপনি আশ্বস্ত হইতে পারিবেন না মিঃ বার্টন! কোন কুকশ্বেই যে কুঞ্জিত নহে, সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে কি বিশ্বয়ের কোন কারণ আছে? সেই শয়তান যে সাংঘাতিক অস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছে—সেই অস্ত্রবলে সে যখন বহু লক্ষ পাউণ্ড অনায়াসে উপার্জন করিতে পারে—তখন আড়াই লক্ষ পাউণ্ডের লোভে সে সহসা সেই অস্ত্র সংবরণ করিবে, এম্প আশা কি দুরাশা নহে?—ইচ্ছা করিলে সে কি সমগ্র লগুন বিধ্বস্ত

করিতে পারে না?—লণ্ডনের প্রত্যেক অট্টালিকার দ্বার জানালার যেখানে বতগুলি কাচ আছে সমস্তই চূর্ণ হইয়া ঘর বাড়ীগুলি শ্রীভ্রষ্ট ও আবরণহীন হইয়াছে, এবং যেখানে যত কাচের জিনিস আছে—সমস্তই চূর্ণ হইয়া ধূলিকণায় পরিণত হইয়াছে—ইহা কল্পনা করিলে লণ্ডনের অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা বুঝিতে পারিবেন। বৈজ্ঞানিক আলোকের সম্পূর্ণ অভাব হইবে। আমাদের কোন শক্তি তাহার ত্রায় অজ্ঞেয় ও অব্যর্থ শক্তির অধিকারী?—সাইনস্ এই বিশ্বম্ভাব্য শক্তির সাহায্যে কর্তৃপক্ষকে তাহার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন প্রস্তাবে সম্মত হইতে বাধ্য করিতে পারে। সে কিরূপ অপরিমেয় শক্তির অধিকারী তাহা তাহার অজ্ঞাত নহে। আপনি কি মনে করেন—যে ইচ্ছা করিলে কুড়ি পঁচিশ লক্ষ পাউণ্ড বা ততোধিক অর্থ অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারে—সে আপনার ইন্সপেক্টর জেনারেল কোম্পানীর তুচ্ছ আড়াই লক্ষ পাউণ্ডে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার এই সাংঘাতিক অল্প সংবরণ করিবে?”

মিঃ বার্টন বলিলেন, “তবে কি তাহাকে টাকাগুলি দেওয়া আপনার মতে অকর্তব্য?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি ত ইহা সম্মত মনে করি না; তবে একথাও সত্য যে, টাকাগুলি তাহার নিকট পাঠাইলে আমরা তাহাকে ফাঁদে ফেলিবার সুযোগ পাইতে পারি। ইহাট আমাদের একমাত্র সুযোগ। পল সাইনসকে পার্কমুরের কারাগারে আবদ্ধ করিতে না পারিলে ভবিষ্যতে তাহার অত্যাচার বন্ধ হইবে—একপ আশা করিতে পারি না।”

কিছুকাল পরে মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীগণ পুনর্ব্বার বহু দূর হইতে কাচ ভাঙ্গার শব্দ শুনিতে পাইলেন। প্রথমে মৃদু হুং ঠাং শব্দ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল; ক্রমে সেই শব্দ বদ্ধিত হইয়া তাঁহাদের কর্ণপিণ্ড উৎপাদন করিল,—যেন আকাশ হইতে সহস্র সহস্র টন ভাঙ্গা কাচ শিলাবৃষ্টির ত্রায় বর্ষিত হইতে লাগিল! (As though ten thousand tons of broken glass was hailing down from the skies.)

মিঃ ব্লেকের মোটর-গাড়ীর ড্রাইভার সগুর্স হাই-রোডের মধ্যস্থলে আসিয়া

সভয়ে ব্রেক কষিয়া গাড়ী থামাইয়া ফেলিল। তাহার গাড়ীর এক দিকে একখানি ট্রাম-কার, অল্প দিকে একখানি মোটর-ব'স। এই পথের দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধ দোকান ; কয়েক গজ দূরেই থানা।

মিঃ ব্রেক গাড়ী হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িলেন। তিনি পশ্চাতে চাহিয়া অতি ভীষণ দৃশ্য দেখিতে পাইলেন ; পায় চম্পি গজ দূরে বড় বড় দোকানের পুক কাচের দ্বার ও জানালাগুলি এক সঙ্গে খন্-খন্ বন্-বন্ শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। আকাশে ঘোলা মেঘ উঠিলে যেমন মোটা মোটা বৃষ্টির ফোঁটা চড়-বড় চড়-বড় শব্দে এক দিক হইতে ক্রমে অল্প দিকে বসিত হয়, সেই ভাবে ভাঙ্গা কাচের বর্ষণ দূর হইতে ক্রমশঃ তাঁহাদের দিকে আসিতে লাগিল ; তাঁহাদের অদূরে যে সকল দোকান ছিল সেই সকল দোকানের কাচের দ্বার জানালাগুলিও কয়েক মিনিটের মধ্যে মহাশব্দে ভাঙ্গিয়া পথে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

‘বন্-বন্-বানাৎ’ শব্দ শুনিয়া মিঃ ব্রেক তাঁহাদের গাড়ীর পশ্চাতস্থিত ট্রাম-গাড়ী থানার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; দেখিলেন, সেই ট্রামগাড়ীর শ্রেণীবদ্ধ কাচের জানালাগুলি এক সঙ্গে ভাঙ্গিয়া ট্রাম-লাইনের দুই ধার আচ্ছন্ন করিল ! ট্রাম-গাড়ীতে কতকগুলি রমণী ও বালিকা ছিল, তাহারা প্রাণভয়ে আর্দ্রনাদ করিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। ট্রামগাড়ীর ড্রাইভার ব্রেকের কাছে ঘুরিয়া পড়িয়া দুই হাতে চক্ষু ঢাকিল ; একখানি ভাঙ্গা কাচ সবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার চোখে বিঁধিয়া ছিল। তাহার সেই আহত চক্ষু হইতে দর-বিগলিত ধারায় রক্ত বরিতে লাগিল।

মিঃ ব্রেকের মনে হইল তিনি ও তাঁহার সঙ্গীরা যেন ভীষণ ধ্বংশ-লীলার কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন ! তাঁহাদের দুই দিকে—পথের উভয় পার্শ্বে প্রবল বাটকাবর্ত্ত-প্রবাহিত বালুকারাশির ঝায় ভাঙ্গা কাচের গুঁড়া প্রচণ্ড বেগে বিক্ষিপ্ত হইতেছিল ; উভয় পার্শ্বের বাড়ী ঘর হইতে কেবল ভাঙ্গা কাচের বৃষ্টি ! ট্রামগাড়ী, লরি, ব'স—সকলই গতিহীন ; পথে পথিকগণের আর্দ্রনাদ ; দোকানে দোকানে দোকানের কর্মচারীগণের ক্রন্দনধ্বনি ; সকলই ব্যাকুল !—সেই সময় মিঃ ব্রেক সন্নিহনে দেখিলেন—একখানি কৃষ্ণবর্ণ সুবৃহৎ মোটর-ভ্যান (a big black

moter van) সেই পথ অতিক্রম করিয়া বিছাঘেগে ব্রিক্সটন-হিল অভিমুখে ধাবিত হইল। মিঃ ব্লেক চক্ষুর নিমেষে তাহার নব্বর প্রভৃতি দেখিয়া লইলেন।

মিঃ ব্লেক সেই কালো গাড়ীখানি দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন, এই গাড়ী তিনি পূর্বেও দেখিয়াছিলেন। সেই দিনই প্রভাতে তিনি স্কটলাণ্ড ইয়ার্ডে পুলিশ-কমিশনার সার হেনরী ফেয়ারফক্সের আফিসের ভাঙ্গা জানালা দিয়া পথের দিকে চাহিয়া এই কালো গাড়ীখানিকেই নক্ষত্রবেগে ধাবিত হইতে দেখিয়াছিলেন। এই গাড়ীখানি সেই পথ অতিক্রম করিবাব সঙ্গে সঙ্গে পুথের ছই ধারের ঘর বাড়ীর কাচের দ্বার জানালাগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল; আবার কয়েক ঘণ্টা পরে এই পথেও তিনি ঠিক সেই দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। মিঃ ব্লেক বিস্মিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল—ইহা কি কাকতালীরেয় ত্রায়? (was it mere coincidence?) কিংবা এই কৃষ্ণবর্ণ রুহৎ মোটরেব আবির্ভাবের সহিত পথপ্রান্তবর্তী অট্টালিকা-সমূহের কাচের দ্বার জানালাগুলিব চুষকাকুটে লৌহের ত্রায় আকুটে হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবার কোন কারণ আছে?

মিঃ ব্লেক বিস্ফারিত নেত্রে—তীব্র দৃষ্টিতে সেই ধাবমান কৃষ্ণবর্ণ শকটের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার ধারণা হইল, এই কালো শকটেই রহস্ত-মন্ত্র সংগৃহ্য রহিয়াছে। মুহূর্ত্তকাল পূর্বে পথের ছই ধারের ঘর বাড়ীর দরজা জানালাগুলি হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িল—উক্ত কৃষ্ণবর্ণ রহস্ত্রাবৃত শকটের আবির্ভাবই তাহার একমাত্র কারণ! মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তমধ্যে লাফাইয়া গাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, এবং সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া, কিংকর্তব্যবিমূঢ় সোফেরাবের ঘাড় ধরিয়া তাঁব্রস্বরে বলিলেন, “সম্মুখের ঐ কালো গাড়ী, ত্রিশ চল্লিশ গজ আগে চলিয়া যাইতেছে; ঐ গাড়ী ধরা চাই, এখনই উহার অনুসরণ কর। উহাকে নিমেষের জগ্ন চক্ষুর আড়ালে যাইতে দিও না। ঝড়ের মহ বেগে গাড়ী চালাও।”

মিঃ ব্লেকের এই আদেশে ড্রাইভারের বিহ্বলতা ও জড়তা মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইল। তাহার গাড়ীর সম্মুখস্থ কাচের পর্দা (wind sreen) কণকাল পূর্বে শতথণ্ডে চূর্ণ হইয়া তাহার পদপ্রান্তে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; সে দিকে আর তাহার

দৃষ্টি রহিল না। সে পূর্ণ বেগে গাড়ী চালাইয়া দিল; আকস্মিক ঝাঁকুনীতে ইন্স্পেক্টর কুটস কাত হইয়া স্থিথের ঘাড়ে পড়িলেন; স্থিথ বিকট আর্তনাদ করিয়া এক ধাক্কা ঠাঁহাকে সরাইয়া দিল। কিন্তু সে দিকে মিঃ ব্লেকের দৃষ্টি ছিল না; তিনি সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া রুদ্ধশ্বাসে চিৎকার করিয়া বলিলেন, “ঐ কালো গাড়ী! আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি—এই কদর্যা ব্যাপারের সহিত ঐ গাড়ীর নিশ্চয়ই কোন সম্বন্ধ আছে। কুটস শোন। আজ সকালে যখন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দ্বার জানালাগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল—সেই সময় ঐ গাড়ীখানাকেই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পাশ দিয়া ঐভাবে যাইতে দেখিয়াছিলাম; তুমি কি তাহা লক্ষ্য কর নাই? এই গাড়ী যে পথ দিয়া যাইতেছে—সেই পথের দুই ধারের প্রত্যেক বাড়ীর কাচের দ্বার জানালা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে!—ঐ যে একখান ট্রাম গাড়ীর পাশ দিয়া উহা চলিয়া গেল! দেখ, দেখ, ট্রামগাড়ীখানার প্রত্যেক জানালার কাচগুলি যেন উহার বাতাস লাগিয়া সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গিয়া খসিয়া পড়িল! ঐ গাড়ীর মধ্যেই কোন রকম শয়তানীপূর্ণ কৌশল আছে, তাহারই সাহায্যে—”

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্বেই মেঘ গর্জনবৎ একটা শব্দ হইল সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীখানি এক্রপ বেগে লাফাইয়া উঠিল যে, মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীরা এক সঙ্গে মুখ ওঁজিয়া গাড়ীর গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইলেন। সেই পথ তখন ভাঙ্গা কাচে আচ্ছন্ন হইয়াছিল; ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ ক্ষুরধারবৎ তীক্ষ্ণ একখানি কাচ সেই গাড়ীর সম্মুখের একখানি চাকায় বিদ্ধ হইয়া (had penetrated one of the front tyres.) সেই টায়ারখানি বিদীর্ণ করিল! সেই ধাক্কা শকটের পরিচালন-চক্র হইতে সোফেয়ারের দুই হাতই হঠাৎ খসিয়া পড়িল। সে তৎক্ষণাৎ তাহার পদ দ্বারা ‘ফুটব্রেক’ চাপিয়া ধরিল। কিন্তু সে শকটের বেগ নিয়ন্ত্রিত করিবার পূর্বেই গাড়ী সবেগে ঘুরিয়া গিয়া পথপ্রান্তবর্তী সানের উপর উঠিয়া পড়িল, এবং ঠুলি করিয়া একটি ইষ্টকনির্মিত প্রাচীরে এক্রপ জোরে ধাক্কা মারিল যে, তাহার ইঞ্জিনের আবরণটি ম্যাটবাল্কের মত চূর্ণ হইয়া গেল। তাহার সম্মুখের ধূরা পর্যন্ত বিখণ্ডিত হইল। মিঃ ব্লেক কোন প্রকারে সামলাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং আড়ষ্ট ভাবে চারি দিকে চাহিতে লাগিলেন। তিনি যে দিকে যাইতে-

ছিলেন—সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই কালো গাড়ী আর দেখিতে পাইলেন না, তাহা অদৃশ্য হইয়াছিল !

অতঃপর সেই কালো গাড়ীর অনুসরণ করা মিঃ ব্লেকের অসাধ্য হইল । তাঁহার মোটর-কার বিকল ও অচল ; তিনি যাহার অনুসরণ করিতেছিলেন, সে-ও নিকৃদ্দেশ ! লজ্জায়, মনস্তাপে, অপমানে তাঁহার মাথা যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল । কোন্ প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন—তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার হৃদয় নিরাশায় পূর্ণ হইল । তিনি ক্ষুদ্র হৃদয়ে সেই ভাঙ্গা গাড়ী হইতে পথে নামিয়া পড়িলেন, এবং হতাশ ভাবে পুনঃপুনঃ সম্মুখের পথে চাহিতে লাগিলেন । রবিকর-প্রতিকলিত ভাঙ্গা কাচের স্তূপে তাঁহার দৃষ্টি বাহত হওয়ায় চক্ষু ধাঁধিয়া গেল ; কালো ‘মোটর-ভ্যান’ কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না । তিনি অশ্রুট স্বরে বলিলেন, “কি কক্ষণেই যাত্রা করিয়াছিলাম ; পদে পদে বিষ, পদে পদে বিগদ ঘটতেছে ! ভাঙ্গা কাচের উপর দিয়া চলিতে আমাদের গাড়ীর টায়ার ফুটা হইয়া অচল হইল ; কিন্তু ঐ কালো মোটর-ভ্যান পথের সমস্ত কাচ দলিয়া নিরাপদে চলিয়া গেল । উহার চাকাগুলো নিরেট (fitted with solid tyres ?) না কি !”

ইন্স্পেক্টর কুটসের কপালে আঘাত লাগিয়া কপালের এক পাশ ভাঁটার মত ফুলিয়া উঠিয়াছিল, যেন সেখানে সিং গজাইবার উপক্রম ! তিনি সেই স্থানে হাত বুলাইতে বুলাইতে অস্ত্র হাতে টুপিটা কুড়াইয়া লইয়া ভাঙ্গা গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন, এবং মিঃ ব্লেকের পাশে আসিয়া কাতর ভাবে বলিলেন, “উঃ, পৈতৃক প্রাণটা খাঁচা-ছাড়া হইবার উপক্রম হইয়াছিল ; মনে হইতেছিল—মনে হইতেছিল আজ পৃথিবীর আসন্ন কাল উপস্থিত ! (I thought the end of the world had come) দেখ ব্লেক, দেখ ! আমার কপালখানা কি রকম ফুলিয়া উঠিয়াছে ; বাপের ভাগ্য যে, মগজের ঘি বাতির হয় নাই ! ইং, টুপিটা কি রকম তুবড়াইয়া গিয়াছে দেখিতেছ ?—পুলিশের চাকরীর কপালে মারি জুতো ।”

অনন্তর তিনি মোটর-ড্রাইভার সগুদসকে লক্ষ্য করিয়া সরোষে বলিলেন, “তোমার আক্কেলখানা কি রকম সগুদস !—তোমার কপালে কি চোখ

নাহি, না চক্ষু মুদিয়া গাড়ী চালাইতেছিলে? কি রকম আনাড়ি সোফেয়ার ভূমি?”

সওয়াস’ কোন কথা না বলিয়া মুখ কাচুমাচু করিল। মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সওয়াস’কে তিরস্কার করা অন্তায়। উহার কোন দোষ নাই। পথের উপর ভাঙ্গা কাচ শুপু পাকারে পড়িয়া আছে—একথা আমিই ভুলিয়া গিয়াছিলাম! গাড়ীর একখানি টায়ার নষ্ট হইয়াছে, চারিখানি টায়ারেই যে ভাঙ্গা কাচ ছুটয়া ফাসিয়া যায় নাই ইহাই আশ্চর্যের বিষয়! এই পথেই কিছু দূরে মোটরের একটা ‘গ্যারেজ’ আছে। আমরা সেই গ্যারেজে গিয়া আর একখানি ‘কার’ ভাড়া লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাই; এ গাড়ী “তাহারা মেরামত করিয়া পাঠাইবে।” শ্রম্ভ, ভূমি সেই গ্যারেজে গিয়া সকল ব্যবস্থা শেষ করিয়া আসিতে পারিবে?”

ইন্স্পেক্টর কুটস চ্যাপ্টা টুপিটা ঠেলিয়া-ঠুলিয়া ব্যবহারযোগ্য করিয়া মাথায় আঁটিয়া দিলেন, তাহার পর মিঃ ব্লেককে বলিলেন; “পল সাইনস্কে গ্রেপ্তার করিলাম ভাবিয়া পাঁচ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার লাভের স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। পুরস্কারের বোঝা সামলাইয়া উঠা এখন দায় হইল!—তোমারও যে কি খেয়াল হইল—সেই কালো মেটির-ভ্যানখানা ধরিবার জন্ত দিক্ বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিলে!—তোমার সেই গাড়ীখানার ভিতর কাচ ভাঙ্গিবার ঐন্দ্রজালিক দণ্ড কেহ কি লুকাইয়া রাখিয়াছে যে, গাড়ীর ভিতর সেই দণ্ডটা নড়িতেছে আর পথের দুই পাশের সকল বাড়ীর দরজা জানালায় বিল্কুল কাচ বুপ্-বাপ্ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে?”—তান দণ্ডচালনার ভঙ্গিতে মুষ্টিবদ্ধ হাতখানি শূন্যে আন্দোলিত করিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সেই কালো গাড়ীর ভিতর কোন ঐন্দ্রজালিক দণ্ড আছে কি না অনুমান করিয়া বলা কঠিন; তবে একথা সত্য যে, ঐ গাড়ীখানা যতক্ষণ এ পথে না আসিয়াছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই পথের ধারের কোন বাড়ীর দরজা জানালায় একখানিও কাচ ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। শেষে যখন পথের দুই দিকে প্রত্যেক বাড়ীর দরজা জানালা হইতে ছোট বড়, সাদা রঙ্গিন, পাতলা পুরু, সকল রকম কাচ বুপ্-বাপ্ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, সেই সময় আমি সেই দিকে চাহিয়া

দেখিলাম গাড়ীখানা দ্রুতবেগে আসিতেছে ; গাড়ী যতই অগ্রসর হইতে লাগিল হুই পাণের ঘরগুলার কাচ সেই সঙ্গে খসিয়া পড়িতে আরম্ভ হইল ! যদি আমরা আরও কিছুদূর পর্য্যন্ত ঐ গাড়ীর অনুসরণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তোমাকে দেখাইতে পারিতাম—ঐ গাড়ী যে পথে যতদূর গিয়াছে, ততদূর পর্য্যন্ত সেই পথের হুই ধারের বাড়ীগুলির কাচের দ্বার জানালা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়াছে। হাঁ, নিশ্চয়ই ইহা তোমাকে দেখাইতে পারিতাম।—পথের উপর সঞ্চিত ভাঙ্গা কাচ দেখিয়াই বুঝিতে পারিব গাড়ী কোন্ পথে গিয়াছে। আজ সকালে এই গাড়ীখানাই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। ঠিক সেই সময় তোমাদের আফিসের দ্বার জানালার কাচগুলো ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তাহাও লক্ষ্য করিয়া ছিলাম। এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণে নির্ভর করিয়া কি সিদ্ধান্ত করা উচিত, তাহা ভাবিয়া দেখিতে পার।”

ইন্স্পেক্টর কুটস মাথা নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “তাই ত, উৎকট সমস্যা ! গাড়ীখানা অদৃশ্য হইল ; উহা কি সনাক্ত করিবার কোন উপায় নাই ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “উহা আমাদের গাড়ীর পাশ দিয়া যাইবার সময় উহার পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছি ; একটু অপেক্ষা কর—বর্ণনাটা লিখিয়া লই, পরে ভুলিয়া যাইতে পারি।”

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে পকেট-বই ও বর্ণনা-কলম বাহির করিয়া লিখিলেন, “কুড়ি ঘোড়ার রক্স-ডেভিস, হুইটন ভারবাহী, কালো রঙ্গের গাড়ী ; নম্বর এল-এল ১১৩২।”—তাহার পর ইন্স্পেক্টর কুটসের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তুমি থানায় গিয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে এই গাড়ী গ্রেপ্তার করিবার জন্ত ছলিয়া বাহির করিতে পারিবে ?”

ইন্স্পেক্টর কুটস কপালের বেদনা ও টুপি়র হৃদশা ভুলিয়া গিয়া সোৎসাহে বলিলেন, “তোমার কি বিশ্বাস—সেই কাল্প্যাচা পল সাইনস্ ঐ গাড়ীর ভিতর বসিয়া যাহুকরের দাণ্ডা নাড়িতেছে ?”

মিঃ ব্লেক গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “তুমি সকল সময়েই আমাকে দৈবজ্ঞ মনে করিয়া উদ্ভট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর কেন বলিতে পার ? ঐ গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া

তোমার পরম বন্ধুটি বসিয়া আছে কি না, সে দাণ্ডা নাড়িয়া বাহুমুখে কাচের দরজা জানালাগুলি চূর্ণ করিতেছে কি না—তাহা যদি খড়ি পাতিয়া গণিয়া বলিতে পারিতাম তাহা হইলে এই দুর্কৌধ্য রহস্য ভেদের জন্ত কি এত মাথা ঘামাইতে হইত?—যাও, আর তুমি সময় নষ্ট করিও না। আমি এখনই বাড়ী ফিরিয়া যাইব, সেখানে গিয়া হয়ত সার হেনরীর নিকট হইতে কোন সংবাদ পাইব। সাইনস্কে ধরিবার জন্ত তিনি যে ফাঁদ পাতিয়াছেন, সেই ফাঁদে সে পড়িতেও পারে।”

স্থিতি মিঃ ব্লেকের আদেশে পূর্বেই অদূরবর্তী ‘গ্যারেজে’ উপস্থিত হইয়াছিল। সে অবিলম্বে একখানি গাড়ী লইয়া আসিল, এই গাড়ীর চাকাগুলি নিরেট। কাঁচ ফুটিয়া ফাটিবার বা ফাঁসিবার আশঙ্কা ছিল না। মিঃ ব্লেক, স্থিতি কুটুস ও বাটনকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী চলিলেন, এবং কুড়ি মিনিটের মধ্যেই তিনি বাড়ী ফিরিলেন। তিনি সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিতে উঠিতে তাঁহার টেলিফোনের বান্বানি শুনিতে পাঠিলেন। তিনি ব্যগ্রভাবে টেলিফোনের রিসিভার ধরিয়া ছই তিন মিনিট কান পাতিয়া কি কথা শুনিলেন, ইন্স্পেক্টর কুটুস তাহা বুঝিতে পারিলেন না। মিঃ বাটন শুদ্ধ ভাবে চেয়ার বসিয়া রহিলেন।

মিঃ ব্লেক রিসিভার রাখিয়া বিষম ভাবে সরিয়া দাঁড়াইতেই ইন্স্পেক্টর কুটুস তাঁহাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন বর্ষণে বিভ্রত করিয়া তুলিলেন; কিন্তু মিঃ ব্লেক মুখভার করিয়া ক্ষুদ্র স্বরে বলিলেন, “অত ব্যস্ত হইয়া লাভ নাই কুটুস! পল সাইনস সত্যই যাহুকর কি না তাহা বলা কঠিন। আমরা যখন যাহা করি, যে ফন্দী ফিকির খাটাই—তাহাই সে জানিতে পারে! সাইনসের কালো পায়রার গম্ভ্য স্থানটি লক্ষ্য করিবার জন্ত ক্রয়ডন হইতে এরোপ্লেন তাহার অনুসরণ করিয়াছিল দেখিয়াছ ত? সেই এরোপ্লেনে বসিয়া যে দর্শক পায়রাটার গতি লক্ষ্য করিতেছিল—সে সার হেনরীকে কি সংবাদ দিয়াছে শুনিলে তোমার মূর্ছার উপক্রম হইবে। সার হেনরী আমাকে টেলিফোনে বলিলেন—এরোপ্লেনে পায়রার অনুসরণের চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে, কারণ যাহার উপর পায়রার গতি লক্ষ্য করিবার ভার ছিল সে তাঁহাকে জানাইয়াছে—এরোপ্লেন উজ্জ্বলভাবে সাইনসের সেই কালো পায়রার অনুসরণ করিবার একটির পরিবর্তে এক ঝাঁক কালো পায়রা বন্-বন্ করিয়া চতুর্দিকে

উড়িয়া চলিল ! উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম যে দিকে সে দৃষ্টিপাত করে—সেই দিকেই পাঁচ ছয়টি পায়রা !—এরোপ্লেন কোন্ ঝাঁকের অনুসরণ করিবে ?—কোন্ পায়রার পায়ে বাটনের চিহ্নি বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এরোপ্লেনে বসিয়া দূরবীণের সাহায্যেও তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না ।”

ইন্স্পেক্টর কুটুস এই সংবাদ মধ্যাহ্ন হইয়া বলিলেন, “তবে কি সেই দর্শকের চোখে ধাঁধা লাগাইবার জন্ত নষ্টামী করিয়া ঐ রকম এক ঝাঁক পায়রা ঐ সময় উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল ? এ যে বড়ই তাৎক্ষণিকের কথা !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “পোষা পায়রা আকাশে উড়িয়া খেলা দেখায়—ইহাতে বিশ্বাসের কোন কারণ নাই ; কিন্তু ক্রয়ডনের এরোপ্লোম হইতে উল্কাকাশে একটি পায়রা ছাড়িবার কিছু পবেই সেই রকম কালো কুড়ি পাঁচশটি পায়রা ঝাঁক বাঁধিয়া উড়িতে আরম্ভ করিল—ইহা যে ঐ কাচভাঙ্গার মতই ছকোখা রহস্যপূর্ণ ব্যাপার, এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই । আমাদের বিশ্বাস, আমাদের গুপ্ত পরামর্শ কোন উপায়ে সাইনস্ বা তাহার দলের কোন লোক জ্ঞানিতে পারিয়াছিল। আমরা ক্রয়ডনের এরোপ্লোম হইতে সাইনসের পায়রা উড়াইয়া দিব—এ সংবাদ সে কিরূপে জানিতে পারিল ? আর এরোপ্লেন তাহার পায়রার অনুসরণ করিবে, এই গুপ্ত সংবাদই বা তাহাকে কে জানাইল ?”

ইন্স্পেক্টর কুটুস বলিলেন, “গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে শয়তান লণ্ডনের অসংখ্য দরজা জানালা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিল, তাহার পক্ষে আকাশে এক ঝাঁক পায়রা উড়াইয়া আমাদের অভিসন্ধি ব্যর্থ করা কি কঠিন কাজ ? পায়রা লেজে বাঁধিয়া আমাদের ক্রয়ডনে যাওয়া অনর্থক হইয়াছে । এখন একবার টেলিফোনে খবর লইয়া দেখি—সেই কালো গাড়ীর কোন সন্ধান হইল কি না । আমি পূর্বেই সেই গাড়ীর সন্ধান লইতে লোক নিযুক্ত করিয়াছি ।”

ইন্স্পেক্টর কুটুস টেলিফোনে সংবাদ লইয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, “আমি বাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম—তাহাই সত্য হইয়াছে ব্লেক ! এল. এল. ০০৩২ নং গাড়ী নাই ; কুড়ি ঘোড়ার রকস্প্রি-ডেভিস্ দুইটন-মালবাহী কালো রঙ্গের গাড়ী লণ্ডনের পথে পথে ন্যূনাধিক্য তিন শতখানি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে !”

মিঃ ব্লেক হতাশভাবে বলিলেন, “সেই জন্তাই সাইনস্‌ এই রকম গাড়ীর সাহায্যে শয়তানী চাল চালিতেছে ; সে জানে এই রকম সাধারণ গাড়ী সকল পথেই সর্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহা দেখিয়া কাগরও মনে সন্দেহের উদয় হইবে না। গাড়ীতে একটা কল্লিত নম্বর আঁটিয়া দিয়াছে ; সুতরাং তাহার গাড়ী ধরা পড়িবার ভয় নাই। সাইনস্‌ এই গাড়ীর সাহায্যেই তাহার শয়তানী চাল চালিতেছে—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কি উপায়ে সে ইহা করিতেছে—তাহা আবিষ্কার করিতে পারিলে আমরা কতকটা নিশ্চিত হইতে পারি।”

মিঃ বার্টন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “আমি এখন আমাদের ইন্সপেক্টর আফিসে চলিলাম। আমার বিশ্বাস—আমার পত্র ইতিমধ্যেই সাইনসের হস্তগত হইয়াছে। শীঘ্রই বোধ হয় তাহার উত্তর পাইব। সে টাকার্গু সন্তবতঃ নগদে ও ট্রেজারি-নোটে চাহিয়া পাঠাইবে ; কিন্তু এই বিপুল অর্থ কোন ব্যক্তিই অল্প সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে পারিবে না। আমি সাইনসের পত্র পাইবামাত্র আপনাকে টেলিফোনে সংবাদ পাঠাইয়া ফটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যাইব।”

মিঃ বার্টন মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক দ্বারের দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া স্থিথকে নিম্নস্বরে বলিলেন, “শীঘ্র উহার অনুসরণ কর।—বার্টন ফটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যাইবে বলিল ; ফটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যাইবার পূর্বে সে যেখানে যাইবে—ছায়ায় ভ্রায় তাহার অনুসরণ করিবে ; কিন্তু সাবধান, তুমি তাহার অনুসরণ করিতেছ—ইহা যেন সে বুঝিতে না পারে।”

স্থিথ মিঃ ব্লেকের আদেশ শুনিয়া বিস্মিত হইল। পল সাইনসের মহাশত্রু ম্যালকম বার্টনকে সন্দেহ !—ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত বলিয়াই তাহার ধারণা হইল। স্থিথ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল না ; তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার সাহস বা অবসর হইল না। সে তৎক্ষণাৎ সিঁড়ি দিয়া নামিয়া মুহূর্ত্তে অদৃশ হইল।

ম্যালকম বার্টনের স্বার্থরক্ষার জন্তই এত কাণ্ড ; মিঃ ব্লেক তাঁহাকেই সন্দেহ করিলেন !—ইন্সপেক্টর কুটস চেয়ারে বাসিয়া পুনঃ পুনঃ সজোরে নাক ঝাড়িতে লাগিলেন। এই মুদ্রা দোষটি কুটসের চরম বিশ্বাসেরই নিদর্শন।

নবম লহর

স্থান ও সময়

স্মিথের অন্তর্দ্বারের দুই এক মিনিট পরে ইন্স্পেক্টর কুটস হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া মিঃ ব্লেককে আগ্রহ ভরে বললেন, “স্মিথ বাটনের অনুসরণ করিল কেন ? আমি ত ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “বুঝিবার মত কারণ কিছুই নাই ; বাটনের কোন বিপদ ঘটিতেও পারে—এই আশঙ্কায় স্মিথকে তাহার উপর নজর রাখিতে পাঠাইলাম। সাইনস্ অতঃপর কি করিয়া বসিবে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা সাইনস্কে গ্রেপ্তার করিবার জন্ত যে কোন কৌশল অবলম্বন করিতেছি—তাহাই সে ব্যর্থ করিতেছে ! সে কিরূপে জানিত পাবিল আমরা ক্রয়ডনের এরোড্রোম হইতে তাহার পায়রা উড়াইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম ?—ইহা জানিবার জন্ত আমার কোতূহল হইয়াছে।”

ইন্স্পেক্টর কুটস বলিলেন, “হাঁ, উহা জানিবার জন্ত আমারও অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে ; কিন্তু তাহা জানিবার উপায় কি ? আমি ত কোনও উপায় দেখিতে পাইতেছি না। আমাদের বড় সাহেব তোমার সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া সাইনসের পায়রা ক্রয়ডনে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তোমাদের দুই জনের ভিন্ন অল্প কাহারও ঐ সংবাদ জানিবার উপায় ছিল না। এমন কি, আমি তোমার সঙ্গে থাকিলেও, ক্রয়ডনে যাত্রা করিবার পূর্বে ঐ সংবাদ আমিও জানিতে পারি নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সে কথা সত্য ; কিন্তু যদি তুমি কিছু মনে না কর—তাহা হইলে আমি একটা ছোট রকম পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে পারি, তবে পরীক্ষা সফল হইবে কি না তাহার নিশ্চয়তা নাই।”

মিঃ ব্লেক উঠিয়া তাহার বেহালা বাজ হইতে বেহালা ও বেহালায় ছড় বাহির

করিয়া আনিলেন। ডিটেক্টিভ হইলেও তিনি অবসর কালে বেহালা বাজাইয়া ভূপ্তিলাভ করিতেন। ওস্তাদের নিকট তিনি বেহালা শিখিয়াছিলেন—এবং অনেক ‘নীলকমল’ অপেক্ষা ভাল বেহালা বাজাইতে পারিতেন।

তিনি বেহালাখানি চিবুকের নীচে উচু করিয়া ধরিয়া, তাঁরগুলি যথাযোগ্য ভাবে বাঁধিয়া লইয়া কয়েকখানি গৎ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন ; বেহালার ছড় প্রত্যেক তন্ত্রী স্পর্শ করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিতে লাগিল।

ইন্স্পেক্টর কুটুস বিশ্বম্ভরে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঠাঁহার হাতে তখন অসংখ্য কাজ, কাজে কাজে একমুহূর্ত নষ্ট করিবার উপায় ছিল না—তিনি তখন বেহালা লইয়া সা রে গা মা সাধিতে আরম্ভ করিলেন !

অবশেষে মিঃ ব্লেক একটি সুদীর্ঘ স্তম্ভুর গৎ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন, বেহালায় স্বর-লহরীতে বায়ুস্তর স্পন্দিত হইতে লাগিল ; কিন্তু হঠাৎ কাচ ভাঙ্গিয়া পড়িবার শব্দ-শব্দ শব্দে সেই স্বর-লহরী ব্যাহত হইল ; সেই সঙ্গে মিঃ ব্লেকের আঙ্গুল হইতে বেহালার ছড় খসিয়া পড়িল। তিনি ও ইন্স্পেক্টর কুটুস তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বিশ্বয়-বিস্ফারিত নেত্রে ম্যান্টলপিসের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—বেলোয়ারি কাচের একটি টম্‌লার হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে !

ইন্স্পেক্টর কুটুস সভয়ে বলিলেন, “কি সর্বনাশ, আবার কি কাচ ভাঙ্গা শুরু হইল !”—তিনি তৎক্ষণাৎ পথের দিকের জানালার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং বেকার স্ট্রীটে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “কৈ, এ পথে ত সেই কালো গাড়ী নাই ; অন্য কোন রকম গাড়ীও পথে দেখা যাইতেছে না। কালো গাড়ী যে পথে চলে, সেই পথেই দুই পাশের বাড়ীর কাচ ভাঙ্গে—তোমার এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত ত তবে মিথ্যা ব্লেক।”

মিঃ ব্লেক ঠাঁহার হাতের বেহালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পরমুহূর্তে ম্যান্টলপিসস্থিত ভাঙ্গা টম্‌লারটি লক্ষ্য করিলেন ; তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। উৎসাহে ঠাঁহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইল। তিনি আবেগ ভরে বলিলেন, “আমার সিদ্ধান্ত সত্য হউক, মিথ্যা হউক,—আমি এইবার প্রকৃত রহস্যের কতকটা আভাস পাইয়াছি বলিয়াই বিশ্বাস হইতেছে। আমার ঐ গ্যাসটা হঠাৎ ভাঙ্গিয়া

পড়িল—একত্র পল সাইনস্কে দায়ী করিবার উপায় নাই ; এই গ্যাস-ভাঙ্গার সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। আমি অল্পকাল পূর্বে বেহালায় যে গুণ বাজাইতে ছিলাম—তাহাই গ্যাস ভাঙ্গিবার কারণ।”

ইনস্পেক্টর কুটস তীব্র স্বরে বলিলেন, “তুমি পাগলের মত ও কি কথা বলিলে, আমি বুঝিতে পারিলাম না ! বেহালায় বাজনা শুনিয়া কখন কখন বিরহী প্রেমিক-দের হৃদয় বিদীর্ণ হয় শুনিযাছি, কিন্তু মদের গ্যাস ভাবাবেশে খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে—এ কথা তোমার মুখেই প্রথম শুনিলাম ! ও কথা আর কাহারও কাছে প্রকাশ করিও না, তোমার বুদ্ধির প্রকৃতিহুতায় সন্দেহ করিবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কলঙ্ক যখন বলিয়াছিলেন আটলান্টিকের অপর পারে দেশ আছে—তখন বড় বড় পণ্ডিত তাঁহার বুদ্ধির প্রকৃতিহুতায় সন্দেহ করিয়াছিলেন ! কিন্তু আমি কোন নূতন কথা বলিতেছি না, কোন নূতন তথ্যও আবিষ্কার করি নাই। আমার কথা অত্যন্ত সহজ। এ কথা সর্ববাদীসম্মত যে, প্রত্যেক কাচের একটি স্বতন্ত্র ধ্বনি আছে ; তাহা স্পন্দিত হইতে পারে। কোন বেহালায় যদি তাহার ঠিক অনুরূপ ধ্বনি উৎপাদন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহার অনুরনণে সেই কাচের অণু পরমাণু এভাবে স্পন্দিত হয় যে, তাহার কলে সেই কাচ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। (vibrates to such an extent that it shatters to pieces.) এই কৌশলটি পুরাতন। (an old trick.) ইহার কাৰ্য্যকারিতা আমি পূর্বেও পরীক্ষা করিয়াছি।—পল সাইনস্ যে অজ্ঞাত শক্তির সাহায্যে আজ জনসাধারণের সহস্র সহস্র পাউণ্ড মূল্যের কাচের আসবাব ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে, তাহার কাৰ্য্যকারিতা কাচের প্রকৃতিগত এই বিশিষ্টতার উপর নির্ভর করিতেছে—এ কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়।”

ইনস্পেক্টর কুটস দাড়ি চুলকাইতে চুলকাইতে সন্দিক্ত দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “সাইনসের গুণ তাইয়া তুমিই পাগল হইলে, না আমারই মাথা বিগড়াইল—ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না ! তোমার যুক্তি শুনিয়া মনে হইতেছে—সাইনস্ তাহার সেই কুড়ি ঘোড়ার

শক্তিসম্পন্ন কালো গাড়ীতে বসিয়া মনের আনন্দে বেহালা বাজাইতেছে, আর গাড়ী পথ দিয়া যেমন দৌড়াইতেছে—অমনি বেহালার সঙ্গীত শুনিয়া ছুই ধারের সকল বাড়ীর দরজা জানালার কাচ বিরহী প্রণয়ীর হৃদয়ের মত ফটাফট ফাটিয়া বন্বন্ শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে !—আমিও ছুই এক বোতল টানি বটে, কিন্তু ভাটাকে ভাটা সাবান না করিলে ত এমন তথ্য আবিষ্কার করিতে পারা যায় না !”

মিঃ ব্লেক রাগ করিয়া বলিলেন, “আমি ভাটা সাবানের মত কোন কথা বলি নাই। আমার বক্তব্য এই যে, পল সাইনস বৈজ্ঞানের সাহায্যে এক্ষণে কোন শক্তি আয়ত্ত করিয়াছে—যাহার প্রয়োগে সে প্রবল শব্দ-তরঙ্গ উৎপাদনের কোন-প্রণালী (Some method of generating powerful sound-wave) কার্যোপযোগী করিতে সমর্থ হইয়াছে। সেই শব্দ-তরঙ্গের মূর্ছনা মনুষ্যের শ্রবণেন্দ্রিয়ের ধারণা করিবার সামর্থ্য না থাকিলেও (beyond the capacity of the human ear to detect them,) তাহা কোন নির্দিষ্ট স্থানে যাবদীর কাচ-নির্মিত সাজ সরঞ্জামে প্রচণ্ড স্পন্দন উপস্থিত করিয়া সেগুলি চূর্ণ ও শত খণ্ডে বিভক্ত করিতেছে।—আমার এই উক্তি অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইতে পারে; তাহাতে কলমে ইহা কাজে লাগিবে না (impracticable) বলিয়াই হয় ত তোমার মত অনেকেরই ধারণা হইবে। কিন্তু এখন আমার স্বরণ হইতেছে—কিছু দিন পূর্বে লণ্ডনের কোন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় এই বিষয় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া-ছিলাম; তাহাতে একথারও উল্লেখ ছিল যে, লণ্ডনের কোন প্রথিতনামা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত (A prominent London scientist) একটি বে-তার শব্দ-তরঙ্গের যন্ত্র (A wireless sound-wave instrument) আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ইহা কয়েক বৎসর পূর্বেই কথা; তখন সেই নবাবিস্কৃত যন্ত্রের কার্যকারিতার পরীক্ষা চলিতেছিল। এত দিনে সেই যন্ত্রের সকল ত্রুটি সংশোধিত হইয়া তাহা সম্পূর্ণ কার্যোপযোগী হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।”

ইনস্পেক্টর কুটস অবিশ্বাস ভরে নাসিকাগর্জন করিলেন। তাহার পব মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “এই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগুলা কোন্ দিন বলিবে—তাহারা খোদা

অন্ন মারিমাছে, মরা মানুষের খাসঘস্লে পিচ্কিরির সাহায্যে প্রাণ-বায়ু ঢুকাইয়া তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছে ! যদি কোন বৈজ্ঞানিক ঐ রকম অদ্ভুত ‘শব্দ-যন্ত্রের বে-তার তরঙ্গ’ না কি বলিলে—তাহা সত্যই আবিষ্কার করিয়া থাকে, তাহা হইলে ষ্টেডফাষ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর অন্ন মারিবার জন্ত সাইনস্ তাহা কিরূপে হস্তগত করিবে ? যদি সে সেই যন্ত্র চুরি করিয়া থাকে—তাহা হইলে কি বৈজ্ঞানিক মহাশয় পুলিশে খবর না দিয়া বা খবরের কাগজে হৈ-টৈ না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন “হাঁ, তোমার একথা সঙ্গত বটে !”

মিঃ ব্লেক উঠিয়া তাঁহার পুস্তক পূর্ণ আলমারীর নিকট উপস্থিত হইলেন । সেই আলমারিতে তাঁহার সংগৃহীত ‘ইন্ডেক্স’-বহি সঞ্চিত ছিল । তিনি প্রথম-যৌবনে গোয়েন্দাগিরি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার পর এ কাল পর্য্যন্ত যে সকল অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় সংবাদ পত্রাদিতে প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছেন—তাহাই কাটিয়া এই সকল ইন্ডেক্স-বহিতে আঁটিয়া রাখা হইয়াছিল । ইহা তাঁহার মহামূল্য সংগ্রহ-পুস্তক । তিনি এক একখানি পুস্তক খুলিয়া পাতা উন্টাইতে উন্টাইতে কাগজে কি লিখিতে লাগিলেন ; এবং একখানি খাতা শেষ করিয়া আর একখানি খাতা পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন । এই ভাবে কয়েক মিনিট অতীত হইলে হঠাৎ বন্-বন্ শব্দে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল ।

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া টেলিফোনেব রিসিভার তুলিয়া লইলেন ; কিন্তু এক মিনিটের মধ্যেই তিনি রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া ইন্স্পেক্টর কুটসকে বলিলেন, “ম্যালকম বার্টন টেলিফোনে সংবাদ দিল । আমাদের কাজ করিবার সময় আসিয়াছে কুটস ! আমরা ‘পায়রার ডাকে’ (pigeon-post) সাইনস্কে যে পত্র পাঠাইয়াছি, তাহার উত্তর পাঠাইতে সে বিলম্ব করে নাই । বার্টন তাহার পত্র পাইয়াই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে গিয়াছে । আমাদের গকেও সেখানে এই মুহূর্ত্তেই যাইতে হইবে ।”

ইন্স্পেক্টর কুটস বলিলেন, “তাহাতে আর আপত্তি কি ?—কিন্তু তুমি যে বে-তার শব্দ-তরঙ্গ, কাঁচ ফাটাইবার গানের যন্ত্র প্রভৃতি বড় বড় কথা বলিয়া আমার

চমক লাগাইয়া দিয়াছিল—সেগুলি কি হঠাৎ মাঠে মারা যাইবে?—সত্য সত্যই এই রকম কোন যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে? না, কোন মার্কিনী কাগজে (yankee paper) এই আড্ডার খবরটি বাহির হইয়াছিল?”

মিঃ ব্লেক্‌ কুটসকে সঙ্গে লইয়া নিম্নতর ভাবে ট্যান্সিতে উঠিলেন। ট্যান্সি তাঁহাদিগকে লইয়া অতি সন্তুর্পনে ওয়েষ্টমিনিস্টার অভিমুখে ধাবিত হইল। মিঃ ব্লেক্‌কে নীরব দেখিয়া ইন্স্পেক্টর কুটস উৎসাহ ভরে বলিলেন, “মুখ বুজিয়া বসিয়া রহিলে যে! তবে কি সত্যই উহা আড্ডার খবর?”

মিঃ ব্লেক্‌ বলিলেন, “বিনাপ্রমাণে আমি কোন কথা বলি না, তাহা কি তুমি জান না? তিন বৎসর পূর্বে ২৪ এ অক্টোবর তারিখের ‘টাইম্‌স্‌’ পত্রিকায় কি প্রকাশিত হইয়াছিল শোন; আমি আমার ‘ইন্ডেস্ক-বহি’ হইতে তাহা টুকিয়া আনিয়াছি। এই তারিখের ‘টাইম্‌স্‌’ লিখিয়াছে—‘সেপ্টিমস্‌ কন্‌ নামক কোন অধ্যাপক তাঁহার আবিষ্কৃত বে-তার শব্দ-তরঙ্গের কাৰ্য্যকারিতার ফল প্রদর্শনের জন্য কয়েকজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া জানাইয়াছেন—তিনি সেই বে-তার শব্দ-তরঙ্গ দ্বারা কাচ ভাঙিতে সমর্থ। (he claimed his ability to fracture glass.) এই উপায়ে তিনি কয়েকটি কাচের টম্বলার ও ফুলদানী চূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।”

ইন্স্পেক্টর কুটস অবিশ্বাস ভরে বলিলেন, “আমাদের সৰ্ব-প্রধান সংবাদ-পত্র ‘টাইম্‌স্‌’এ এই আশ্চর্য্য খবর ছাপা হইয়াছিল? সাপের তিন পা, মানুষের পেটে বাঘের বাচ্চা—এও সেই রকম নয়? এই অদ্ভুত আবিষ্কার সম্বন্ধে আর কোন উচ্চ বাচ্য শুনিতে পাওয়া যাই নাই—বোধ হয়?”

মিঃ ব্লেক্‌ বলিলেন, “সে সংবাদ আমার জানা নাই; কিন্তু আমি অধ্যাপক সেপ্টিমস্‌ কসের ঠিকানা জানিতে পারিলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে রহস্যের এই একটা ছল ভাঙ হস্তগত করিতে পারিব। ইহা উপেক্ষা করিবার বিষয় নয় কুটস!”

মিঃ ব্লেক্‌ ও ইন্স্পেক্টর কুটস স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সম্মুখে গাড়ী হইতে নামিয়া বারান্দার উপর শ্মিথকে দেখিতে পাইলেন; সে ধূমপান করিতে করিতে কাচের

মিস্ত্রীদের কাজ দেখিতেছিল। মিস্ত্রীরা ভাঙ্গা দ্বার জানালায় নানা প্রকার নূতন কাচ বসাইতেছিল।

স্থিথ মিঃ ব্লেককে দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, “ম্যালকম বার্টন কয়েক মিনিট পূর্বে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে প্রবেশ করিয়াছে। আমি তাহার অনুসরণ করিয়া এখানে আসিয়াছি।”—তাহার পব সে তাহার কানে কানে আরও কয়েকটি কথা বলিল। তাহা শুনিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, “বাহবা স্থিথ, আমি তোমার কাজে খুসী হইয়াছি। আমার বিশ্বাস, আমরা শীঘ্রই কোন বিষয়কর রহস্য আবিষ্কার করিব। তুমি বলিলে বার্টন আমাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সোজা তাহার উইনী ষ্ট্রীটের বাড়ীতে গিয়াছিল, পথে আর কোথাও যায় নাই। সে যতক্ষণ বাড়ীতে ছিল, সেই সময় কেহ কি তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল? কোন পত্রবাহক চিঠিপত্র আনিয়াছিল?”

স্থিথ মাথা নাড়িয়া বলিল, “না কর্তী, জনপ্রাণীকেও সে সময় তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখি নাই; কেহ কোন চিঠি পত্র লইয়াও যায় নাই। আমি তাহার বাড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলাম; কোন লোক সেখানে যাইলে নিশ্চয়ই তাহাকে দেখিতে পাইতাম।”

মিঃ ব্লেক অশ্রুত স্বরে বলিলেন, “কিন্তু বার্টন বাড়ী ফিরিয়াই পল সাইনসের পত্র পাইয়াছে শুনিলাম! কোন লোক তাহার বাড়ীতে না আসিলে সাইনসের পায়রা-দূত কি এই পত্রও লইয়া আসিয়াছে?—চল, আমরা আফিসে যাই, সেখানে নিশ্চয়ই কোন নূতন সংবাদ শুনিতে পাইব।”

মিঃ ব্লেক ইন্স্পেক্টর কুটস ও স্থিথকে সঙ্গে লইয়া পুলিশ-কমিশনরের আফিসে প্রবেশ করিয়া, সেখানে সার হেনরী'র সম্মুখে ম্যালকম বার্টন ও সুপারিণ্টেন্ডেন্ট কাউলীকে দেখিতে পাইলেন। সার হেনরী মিঃ বার্টন ও কাউলীর সহিত নিয়ন্ত্রণে কি পরামর্শ করিতেছিলেন। তিনি মিঃ ব্লেককে দেখিয়া বাতাসে মাথা ঠুকিয়া নিঃশব্দে অভিবাদন করিলেন, তাঁহার মুখ মৃদুহাস্তে উজ্জ্বল হইল।

মিঃ ব্লেক তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিলে সার হেনরী টেবিল হইতে একখানি চিঠির কাগজ তুলিয়া লইয়া বলিলেন, “মিঃ বার্টন সাইনসের শেষ পত্রও পাইয়াছেন!

সাইনস্ এত শীঘ্র উহার পত্রের উত্তর দিতে পারিবে—ইহা আমি পূর্বে ধারণা করিতে পারি নাই। আমার বিশ্বাস, সেই রাস্কেলটা সহরের সীমার মধ্যেই কোথাও লুকাইয়া আছে। (is hiding some where within the Metropolitan area.) তাহার পত্রখানি পড়িয়া দেখুন মিঃ ব্লেক, এই পত্র সম্বন্ধে আপনার অভিমত শুনিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে।”

মিঃ ব্লেক পত্রখানি হাতে লইয়া প্রথমেই পত্রের মাথায নেকড়ের মুণ্ড অঙ্কিত দেখিলেন। সুপরিচ্ছন্ন হস্তাকরে তাহাতে লেখা ছিল,—

“তোমার নিকট যে আড়াই লক্ষ পাউণ্ডের দাবী করিয়াছি, তাহা তুমি প্রদান করিতে সম্মত হওয়ায় আমি আবদ্ধ অনুষ্ঠান স্থগিত করিলাম। (suspended.) টাকাগুলি নগদে অর্থাৎ ট্রেজারি-নোটে (Treasury notes) দাখিল করিতে হইবে। ঐ আড়াই লক্ষ পাউণ্ডের ট্রেজারি-নোট তুমি উপযুক্ত আকারের পোর্টম্যান্টোতে বা থলিতে পুরিয়া আজ রাত্রি বাণ্টার সময় মেকম্বারি রিং এবং কেল্‌ম্বল (in the centre of Melcombury Ring.) ডুইড্‌স্-ষ্টোনের গোড়ার রাখিয়া আসিবে।

তুমি সেখানে একাকী যাও বা কোন অনুচর সঙ্গে লইয়া যাও, তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; কিন্তু যদি কোন ব্যক্তিকে আজ রাত্রি বারটা হইতে পৌনে একটার মধ্যে উক্ত ডুইড্‌স্-ষ্টোনের তিনশত গজের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে সে জন্ত তোমার আক্ষেপের সীমা থাকিবে না।

পল সাইনস্”

মিঃ ব্লেক পত্রখানি পাঠ করিয়া একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিলেন। সাইনসের স্পর্ধার পরিচয় পাইয়া তিনি বিশ্বয়ে স্তম্ভিত হইলেন। তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া সারি হেনরীকে বলিলেন. “মেকম্বারি রিং আমার সুপরিচিত স্থান। ষ্টিনিংএর কয়েক মাইল পশ্চিমে সসেক্স-প্রান্তরে ইহা অবস্থিত। এই ‘রিং’ টি পেয়ালার মত গোলাকার নিম্নভূমি। ইহার ব্যাস প্রায় আধ মাইল। এই সুবিস্তৃত বৃত্তটির ঠিক কেল্‌ম্বলে একখানি সমতল প্রান্তর দুইটি প্রান্তর-সম্বন্ধে উপর সংস্থাপিত আছে। ইহাই-‘ডুইড্‌স্-ষ্টোন’।—এই স্থানটি সম্পূর্ণ নির্জন; ইহার চতুর্দিকে

কয়েক মাইলের মধ্যে কোন লোকায় নাই, কেবল ইহার উত্তর প্রান্তে একটি পরিত্যক্ত জীর্ণ কারখানা দেখিতে পাওয়া যায়।”

সার হেনরী ফের্গারফল্‌স মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া বলিলেন, “আমি ঐ অঞ্চলের জরীপের নম্মা খুলিয়া স্থানটি পরীক্ষা করিতেছিলাম; আপনি স্থানটির যে পরিচয় দিলেন, তাহা ঠিক মিলিয়াছে দেখিতেছি। সুইনস্‌ এক্ষণে অদ্বুত স্থানে টাকাগুলি গচ্ছিত রাখিতে আদেশ করিল কেন বুঝিতেছি না। বিশেষতঃ, সে একটা বিষয় লক্ষ্য করে নাই বলিয়াই মনে হইতেছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “একটা বিষয় লক্ষ্য করে নাই! কোন বিষয়?”

সার হেনরী বলিলেন, “আজ পূর্ণিমা, স্মৃতরাং রাত্রি বারটার সময় পূর্ণচন্দ্র মাথার উপর দেখিতে পাওয়া যাইবে। আপনি যে পরিত্যক্ত কারখানার কথা বলিলেন—তাহা উক্ত রিং‌এর মধ্যস্থল হইতে তিনশত গজেরও অধিক দূরে অবস্থিত। সেই কারখানায় প্রহরীরা লুকাইয়া থাকিলে উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে তাহার দূরের লোক অন্যাসে দেখিতে পাইবে; তাহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া কেহই ড্রুইড্‌স্‌-ষ্টোনের নিকট উপস্থিত হইতে পারিবে না। যে ব্যক্তি সেখানে মিঃ বার্টন কর্তৃক সংরক্ষিত নোটের খলি আনিতে যাইবে—তাহাকে রিং‌এর ভিতর নামিয়া ঐ তিনশত গজ পথ অতিক্রম করিতে হইবে। স্মৃতরাং আজ রাত্রি বারটা হইতে পৌনে একটাব মধ্যে যদি কাগাকেও উক্ত তিনশত গজের মধ্যে দেখিতে না পাওয়া যায়—তাহা হইলে পল সাইনসের এই সতর্কতা কি বিফল হইবে না?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সাইনসের মত চতুর লোক একথা চিন্তা কণে নাই, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন! অথচ আজ পূর্ণিমার রাত্রে কেহ ড্রুইড্‌স্‌-ষ্টোনের নিকট উপস্থিত হইলে দূরস্থ প্রহরীগণের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিবে বলিয়াও মনে হয় না।—মিঃ বার্টন, সাইনসের এই পত্র কে আপনার নিকট লইয়া আসিয়াছিল বলুন ত।”

ম্যালকম বার্টন মিঃ ব্লেকের এই আকস্মিক প্রশ্নে চমকিয়া উঠিলেন; কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, “আমি উহা আমার চিঠির বাক্সের (letter box) ভিতর পাইয়াছি। হাঁ, আমার বাড়ী ফিরিবার কিছু কাল পরে

কোন লোক পত্রখানি আনিয়া আমার চিঠির বাস্কে ফেলিয়া গিয়াছিল ; তবে কে তাহা লইয়া আসিয়াছিল—জানিতে পারি নাই। পত্রখানি এই লেফাপায় ছিল।—“তিনি পকেট হইতে একখানি লেফাপা বাহির করিয়া মিঃ ব্লেককে দেখাইলেন।

মিঃ বার্টনের কথা শুনিয়া স্থিগ্ধ কথ্য বলিতে উত্তত হইল—তাহা বুঝিতে পারিয়া মিঃ ব্লেক তাহাকে ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন। স্থিগ্ধ আর কিছুই বলিল না। সে বোধ হয় বলিত, মিঃ বার্টন বাড়ী ফিরিলে সে তাঁহার দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে কোনও ব্যক্তিকে তাঁহার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখে নাই, কেহ পত্র লইয়া আসিলে সে তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিত না ; সুতরাং সাইনসের পত্র কেহ তাঁহার চিঠির বাস্কে ফেলিয়া গিয়াছিল—এ কথা বিশ্বাসের অযোগ্য।—কিন্তু মিঃ ব্লেকের ইঙ্গিতে স্থিগ্ধ মিঃ বার্টনের উক্তির প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না।

মিঃ বার্টন ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “আমাদের কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ সকলেই অফিসে উপস্থিত আছেন, আমি তাঁহাদিগকে টেলিফোন করিয়া সকল কথাই জানাইয়াছি। তাঁহারা দুই ঘণ্টার মধ্যেই ব্যাঙ্ক হইতে আড়াই লক্ষ পাউণ্ডের ট্রেজারি-নোট সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সার হেনরী আমাকে আজ রাত্রে মোটর-যোগে সঙ্গে গমন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন ; তিনি আমার সঙ্গে দুই জন সাধারণ পরিচ্ছদধারী পুলিশ প্রহরী পাঠাইবেন। তাহারা মেকম্বারি রিংএর কিনারায় লুকাইয়া থাকিবে, আমি রিংএর ভিতর নামিয়া গিয়া ডুইড্‌স্-ষ্টোনের নীচে টাকার খলি রাখিয়া আসিব।”

সার হেনরী মিঃ বার্টনের কথা শুনিয়া, তাঁহার সম্মুখস্থ নম্রার এক অংশে অঙ্গুলী স্থাপন করিয়া বলিলেন, “মেকম্বারি রিংএর পশ্চিম ধারের এই স্থান হইতে সদর রাস্তার দূরত্ব সর্বাপেক্ষা অল্প। আপনি এই দিক হইতেই রিংএর ভিতর নামিবেন। আপনি সেখানে উপস্থিত হইবার পূর্বেই রিংএর প্রান্ত সীমায় পুলিশ মোতায়েন করিব। তাহারা রিংএর সকল দিকেই লুকাইয়া থাকিবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সাইনস্ স্বয়ং অথবা তাহার যে কোন লোক সেই

নোটের খলি আনিতে যাইবে, তাহাকেই ধরিবার জন্ত ফাঁদ পাতিবার ব্যবস্থা করিতেছেন ?”

সার হেনরী গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “সেই শয়তানটার পত্রের অর্থ—আজ রাত্রি বারটা হইতে পোনে একটার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে ডুইড্‌স্-ষ্টোনের কোন দিকে তিনশত গজের মধ্যে দেখিতে পাইলেই মিঃ বাটনের বিপদ ঘটবার আশঙ্কা আছে ; সুতরাং তিনশত গজের বাহিরে আমরা ইচ্ছানুযায়ী ব্যবস্থা করিলে তাহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে না। আমরা তাহার আদেশ গ্রাহ্য করিব বাটে, কিন্তু যে ব্যক্তি নোটের গলি অপসারিত করিবার জন্ত রিংএর ভিতর প্রবেশ করিবে—সে নোট ঘাড়ে লইয়া যেখানে যাইবে পুলিশ গোপনে সেই স্থানেই তাহার অনুসরণ করিবে।—ঐ রিংটিই তাহাকে ধরিবার ফাঁদ।”

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, “ঐ ফাদে পড়িয়া যদি তাহাকে ধরা পড়িতে হয় তাহা হইলে সাইনস্ বাটনকে ঐ স্থানে নোটগুলি রাখিয়া আসিবার জন্ত কি কারণে আদেশ করিল ? সাইনস্ এক্সপ নিরর্থক নহে যে, যথাযোগ্য সতর্কতা অবলম্বন না করিয়া সে এই ফাঁদে ধরা দিতে আসিবে। আমার বিশ্বাস, সে এক্সপ কোন পছন্দ অবলম্বন করিবে—যাহাতে আমাদিগকেই অপদস্থ ও লাঞ্চিত হইতে হইবে। আমরা বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিব। আজ রাত্রি বারটার পর মেকম্বারি রিংএ আসিয়া সে কি খেলা খেলিষা যায়—তাহা দেখিবার জন্ত আমার প্রবল আগ্রহ হইয়াছে। সার হেনরী পল সাইনস্কে যত সহজে ফাঁদে ফেলিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিয়াছেন—সে তত সহজে ফাঁদে ধরা দেওয়ার পাত্র নয়, তাহা যে উনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই ইহাই বিশ্বাসের বিষয়।”

ইন্স্পেক্টর কুটস্ মিঃ ব্লেককে চিন্তামগ্ন দেখিয়া, বড় সাহেবকে খুসী করিবার জন্ত বলিলেন, “তোমার কন্দৌ ফিকিরে ত সেই শয়তানটা ধরা পড়িল না ব্লেক ! কিন্তু বড় সাহেব যে ফাঁদ পাতিয়াছেন—তাহা অব্যর্থ ; সেই খুঁট নেকড়েটাকে এই ফাঁদে ধরা পড়িতেই হইবে।”

ইন্স্পেক্টর কুটসের কথা শুনিয়া সার হেনরীর পাকা গোঁফের তলায় ঈষৎ দন্তকচি-কোমুদীব বিকাশ হইল। কুটসের সৌভাগ্য !

দশম লহর

“ওস্তাদের মা’র শেষ রাত্রে”

ইন্স্পেক্টর কুটস চন্দ্রালোকে তাঁহার হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া সুপারিণ্টেন্ডেন্ট কাউলিকে নিম্নস্বরে বলিলেন, “বারটা বাজিতে আর দশ মিনিট মাত্র বাকি আছে ; যদি হঠাৎ বার্টনের কোন বিঘ্ন না ঘটে তাহা হইলে সে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এখানে আসিয়া পড়িবে।”

মেকম্বারি রিংএর কিনারাঘ নিবিড় গুল্ম ছিল; ইন্স্পেক্টর কুটস সেই ঝোপের ভিতর মাথা গুঁজিয়া বসিয়া ছিলেন। তাঁহার সঙ্গীরাও কয়েক গজ ব্যবধানে এক একটা ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া, সেই ভাবে বসিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন। মিঃ ব্লেক, স্মিথ, সুপারিণ্টেন্ডেন্ট কাউলি এবং ইন্স্পেক্টর কুটস কাছাকাছি ছিলেন। তাঁহারা লগুন হইতে একখানি ‘কার’ লইয়া কয়েক ঘণ্টা পূর্বেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। খোলা মাঠের ভিতর সেই দুর্জয় শীতে তাঁহাদের দাঁতে দাঁতে বাধিয়া যাইতেছিল। সোভাগ্যক্রমে তাঁহারা পুরু ওভার-কোট পরিধান করিয়া আসিয়াছিলেন ; বিশেষতঃ, তাঁহাদের ‘কারে’ যে কয়েক-খানি ‘রগ’ (travelling rugs) ছিল, তাহাও তাঁহারা সর্বদা জড়াইয়া কেঁদো বাঘের মত ওত পাতিয়া বসিয়া ছিলেন।

তথাপি শীতের প্রকোপে তাঁহাদের বুক ছক-ছক করিতেছিল। ইন্স্পেক্টর কুটস ভাবিলেন—এক বোতল নিৰ্জ্জ্বলা হুইস্কি পাইলে শরীবটা গরম করিয়া লইবার সুবিধা হইত ; কিন্তু ‘মনের আশা রৈল মনে প্রকাশ হ’ল না।’—আকাশে পূর্ণচন্দ্রের বিমল হাসি, সুবাসবল চন্দ্রকিরণে সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তর পরিপ্লাবিত। মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীরা যেখানে বসিয়াছিলেন সেই স্থান হইতে রিংএর মধ্যস্থিত ‘ডুইড্-স্টোন’ সুস্পষ্ট রূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে বহুদূরের বস্তুও তাঁহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিল না ; তাঁহারা এই প্রান্তরের এক প্রান্তে

অবস্থিত পূর্বোক্ত পরিত্যক্ত কারখানার ভীর্ণ অট্টালিকাও দেখিতে পাইলেন। সেই কারখানার বিপরীত দিক হইতে আড়াই লক্ষ পাউণ্ডের নোটপূর্ণ থলি বাড়ে লইয়া মিঃ ম্যালকম বার্টনের ডুইডস্-ষ্টোনের নিকট উপস্থিত হইবার কথা।

ইনস্পেক্টর কুটসের কথা শুনিয়া সুপারিণ্টেন্ডেন্ট কার্ডলি বলিলেন, “বার্টন ঠিক সময়ে আসিবে, সেজন্য তোমাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না। হেলিস্ ও টার্নার তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিবে। যদি পথিমধ্যে কেহ তাহাদের গাড়ী আটক করিয়া নোটের থলি লুণ্ঠ করিবার চেষ্টা করে—তাহা হইলে তাহাকে গুলী করিয়া হত্যা করিবার আদেশ আছে। ই, আগে গুলী করিবে—তাহার পর জিজ্ঞাসা করিবে—তাহার মতলব কি? পল সাইনস্ চতুর বটে, কিন্তু আমরা তাহার সকল ফিকির নষ্ট করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি। এই রিংএর অন্তর কিনারায় আরও এক ডজন সশস্ত্র প্রহরী লুকাইয়া বসিয়া আছে; আমাদের এখানে আসিবার পক্ষেই তাহারা আসিয়া যথাযোগ্য স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিঘাছে!”

মিঃ ব্লেক ইনস্পেক্টর কুটস ও সুপারিণ্টেন্ডেন্ট কার্ডলির আলাপ শুনিয়া কোন কথা বলিলেন না। তাহার মুখে একটা চুরুট ছিল; কিন্তু তিনি তাহাতে আগ্নেয়যোগ করিতে সাহস করেন নাই, পাছে তাহার স্ক্যাল্প দূর হইতে কেহ দেখিতে পায়। তিনি অভ্যাসবশতঃ সেই অদগ্ধ চুরুটই (unlighted cigar) চর্কন করিতেছিলেন!—চুরুটের মুখে আগুন! আমাদের গড়গড়া অনেক ভাল, কলকের উপর ‘সরপোষ’ অধিষ্ঠিত থাকিলে শত্রুপক্ষের তাহা দৃষ্টিগোচরের আশঙ্কা নাই; তবে এক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্রে গড়গড়া, কলকে, নল—এই ‘তেরম্পশ’, তাহার উপর টিকে তাহাদের সরঞ্জাম সামলাইয়া উঠা কঠিন বটে! ভাগ্যে আমাদের দেশে পল সাইনসের আগমনী হয় নাই!

মিঃ ব্লেক দূরবীণের সাহায্যে তাহার সম্মুখস্থ নিম্নভূমির বিভিন্ন অংশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। হিম-যামিনীর পরিস্ফুট চন্দ্রালোকে সেই নির্জন শুষ্ক প্রান্তরের নৈশ দৃশ্য ভীষণ রহস্তে সমাচ্ছন্ন বলিয়াই তাহার প্রতীতি হইল; কিন্তু তাহাদের অজ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তি ডুইডস্-ষ্টোনের নিকট হইতে নোটের থলি লইয়া প্রস্থান করিবে তাহার সম্ভাবনা ছিল না; স্মরণ্য ম্যালকম বার্টন সেখানে নোটের

থলি রাখিলে সাইনস্ কি কৌশলে তাগ অপসারিত করিবে—মিঃ ব্লেক তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

ইন্স্পেক্টর কুটস হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া মাথা তুলিয়া বলিলেন, “হাঁ, এইবার বাট'নকে দেখিতে পাইয়াছি, সে-ই বটে ; ঐ যে উহার কাঁধে নোটের থলি। এক কাঁধ হইতে অল্প কাঁধে তুলিয়া লইল। আড়াই লক্ষ পাউণ্ডের নোট, ভারি কি কম ?”

ইন্স্পেক্টর কুটস সম্মুখ হইতে ঘোপাঙলা ধীরে ধীরে সরাইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বাট'নের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মিঃ ব্লেকও দূরবীণের সাহায্যে চন্দ্রালোকিত প্রান্তরের নিম্নভূমিতে ম্যাল্কম বাট'নকে ধীরে ধীরে অবতরণ করিতে দেখিলেন।

বাট'ন দক্ষিণে বা বামে কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ডুইডস্-ষ্টোনের দিকে অগ্রসর হইলেন। তান প্রস্তরনির্মিত স্তম্ভদ্বয়ের উর্দ্ধে সংস্থাপিত প্রস্তর-ফলকের নীচে নোটের প্রকাণ্ড থলিটা নামাইয়া রাখিয়া যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই ধীরে ধীরে ফিরিয়া চলিলেন। তাহার পর সদর রাস্তায় উঠিয়া পুলিশ-প্রহরীদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেই প্রান্তরের অল্প প্রান্তে অবস্থিত একটি প্রাচীন ভজনালয়ের ঘড়িতে ‘তং’ শব্দে সাড়ে বারটার ঘণ্টা বাজিয়া গেল। মেকম্বারি রিং উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে মরু-তুলা ভীষণ দেখাইতে লাগিল। সমগ্র প্রকৃতি একপ নিস্তরক যে, মিঃ ব্লেকের মনে হইল, বহুদূরবর্তী ওয়াশিংটনের প্রান্ত হইতে সুগভীর সমুদ্রকল্লোলের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি তাঁহার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিতেছিল ; যেন তাহা সেই গভীর নিশীথে বিপুল রহস্যজাল সমাচ্ছাদিত বিশাল-লবণাসুরাশির চিরচঞ্চল হৃদয়ের স্পন্দনধ্বনি ! (the pulse of the sea.)

মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীগণের তীক্ষ্ণদৃষ্টি সেই ডুইডস্-ষ্টোনে সন্নিবিষ্ট হইল।—ক্রমে পাঁচ মিনিট—দশ মিনিট অতীত হইল। সুপারিণ্টেন্ডেন্ট কাউলি অসহিষ্ণু-চিত্তে তাঁহার হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া সময় দেখিলেন।—পূর্ণচন্দ্র নিম্নল আকাশে বসিয়া কোতুকহাস্তে ধরাতল প্লাবিত করিতে লাগিলেন।

আর পনের মিনিটের মধ্যেই নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইবে। তাহার পর পল

সাইনস্ স্বয়ং বা তাহার কোন প্রতিনিধি ধরা পড়িবার আশঙ্কায় নোট সংগ্রহ করিতে আসিবে কি না ভাবিয়া সকলেরই মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সাইনসের আড়াই লক্ষ টাকার দাবী কি সত্যই নিশ্চল হইবে? সে ফাঁদে ধরা দিবে না?

ইন্সপেক্টর কুর্টস্ অসহিষ্ণুভাবে বললেন, “নোটের গলিটা মাথা উচু করিয়া ঐখানেই পাড়িয়া আছে—আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। সেই বদমায়েসের ধাড়ী সাইনসের মতলব কি, বুঝতে পারিতেছি না! আমার মনে হইতেছে সে আবার কি একটা নূতন চাল চালাবার সঙ্কল্প করিয়াছে; হয় ত কোন কোণে আমাদের চোখে ধূলি দিয়া কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করিবে!”

স্মিথ বলিল, “কর্ত্তা! এক কি হইল? আমি যে সব ব্যাপ্সা দেখিতেছি! ঐ দিকে চাহিয়া দেখুন, ‘রিং’ এর ভিতর অনেক দূর লইয়া মেঘের মতকি ভাসিয়া বেড়াইতেছে!”

সুপারিন্টেন্ডেন্ট কার্ডলি মাথা ঝাঁকাইয়া বলিলেন, “মেঠো কুয়াসা! (ground mist) কাল আকাশ বেশ নিম্নল হইবে—ইহা তাহারই পূর্ব লক্ষণ। দেখ, দেখ, ইহা কি ভাবে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে! প্রতি মুহূর্ত্তে ইহা বেশী ঘন হইয়া উঠিতেছে!” (It's getting thicker every moment!)

কয়েক মিনিট পরে মেকম্বার রিং এর সর্বস্থান কে যেন সাদা কঞ্চল দিয়া ঢাকিয়া ফেলিল! অল্প কোন দিকে কুজাটিকা ছিল না, সেই স্থানে কক্ষপে তাহার উদ্ভব হইল, কেহই বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু তাহা ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া ড্রুইডস্টোন নামক প্রস্তরখণ্ড আচ্ছন্ন করিল, আর তাহা কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না। অবশেষে সেই নিম্নভূমির সর্বস্থানে তাহা পরিব্যাপ্ত হইল। মিঃ ব্লেক ও তাহার সঙ্গীরা সেই রিং এর উচ্চ পাড়ের উপর বাসিয়া ছিলেন; সেখান হইতে তাহারা মেঘের মত ভাসমান কুজাটিকা বাঁশ দেখিয়া অতঃপর কি করিবেন—তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু মিঃ ব্লেকের মন সন্দেহে ও আশঙ্কায় পূর্ণ হইল। তিনি দুই জাম্বুতে ও হাতে ভর দিয়া রিং এর দিকে কয়েক হাত অগ্রসর হইলেন, এবং সেই কুজাটিকা বৎ পদার্থের ভাগ লইয়া বলিলেন, “না, ইহা কুজাটিকা নহে, ধোঁয়া! আমি ধোঁয়ার গন্ধ পাইয়াছি। শয়তান সাইনস্ আমাদেরি প্রতারণিত করিবার জন্য

পুনর্বার কোশল-জাল বিস্তার করিয়াছে। সে কৃত্রিম উপায়ে গাঢ় ধূম উৎপাদন করিয়া আমাদের দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিয়াছে। এই ধূমরাশি বাতাসে উড়িয়া যাইবার পর আমরা দৈর্ঘিব—নোটসহ নোটের থলি অদৃশ্য হইয়াছে।”

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ একাকী সেই রিংএর ভিতর নামিয়া পড়িলেন, এবং নিবিড় ধূমস্তর ভেদ করিয়া ডুইডস্-ষ্টোনের দিকে অগ্রসর হইলেন। ধূমের ভিতর কিছুই দেখিবার উপায় না থাকিলেও তিনি এক এক পা গণিয়া চলিতে লাগিলেন। এই ভাবে তিনি তিনশত গজ পার হইবার সঙ্কল্প করিলেন।

যখন তিনি বুঝিলেন তিনশত গজ পার হইয়া ডুইডস্-ষ্টোনের কাছে আসিয়াছেন, তখন দুই হাত-প্রসারিত করিয়া ডুইডস্-ষ্টোন স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিলেন। দুই এক মিনিট পরে তাহা তাঁহার হাতে ঠেকিল; তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে বসিয়া-পড়িয়া তাহার নীচে নোটের থলি হাতড়াইতে লাগিলেন; কিন্তু সেই থলিতে তাঁহার হাত পড়িবার কেহ দৃঢ় মুষ্টিতে তাঁহার হাত চাপিয়া-ধরিয়া নোটের থলিটা টানিয়া লইল। মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ সবলে হাত ছাড়াইয়া লইয়া তাঁহার অদৃশ্য আততায়ীকে দুই হাতে জাপুটাইয়া ধরিলেন; কিন্তু সে কে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার ধারণা হইল—সে স্বয়ং সাইনস্, ধূমের ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকিয়া নোটগুলি লইতে আসিয়াছিল।

মিঃ ব্লেকেব সহিত আগন্তকের বাহুবুদ্ধ আরম্ভ হইল। ফিল, চড়, লাথি প্রভৃতির কিছুই বাকি রহিল না। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহার মস্তকে প্রচণ্ড বেগে এক ঘুসি মারিতেই তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল; তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তাহার পাজরায় এরূপ জোরে খোঁচা দিলেন যে, সে যন্ত্রণায় আতঁনাদ করিয়া উঠিল। তাহার পর মাটিতে পড়িয়া উভয়ের ধস্তাধস্তি চলিতে লাগিল। কিছুকাল যুদ্ধের পর মিঃ ব্লেক তাঁহার আততায়ীর বুকের উপর উঠিয়া বসিয়া, তাহার চূয়ালের উপর উপযু পুরি তিন ঘুসি মারিলেন। সেই আঘাতে তাঁহার আততায়ীর চেতনা বিলুপ্ত হইল; সে মৃতবৎ পড়িয়া রহিল। সেই সুযোগে মিঃ ব্লেক সরিয়া গিয়া তাহার দুই পায়ের 'বুট জুতার ফিতার মুড়াগুলি একত্র করিয়া গ্রাসি বাঁধিলেন। (knotting his boot-laces securely together.)

সুতরাং চেননা লাভ করিলেও হঠাৎ উষ্ণতা তাহার তাড়াতাড়ি পলায়নের উপায় রহিল না।

সেই সময় পশ্চিম দিক হইতে প্রবল বেগে বাতাস বহিতে আরম্ভ হইল। সেই সেই বাতাসে মেঘাঁকার ধূমরাশি (clouds of smoke) ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। রিংএর ভিতর আর অন্ধকার রহিল না; উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে ডুইড্‌স-ষ্টোন ও তাহার চারি দিকের সকল বস্তুই দৃষ্টিগোচর হইল।

ইন্স্পেক্টর কুটস দূর হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “মিঃ ব্লেক, তুমি কোথায়?”

স্মিথ বলিল, “কর্ত্তা, আপনাকে দেখিতে পাইতেছি না, আপনি কোথায় গিয়াছেন?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি ডুইড্‌স-ষ্টোনের কাছে আসিয়াছি। তোমরা শীঘ্র এস; শিকার ধরিয়াছি।”

মিঃ ব্লেক পরিস্ফুট চন্দ্রালোকে তাঁহার আততায়ীর মুখ দেখিতে পাইলেন; তখনও সে তাঁহার পদাঙ্কান্তে মৃতের ছায়া পড়িয়া ছিল। মিঃ ব্লেক তাহার দেহের উপর ঝুঁকিয়া-পাড়িয়া তাহাকে চিনিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সে পল সাইনস্‌ নহে। লোকটি, যুবক—দীর্ঘদেহ, শীর্ণকায়, দাড়ি গোঁফ খাট করিয়া ছাঁটা; তাহার চোখের চশমা-ছোড়াটার ঘের শৃঙ্গনির্মিত, (horn-rimmed spectacles) তাহা তাহার এক কানে বাধিয়া ঝুলিতেছিল।

সুপারিণ্টেন্ডেন্ট কাউলি দ্রুতবেগে মিঃ ব্লেকের নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁপাইতে ইঁপাইতে বলিলেন, “মিঃ ব্লেক, ব্যাপার কি? নোটগুলা চুরি গিয়াছে না কি? আপনার পাশে পড়িয়া আছে ও লোকটা কে? পল সাইনস্‌? না, তাহার কোন অঙ্গুর?”

ইন্স্পেক্টর কুটস, স্মিথ এবং স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কয়েকজন ডিটেক্টিভ, সুপারিণ্টেন্ডেন্ট কাউলির সঙ্গে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই মিঃ ব্লেকের বৃচ্ছিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন।—তখন ধূমরাশি সম্পূর্ণ রূপে অন্তহিত হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক বিশৃঙ্খল পরিচ্ছদ যথাস্থানে সংস্থাপিত করিয়া, গলার ‘টাই’ বাঁধিতে

বাঁধিতে বলিলেন, “আজ বৈকালে আপনাকে যে লোকটির কথা বলিতেছিলাম, আমার বিশ্বাস—এ সেই লোক । এই ব্যক্তিই প্রোফেসার সেপ্টিমস্ কস্ ।”

সুপারিণ্টেন্ডেন্ট কাউলি অধীর স্বরে বলিলেন, “প্রোফেসার সেপ্টিমস্ কস্ ।
—কে সে ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “বোধ হয় পল সাইনসেরই কোন পুত্র ; আমাদের এই সন্দেহ সত্য কি না এখনই বুঝিতে পারিব ।”—তিনি তৎক্ষণাৎ মূচ্ছিত আততায়ীর কোটের আশ্রিত বাহুমূল পর্যালোচনা করিয়া শুভ্র চন্দ্রালোকে দ্রুতগতিতে পাইলেন—তাহার বাহুমূলে একটি নেকড়ে মস্তক উল্লিখিত দ্বারা অঙ্কিত রহিয়াছে !—পল সাইনসের পবিত্রত্ব তাহার আর এক পুত্র ধরা পড়িল ; কিন্তু সে সাইনসের কোন পুত্র—মিঃ ব্লেক তাহা জানিতে পারিলেন না, তাহা জানিবারও তেমন প্রয়োজন ছিল না ।

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া ইন্সপেক্টর কুটস্ সন্মুখে বলিলেন, “সেপ্টিমস্ কস্ ! যিনি শব্দ-তৎপরের বেতার বেতাল আবিষ্কার করিয়া, কাচ ভাঙ্গিয়া দেশের বিলকূল দবজা জামালাগুলি সাবাত করিতেছিলেন বলিয়াছিল—ইনি সেই মহাত্মা ?”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “বেতাল নয়, একটা যন্ত্র ।—হাঁ, ইনিই তিনি । আমি প্রোফেসার সেপ্টিমস্ কস্ সম্বন্ধে অনেক সংবাদই ক্রমে জানিতে পারিয়াছি ; কিন্তু এই ব্যক্তি যে পল সাইনসের পুত্র—ইহা এখনই জানিতে পারিলাম । পূর্বে আমি উহাকে সন্দেহ করিতে পারি নাই ।”

সুপারিণ্টেন্ডেন্ট কাউলি বলিলেন, “কিন্তু ইনি কোথা হইতে এখানে আসিয়া জুটিলেন ? কিরূপে বা রিংএর ভিতর আসিলেন ? আমাদের অজ্ঞাতসারে তাই হইয়া এখানে আসিবার উপায় ছিল না !”

ড্রুইড্‌স্টোনের প্রায় কুড়ি গজ দূরে একটি গহ্বর ছিল, সেই গহ্বরের মুখে একখানি অনতিবৃহৎ কাষ্ঠনির্মিত দ্বার ছিল, এবং সেই দ্বারটি কতকগুলি তৃণদ্বারা আবৃত ছিল । মিঃ ব্লেক সর্দীগণ সহ সেই দ্বারটি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “এই দ্বারের নীচে যে গহ্বর আছে, সেই গহ্বরে সেপ্টিমস্ কস্ লুকাইয়া ছিল ; এজন্য আমরা উহাকে দেখিতে পাই নাই ।”

অতঃপর সেই ষাঁড় খুলিয়া সুপ্রশস্ত গহ্বরটি পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা সেখানে ধাতুনির্মিত ছয়টি চোঙ পাশাপাশি সজ্জিত দেখিতে পাইলেন। তাহা হইতে রবারের নল ছয় ইঞ্চি মাটির নীচ দিয়া দক্ষিণে ও বামে প্রসারিত ছিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “প্রোফেসর কন্স এই গহ্বরে লুকাইয়া ছিল। সে এই গহ্বরে ধূম উৎপাদনের যন্ত্র আনিয়া রাখিয়াছিল; তাহার সাহায্যে ধূম উৎপাদন করিয়া এই সকল নল দিয়া সেই ধূম চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত করিতেছিল। ধূমে আমাদের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইলে সে নোটের থলি সহ এই গহ্বরে প্রবেশ করিয়া লুকাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। তাহার এই কন্দিটি বেশ কৌশলপূর্ণ; সে পূর্বে হইতেই এই ফিকিরটি খাটাইয়া রাখিয়াছিল। (a cunning scheme and one that must have been planned some time in advance.) বস্তুতঃ কন্স চতুর লোক, তাহার পিতা পল সাইনসের মতই চতুর।”

ম্যালকম বার্টন নোটের থলি বাখিয়া দূরে প্রস্থান করিয়াছিলেন; মিঃ ব্লেক তাঁহাকে সেই স্থানে ঈর্ষা উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; কিন্তু তিনি কোন কথা বলিবার পূর্বেই মিঃ বার্টন বিচলিত স্বরে বলিলেন, “মিঃ ব্লেক, আপনি আমাদের সর্বনাশ করিলেন! সাইনসের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম আপনি আমার সেই অঙ্গীকার সফল হইতে দিলেন না! আমার এই বিশ্বাস-ঘাতকতা সে ক্ষমা করিবে না। সে পুনর্বীর কাচ ভাঙিতে আরম্ভ করিবে; আমাদের কোম্পানীকে এবার অসংখ্য টাকা দণ্ড দিতে হইবে। বীমাকারীরা আমাদের নিকট লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতি পূরণেব দাবী করিবে।”

সুপারিন্টেন্ডেন্ট কাউলি উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “সেই শরতান সাইনন্স কোথায়? মিঃ ব্লেক, কালো শকটের সাহায্যে সে যে শয়তানী করিতেছিল আপনি তাহার পরিচয় পাইয়াছেন; কিন্তু কোথায় তাহার সন্ধান মিলিবে তাহা বলিতে পারিবেন কি?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “বোধ হয় পারিব। কন্সের হাতে হাতকড়ি দিয়া তাহাকে আপনাদের মোটর-কারে ফেলিয়া রাখুন, এবং তাহার পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া আমার অনুসরণ করুন; আপনাদিগকে সাইনসের গুপ্ত অভ্যায় লইয়া যাইব।”

সুপারিংটেন্ডেন্ট কাউলি কস্কে শ্রীকৃত করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া সদলে মিঃ ব্লেকের অনুসরণ করিলেন। মেকম্বারী রিংএর বহু দূরে একটি অরণ্যের অন্তরালে একখানি বাগান-বাড়ী ছিল। নিবিড় অরণ্যের বৃক্ষপত্রাদির আড়াল হইতে সেই অট্টালিকার আলোক তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। মিঃ ব্লেক সেই দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া বলিলেন, “প্রোফেসার কস্ গত হই বৎসর হইতে ঐ নির্জন অট্টালিকায় বাস করিতেছিল। ঐখানেই সে সংগোপনে তাহার বিশ্বয়কর আবিষ্কারের সকল ক্রেটি সংশোধন করিয়া, তাহার সেই অদ্ভুত যন্ত্র কার্যোপযোগী করিয়াছে। আমার বিশ্বাস, পল সাইন্সস্ স্টেডফার্ট ইন্সটিটিউট কোম্পানীর প্রেরিত আড়াই লক্ষ পাউণ্ড আত্মসাৎ করিবার আশায় ঐ বাড়ীতেই অপেক্ষা করিতেছে।—তাঁহার আশ্রিত দস্যুদের পরিপোষণের জন্য ঐ টাকাগুলি হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যেই তাহার এই ষড়যন্ত্র!—ও কি, উহাকে পাকড়াও!”

মিঃ ব্লেক গ্যালকম বার্টনকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ইন্স্পেক্টর কুটসকে এই কথা বলিবামাত্র বার্টন পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া ‘হুডুম হুম্’ শব্দে আকাশের দিকে ছয়বার আওয়াজ করিল। উপর্যুপরি ছয় বার স্ফুটীর নির্ঘোষে চতুর্দিক প্রাতিধ্বনিত হইল। তাহার পর সে পিস্তলটা সবেগে দূরে নিক্ষেপ করিয়া হুই হাত মিঃ ব্লেকের সম্মুখে প্রসারিত করিল, এবং ভগ্নশব্দে বলিল, “মিঃ ব্লেক, তোমার হস্তে আমি আত্মসমর্পণ করিলাম। আমি তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম বটে; কিন্তু আমার পিতা পল সাইন্সস্কে তুমি গ্রেপ্তার করিতে।—সে পথ বন্ধ করিলাম। আমার পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়া তিনি সতর্ক হইবেন; তোমরা আর তাঁহাকে ধরিতে পারিবে না।”

মিঃ ব্লেক বার্টনের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, “কুটস, বার্টনের হাতে হাতকড়ি লাগাও। আজ এক রাতে পল সাইন্সসের হুই পুত্রকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলাম; ইহাই আমাদের পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার। কিন্তু সেই বুড়া নেকড়েকেও (old wolf) আজ গ্রেপ্তার করাই চাই; আর এক মুহূর্ত্ত নষ্ট করিলে চলিবে না।”

মিঃ ব্লেক সদলে সেই অট্টালিকা লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার

প্রায় একশত গজ অতিক্রম করিয়া দেখিলেন—একখানি মোটর-কার পুরোক্ত গাগান-বাড়ীর বাহিরে আসিয়া অল্প-পথে সবেগে পলায়ন করিল। তাহা হইয়া পশ্চাতের গাল আলো গগন-বিহারী উজ্জ্বল ভাষা দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইল; কিন্তু তৎপূর্বেই পিস্তলের কয়েকটা গুলী মিঃ ব্লেক ও তাঁহার দলের লোকের পাশ দিয়া দশকে চলিয়া গেল; সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের কেহ আহত হইল না।

মিঃ ব্লেক হতাশভাবে বলিলেন, “পল সাইনস্ এই গাড়ীতে পলায়ন করিল। আমাদের ‘কার’ অনেক দূরে আছে, তাহা লইয়া উহার অনুসরণ করা নিশ্চল; সাইনস্ এবারও আমাদের মুঠার ভিতর হইতে স্ক্রেকেশলে পলায়ন করিল! কি বিড়ম্বনার বিষয়!”

মিঃ ব্লেকের দল সেই বাগান-বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া জনপ্রাণীকেও সেখানে দেখিতে পাইলেন না। ম্যালকম বার্টনের পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়া পল সাইনস্ সদলে পলায়ন করিয়াছিল। তাঁহারা একটি কক্ষে টেলিফোনের কল দেখিতে পাইলেন, কিন্তু তাহার তার কাটা ছিল! একটি কারখানার ভিতর একটি বৃহৎ বিদ্যুৎউৎপাদক যন্ত্র (dynamo) তখনও ‘ঘ্যানর-ঘ্যানর’ শব্দ করিতেছিল। তাহার অদূরে আর একটি অদ্ভুতাকৃতি যন্ত্র ছিল; তাহার সহিত কুণ্ডলীকৃত তার, কতকগুলি ট্রান্স ফরমার, (transformers) এবং আলোক-প্রদীপ্ত ‘ভাল্‌ব’ সংযুক্ত ছিল।—মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীরা সেই যন্ত্রটি দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, সেই যন্ত্রই স্পিটমস্ কেসের আবিস্কৃত কাচধ্বংসকারী যন্ত্র! পল সাইনস্ এই যন্ত্রের সাহায্যে লণ্ডনের অসংখ্য অট্টালিকার কাচের দ্বার জানালা চূর্ণ করিয়াছিল; কিন্তু সেই কালো মোটর-ভ্যানের সহিত এই যন্ত্রের কি সম্বন্ধ, এবং সেই শব্দট যখন যে পথে যাইতেছিল—সেই পথের দুই পাশের বাড়ীর কাচের দ্বার জানালা কি জন্ত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল—তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সম্ভবতঃ এই যন্ত্রের কোন খুঁত দেখা গিয়াছিল, অথবা ইহাতে পুনর্নিব তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালনের প্রয়োজন হইয়াছিল; এই জন্তই সাইনস্ এখানে ইহা লইয়া আসিয়াছিল। আমাব বিশ্বাস, এই যন্ত্র সে তাহার কালো গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া নগরের যে পথে ঘুরিয়াছে—সেই পথের ধারের বাড়ীগুলির কাচ

ভালিয়া গুঁড়া হইয়াছে। পল সাইনস্ পলায়ন করিয়াছে বটে, কিন্তু আমরা তাহার সাংঘাতিক অস্ত্র হস্তগত করিয়াছি। আমার মনে হয়, পৃথিবীতে এরূপ যন্ত্র আর একটিও নাই। (I don't suppose there is another machine like this in the world.) যদিও আমরা সাইনস্কে গ্রেপ্তার করিতে পারিলাম না, তথাপি আজ আমরা তাহাকে যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছি—তাহার ফলে তাহাকে শীঘ্রই ধরা পড়িতে হইবে। এই আড়াই লক্ষ পাউণ্ড সে হস্তগত করিবে না পারায় তাহার অলুচর দম্ভা অর্থাভাবে তাহাকে বিব্রত করিবে, এবং তাহার অঙ্গীকার আর বিশ্বাস করিবে না। দুইবার তাহার লুণ্ঠন-চেষ্টা বিফল হইল দেখিয়া অত্যন্ত দম্ভ তব্ধর তাহার শক্তিতে নির্ভর করিতেও আর সাহস করিবে না।”

ইন্স্পেক্টর কুটস বলিলেন, “ম্যাল্‌কম বার্টন সাইনসের পুত্র—একথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছিলাম ব্লেক!—এখন বুঝিতেছি সে ষ্টেডফাস্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর আড়াই লক্ষ পাউণ্ড আত্মসাৎ করিয়া তাহার পিতার হস্তে সমর্পণ করিবার উদ্দেশ্যেই কোম্পানীর অবশিষ্ট ডিরেক্টরগণকে টাকাগুলি মঞ্জুর করিতে এই উপায়ে বাধ্য করিয়াছিল। যোল বৎসর পূর্বে তাহার পিতা দায়রা সোপর্দ হইলে, সে জুরীগণের ‘ফোরম্যান’ হইয়াছিল—এ কথা সত্য নহে। যে ম্যাল্‌কম বার্টন জুরীগণের ‘ফোরম্যান’ হইয়াছিলেন, তিনি অন্য ব্যক্তি; সাইনসের এই পুত্র পিতার স্বার্থ-সিদ্ধির জন্ত তাঁহার ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছিল; এবং সাইনস্ তাহার শত্রু—ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া আমাদের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিল। আমরা তাহাকে সন্দেহ করিতে পারি নাই। লোকটা অসাধারণ চতুর।—তুমি কিল্পে উহার চাতুরী বুঝিতে পারিলে?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমিও প্রথমে তাহার চাতুরী বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু সে যে ভাবে পল সাইনসের পত্রগুলি বাহির করিতেছিল—তাহা একটু সন্দেহজনক বলিয়াই আমার মনে হইতেছিল। শেষ পত্রখানি কোন পত্র-বাহক তাহার বাড়ীতে গিয়া দিয়াছিল—এই কথাই সে বলিয়াছিল; কিন্তু স্থিতি তাহার বাড়ীর বাহিরে পাহারায় ছিল, সে সেই সময় জনপ্রাণীকেও তাহার বাড়ীতে প্রবেশ

করিতে দেখে নাই। তাহা শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল—সাইনসের স্বাক্ষরিত পত্রগুলি বার্টনের কাছেই ছিল; সে প্রয়োজন অনুসারে সেই সকল পত্র পর পর ব্যবহার করিতেছিল। পল সাইনস্ যে পত্রে আমাদেরকে ম্যাগ্নিফিসেন্ট হোটেলে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, সেই পত্র বার্টনেরই পকেটে ছিল; সে সেই দিন অপবাহুে আমার নিকট বিদায় লইয়া বাড়ী যাইবার সময় আমার চিঠির বাঞ্ছা তাহা নিক্ষেপ করিয়াছিল। কিন্তু তখন আমি তাহাকে সন্দেহ করিতে পারি নাই; অবশেষে স্থিতি আমাকে যে সংবাদ দিল—তাহা শুনিয়া আমি বার্টনকে সন্দেহ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।”

ইন্সপেক্টর কুটস স্থিতিকে বলিলেন, “তুমি উহাকে কি সংবাদ দিয়াছিলে?”

স্থিতি বলিল, “কালো পায়রার সংবাদ।—আমি মাস্কন বার্টনের বাড়ী পাহারা দিতে দিতে তাহার ছাদেব উপর ঐরকম একটা কালো পায়রাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছিলাম। পায়রাটার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া তাহারই বাড়ীর পায়রা বলিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছিল; সুতরাং পল সাইনস্ তাহাকে পাশেল যোগে পায়রা পাঠাইয়া সেই দূত মারফৎ সংবাদ পাঠাইতে আদেশ কবিয়াছিল—এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। পায়রাটা উড়িয়া তাহারই বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিল; এষ্ট জন্ত এরোপ্লেন ক্রয়ডন হইতে পায়রার অনুসরণ করিবে শুনিয়া বার্টন একটু দমিয়া গিয়াছিল। পায়রা লইয়া ক্রয়ডনে যাইবার সময় বার্টন টেলিফোন করিতে গিয়াছিল—সে কথা কি আপনার স্মরণ নাই? সে টেলিফোনে তাহার দলেব লোক-জনদের সতর্ক করিয়াছিল, এবং যতগুলি কালো পায়রা গোপে আবদ্ধ ছিল—সকলগুলিকেই উড়াইয়া দিতে বলিয়াছিল।”

মিঃ ব্রেক সদলে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে সন্মুখে গাড়ী হইতে নামিয়া বলিলেন, “পল সাইনস্ অসাধারণ চতুৰ হইলেও কয়েকটি সাংঘাতিক ভ্রম করিয়াছিল। প্রফেসর সে প্ৰটগস কসেব অদ্ভুত আবিষ্কারের সংবাদ আমার স্মরণ ছিল—ইহা সে বুঝিতে পারে নাই; তাহার পর আমি অনুসন্ধান জানিতে পারি সে প্ৰটগস কস্ সসেসের যে অংশে বাস করিতেছিল—সেই স্থান মোকাম্বাবি রিংএর অদূরে অবস্থিত; সুতরাং দুই ও দুই যোগ করিলে চার হয়—ইহা কি বলা কঠিন?”

ইন্স্পেক্টর কুটস বলিলেন, “অত্যন্ত সহজ ; কিন্তু তুমি ও সকল বিষয় আমাদের নিকট গোপন করিয়াছিলে, এজন্ত তোমার মতলব বুঝিতে পারি নাই ; বাহা হউক, তাহাতে ক্ষতি হয় নাই । তুমি বুদ্ধি-কৌশলে সাইনসের ভীষণ যড়যন্ত্র দুইবার বিফল করিলে ; দুইবার সে পরাজিত হইল । আশা করি তৃতীয়বার সে আমাদের হাতে ধরা পড়িবে ; শীঘ্রই তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পার্কমুরের কারাগারে পাঠাইতে পারিব । সে পুনঃ পুনঃ আমাদের চোখে ধূলা দিতে পারিবে না ।”

কিন্তু ইন্স্পেক্টর কুটসের এই অনুমান সত্য নহে, পাঠক পাঠিকাগণ শীঘ্রই ইহা জানিতে পারিবেন । পল সাইনস সহজে আত্মসমর্পণ করিবে না, এবং ভবিষ্যতে সে শত্রুদমনের জন্ত যে অস্ত্র ব্যবহার করিবে—তাঁহাও সহজে ব্যর্থ হইবে না । সাইনসের সাত পুত্রের মধ্যে এখনও তিন পুত্র কার্য্যক্ষম আছে ; তাহারাও তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্ত আত্মোৎসর্গ করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না—একথা স্বরণ থাকিলে ইন্স্পেক্টর কুটস ঐক্সপ দৈববাণী করিতে কুণ্ঠিত হইতেন ।

সমাপ্ত

বিশেষ দৃষ্টব্য

‘রহস্য-লহরী’র ১৩০নং, ১৩১নং, এবং ১৩২নং উপন্যাসের
‘টাইটেল’-পৃষ্ঠায় ভ্রমক্রমে ১৩১নং, ১৩২নং এবং ১৩৩নং ছাপা
হইয়াছে। গ্রাহকগণ দয়া করিয়া ভ্রম সংশোধন করিবেন।

-প্রকাশক।

‘রহস্য-লহরী’র ১৩৩নং উপন্যাস

আজব আশ্রনা

অনুত্তর কল্পা রূপার্ট ওয়াল্ডোর

বলবীৰ্য্য ও ফন্দি-ফিকিরের বিস্ময়কর কাহিনী,

আফ্রিকার অতলম্পর্শ নদীগর্ভ হইতে

মহামূল্য হীরকরাশি উদ্ধারের

বিচিত্র বিবরণ

(এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল)



